শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ বা)

ঈশোপনিষদ্।

মূল,

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য ;

শ্রীযুত শ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্তবাচস্পতি কৃত

ভাষ্যরহস্যবিবৃতি ও বিস্তৃত সিদ্ধান্তানুবাদ

ও শ্রীযুত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয়

প্রণীত বেদার্কদিধীতি সহ।

বর্ণানুসারে মূলের

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রায় নমঃ।

শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ বা

ঈশোপনিষৎ।

॥ওঁ॥ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ওঁ॥
॥ওঁ॥ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ওঁ॥

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্॥ ১ ॥

ঈশোপনিষদ্ভাষ্যম্।

বেদাস্তথা স্মৃতগিরো যমচিন্ত্যশক্তিং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণমামনন্তি।
তং শ্যামসুন্দরমবিক্রিয়মাত্মমূর্ত্তিং সর্ব্বেশ্বরং প্রণতিমাত্রবশং ভজামঃ॥

বেদেষু খলু কর্ম্মণো নিখিলপুমর্থহেতুত্বং বিষ্ণোস্তু কর্ম্মাঙ্গত্বং স্বর্গাদেঃ কর্ম্মফলস্য নিত্যত্বং জীবস্য প্রকৃতেশ্চ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং পরিচ্ছিন্নস্য প্রতিবিম্বিতস্য ভ্রান্তস্য বা ব্রহ্মণ এব জীবত্বং চিন্মাত্র-ব্রহ্মাত্মকত্বধীমাত্রাদেবাস্য জীবস্য সংসৃতিবিনিবৃত্তিরিত্যাপাততো-ঽর্থা দুর্ম্মতিভিঃ প্রতীয়ন্তে। তানিমান্ পূর্ব্বপক্ষান্ বিধায় পরস্য বিষ্ণোরিহ স্বাতন্ত্র্যসর্ব্বকর্ত্তৃত্বসার্ব্বজ্ঞ্যপুমর্থত্বাদিধর্ম্মকত্বজ্ঞানসুখ-স্বরূপত্বং নিরূপ্যতে। তথাহি ঈশ্বরজীবপ্রকৃতিকালকর্ম্মাখ্যাণি

পঞ্চ তত্ত্বানি শ্রূয়ন্তে। তেষু বিভুচৈতন্যমীশ্বরোঽণুচৈতন্যস্তু জীবঃ। নিত্যজ্ঞানাদিগুণকত্বমস্মদর্থত্বঞ্চোভয়ত্র। জ্ঞানস্যাপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশস্য রবেঃ প্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম্। তত্রেশ্বরঃ স্বরূপশক্তিমান্ প্রকৃত্যাদ্যনুপ্রবেশনিয়মনাভ্যাং জগদ্বিদধন্ ক্ষেত্রজ্ঞভোগাপবর্গৌ বিতনোতি। একোঽপি বহুভাবেনাভিন্নোঽপি গুণগুণিভাবেন দেহদেহিভাবেন বিদ্বৎপ্রতীতের্বিষয়োঽব্যক্তোঽপি ভক্তিব্যঙ্গ্য একরসঃ প্রযচ্ছতি চিৎসুখং স্বরূপম্। জীবাস্ত্বনেকাবস্থা বহবঃ। পরেশবৈমুখ্যাৎ তেষাং বন্ধস্তৎসাম্মুখ্যাৎ তু তৎস্বরূপতদ্গুণাবরণ-রূপদ্বিবিধবন্ধবিনিবৃত্তিস্তৎস্বরূপাদিসাক্ষাৎকৃতিঃ। প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদি-গুণসাম্যাবস্থা তমোমায়াদিশব্দবাচ্যা তদীক্ষণাবাপ্তসামর্থ্যা বিচিত্র-জগজ্জননী। কালস্তু ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানযুগপচ্চিরক্ষিপ্রাদিব্যবহার-হেতুঃ ক্ষণাদিপরার্দ্ধান্তশ্চক্রবৎপরিবর্ত্তমানঃ প্রলয়সর্গনিমিত্তভূতো দ্রব্যবিশেষঃ। ঈশ্বরাদয়শ্চত্বারোঽর্থা নিত্যাঃ। জীবাদয়স্তু তদ্বশ্যাশ্চ। কর্ম্ম তু জড়মদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশ্যমনাদি বিনাশি চ ভবতি। চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাদেকং শক্তিমদ্ব্রহ্মেত্যদ্বৈত-বাক্যেঽপি সঙ্গতিরিত্যাদীনর্থান্ নিরূপয়িতুং স্বয়মাচার্য্যস্বরূপা শ্রুতিরাহ ঈশেত্যাদি। ঈশা বাস্যমিত্যাদীনাং মন্ত্রাণামাত্মযাথাত্ম্য-প্রকাশকত্বেন বিরোধাদেব কর্ম্মস্ববিনিয়োগঃ কিন্তূপাসনায়া-মবিরোধাৎ। উপাসনা তু জীবপরয়োঃ সম্বন্ধবিশেষসাধনং ভজন-মেব। সম্বন্ধো হি জীবে পরসাম্মুখ্যম্। অতঃ সঙ্ক্ষেপতো ব্যাখ্যা-স্যামঃ। ঈশা বাস্যেতি। তিস্রোঽনুষ্টুভঃ। দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণঋষিঃ স্বং শিষ্যং পুত্রঞ্চ নিষ্কামধর্ম্মনির্ম্মলচিত্তং সৎপ্রসঙ্গলুব্ধং শ্রদ্ধালুং শান্ত্যাদিমন্তমধিকারিণমুপসন্নমাহ ঈশা বাস্যমিত্যাদি। ঈশ ঐশ্বর্য্যে ক্বিবন্তঃ ঈষ্টে ইতি ঈট্। সর্ব্বস্যেশিতা পরমেশ্বরঃ। স

হি সর্ব্বজন্তূনামাত্মত্বাৎ সর্ব্বমীষ্টে। তেনাত্মনা ঈশা পরমেশ্বরেণেদং সর্ব্বং প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধং বিশ্বং বাস্তং বস আচ্ছাদনে ঋহলোর্ণ্যদিতি ণ্যৎপ্রত্যয়ঃ ণিত্বাৎ স্বরিতঃ আচ্ছাদনীয়মিত্যর্থঃ। সর্ব্বং তেন ব্যাপ্তমিতি শেষঃ। স এবাধস্তাৎ স এবোপরিষ্টাৎ। অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত ইতি শ্রুতেঃ। যদ্বা ইদং সর্ব্বমীশা পরব্রহ্মণা বাস্তং বস নিবাসে ইত্যস্য রূপং বাসিতম্ উৎপাদিতং স্থাপিতং নিয়মিতঞ্চ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত ইত্যাদি শ্রুতেঃ। ন কেবলং প্রত্যক্ষগম্যমীশা বাস্যমপি তু সাবরণং ব্রহ্মাণ্ডমিত্যাহ যদিতি। যৎ কিঞ্চিৎ শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধং জগত্যাং জগৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মকং শেষং বিশ্বমীশেনোৎপাদিতং স্থাপিতং নিয়মিতঞ্চেত্যর্থঃ। অতঃ কারণাৎ তেনেশা ত্যক্তেন বিসৃষ্টেন স্বাদৃষ্টানুসারিণা বিষয়েণ ভুঞ্জীথাঃ ভোগাননুভবেঃ। ইতোঽধিকং মা গৃধঃ গৃধু অভিকাঙ্ক্ষায়াং মাকাঙ্ক্ষীঃ। ইতো মমাধিকং ভবত্বিতি বুদ্ধিং ত্যজেত্যর্থঃ। পরমাত্মাধীনত্বেন ত্বদিচ্ছায়া ব্যাহতত্বাদিতি ভাবঃ। এবং সৎ ধনং কস্য স্বিৎ স্বিদিতি নিপাতো বিতর্কে ন কস্যাপীত্যর্থঃ। স এষ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি যদিদং কিঞ্চেত্যাদিশ্রুতের্মুখ্যদাতা পরমেশ্বরো ন স্বামিসম্বন্ধালিঙ্গিতমন্যৎ প্রাণিজাতমিতি বৈরাগ্যেণ ভবিতব্যমিতি ভাবঃ॥ ১॥

টীকা।

ঈশোপনিষদ্ভাষ্যরহস্যবিবৃতিঃ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তমীশমখিলস্যান্তর্বহিশ্চ স্থিতং
যদ্দূরে নিকটে চ যচ্চ সকলং যৎ স্বপ্রভং শক্তিমৎ।

ভক্তের্বর্ত্ম করং সুগুপ্তবিভবং প্রেম্নেদমাপ্লাবিতং
কৃষ্ণাভিন্নমুপাসিতং বিজয়তে গৌরাভিধং তন্মহঃ ॥
বিদ্যাভূষণভাষ্যকৃদ্গুরুবরশ্রীপাদপদ্মং সদা
ধ্যাত্বা হৃৎকমলে যথা স্বমতি তৎসিদ্ধান্তসূক্তীস্তথা।
টীকা নৈকবিধা বিচার্য্য কুরুতে শ্যামোহথ গোস্বামিকঃ
ঈশাদ্যোপনিষদ্রহস্যবিবৃতিং সিদ্ধান্তবাচস্পতিঃ ॥

ঈশা বাস্যমিত্যাদিমন্ত্রান্ ব্যাচিখ্যাসুর্ভাষ্যকারস্তৎপূর্ত্তয়ে প্রথমং তাবৎ শিষ্টাচারপরিপ্রাপ্তেষ্টদেবতানমস্কাররূপং মঙ্গলমাচরতি বেদান্তথেতি। বিঘ্নবাহুল্যশঙ্কয়া বস্তুনির্দ্দেশরূপং পুনর্মঙ্গলমাচরতি বেদেষ্বিতি। অনেনৈবেশা বাস্যমিত্যাদিমন্ত্রাণাং কর্ম্মশেষত্বশঙ্কা নিরাকৃতা। তথাহি কর্ম্মজড়াঃ কেচন মন্যন্তে স্ম ঈশা বাস্যমিত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ কর্ম্মশেষা মন্ত্রত্বাবিশেষাৎ ইষে ত্বাদিমন্ত্রবৎ। অতঃ পৃথক্ প্রয়োজনাদ্যভাবাদব্যাখ্যেয়া ইতি। তান্ প্রত্যাহ ঈশা বাস্যমিত্যাদীনামিতি। কর্ম্মস্বিতি। ঈশা বাস্যমিত্যাদীনাং মন্ত্রাণামাত্মযাথাত্ম্যপ্রকাশকত্বেন বিরোধাদেব কর্ম্মস্ববিনিয়োগ ইত্যেতেষাং মন্ত্রাণাং কর্ম্মস্ববিনিয়োগে কারণমুক্তম্। তত্র প্রথমাধ্যায়মারভ্য একোনচত্বারিংশত্তমাধ্যায়পর্য্যন্তং তেষাং তেষাং মন্ত্রাণাং তেষু তেষু দর্শপূর্ণমাসাদ্যশ্বমেধান্তেষু যথা বিনিয়োগস্তথৈব কর্ম্মপ্রতিপাদকত্বাভাবেঽপি সহস্রশীর্ষেত্যাদিবদীশা বাস্যাদীনামপি মন্ত্রাণাং কর্ম্মসু যথা কথঞ্চন বিনিয়োগঃ কিং ন স্যাদিতি চেন্নৈবম্। ঋচা পুরুষং ব্রহ্মাণং দক্ষিণতঃ পৌরুষেণ নারায়ণেনাভিষ্টৌতি সহস্রশীর্ষা পুরুষ ইত্যনেন ষোড়শর্চ্চেনেত্যাদিবৎ কর্ম্মসু প্রমাণতো বিনিয়োগাভাবাৎ কর্ম্মপ্রতিপাদকত্বাভাবাচ্চ। তর্হি যাগকল্পনা কুতো ন

ক্রিয়ত ইতি চেন্ন। বিশেষং পরিহৃত্যৈব সা কল্পনা ভবিষ্যতি নেতরেতি। অতএব ভাষ্যকারো বিরোধাদেবাবিনিয়োগস্তেষাং মন্ত্রাণাং কর্ম্মস্বিতি প্রতিপাদয়তি। স্বাতন্ত্র্যসর্ব্বকর্তৃত্বসার্ব্বজ্ঞ্যপুমর্থত্বাদিধর্ম্মকবিজ্ঞানসুখস্বরূপমাত্মযাথাত্ম্যঞ্চ কর্ম্মণা বিরুধ্যেতেতি যুক্ত এবৈষাং কর্ম্মস্ববিনিয়োগঃ। উপাসনস্য তু আত্মযাথাত্ম্যপ্রতিপাদকত্বেনাবিরোধাদেব যুক্ত এবৈষাং তস্মিন্ বিনিয়োগঃ। তদেব স্ফুটয়ন্নাহ উপাসনা ত্বিতি। জীবে পরেশসাম্মুখ্যরূপস্য জীবপরয়োঃ সম্বন্ধস্য আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানসাপেক্ষত্বাদুপাসনস্য চ আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানদ্বারেণৈব তৎকরণত্বাদবিরোধ ইতি শেষঃ। অত ইতি। তথা হ্যত্র নিষ্কামধর্ম্মনির্ম্মলচিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ শান্ত্যাদিমানধিকারী সম্বন্ধো বাচ্যবাচকভাবঃ বিষয়ো নিরবদ্যো বিশুদ্ধানন্তগুণগণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ প্রয়োজনন্ত্বশেষদোষবিনাশপুরঃসরস্তৎসাক্ষাৎকার ইত্যনুবন্ধচতুষ্টয়বিশিষ্টত্বাদ্ব্যাখ্যায়তে ইতি ভাবঃ। ঈশেতি ক্বিবন্তং তৃতীয়ান্তং রূপম্। স্ফুটার্থমন্যৎ॥ ১॥

সিদ্ধান্তানুবাদ।

উপনিষৎ পাঠকালে শান্তিপাঠের নিয়ম গুরুপরম্পরাগত। "ওঁ পূর্ণমদঃ" ইত্যাদি মন্ত্রটি শান্তিপাঠে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ মন্ত্রটির অর্থ এইরূপ;—

"অদঃ অবতারিরূপম্ ইদম্ অবতাররূপম্ উভয়ং পূর্ণং সর্ব্বশক্তিমৎ। পূর্ণাদবতারিরূপাৎ পূর্ণমবতাররূপং লীলাবিস্তারায় স্বয়মুদচ্যতে প্রাদুর্ভবতি। তল্লীলাপূর্ত্তৌ পূর্ণস্যাবতাররূপস্য পূর্ণং স্বরূপমাদায় স্বস্মিন্নৈক্যং নীত্বা পূর্ণমবতারিরূপমন্যত্রাবিলীনং সদবশিষ্যতে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ।"

পূর্ণ এই অবতারিরূপ ও পূর্ণ এই অবতাররূপ উভয়ই পূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিসমন্বিত। পূর্ণ অবতারিরূপ হইতে পূর্ণ অবতার-রূপ লীলাবিস্তারার্থ প্রাদুর্ভূত হয়েন। লীলাপূর্ত্তির জন্য পূর্ণ অবতাররূপের পূর্ণ স্বরূপকেই আপনাতে গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ণ অব-তারিরূপ অবশেষরূপে বর্ত্তমান থাকেন। কোনরূপেই পরমে-শ্বরের পূর্ণত্বের হানি হয় না।

শাস্ত্র দ্বিবিধ;—পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয়। পুরুষপ্রণীত শাস্ত্রই পৌরুষেয় শাস্ত্র এবং পরমেশ্বরপ্রণীত শাস্ত্রের নামই অপৌরুষেয় শাস্ত্র। বেদশাস্ত্র পরমেশ্বরপ্রণীত, অতএব অপৌ-রুষেয়। সর্ব্বলৌকিকালৌকিক জ্ঞানের নিদানস্বরূপ অপ্রাকৃত অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্র কাণ্ডত্রয়াত্মক। কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড, এই তিনটি কাণ্ডই বেদের কাণ্ডত্রয়। তন্মধ্যে শেষোক্ত উপাসনাকাণ্ডেই বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য। প্রথমোক্ত কাণ্ডদ্বয় উপাসনাকাণ্ডেরই অঙ্গভূত। যে কাণ্ডে দর্শপূর্ণমাসাদি অশ্বমেধান্ত কর্ম্ম সকল উক্ত হইয়াছে, তাহারই নাম কর্ম্মকাণ্ড। যে কাণ্ডে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যাথাত্ম্য নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই জ্ঞানকাণ্ড নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আর যে কাণ্ডে পর-মেশ্বরের সাম্মুখ্যলাভের উপায় সকল কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই উপাসনাকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের যেরূপ পরস্পর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, উপাসনাকাণ্ডের সেরূপ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় না। জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের যাহাতে পর্য্যবসান হয়, তাহাই উপাসনাকাণ্ড। প্রকৃত পক্ষে সমগ্র বেদই উপাসনাকাণ্ড। আপাততঃ বেদকে কর্ম্ম-জ্ঞান-রূপ-কাণ্ডদ্বয়াত্মক বলিয়াই প্রতীতি হয়। বহির্দৃষ্টিই তাদৃশী প্রতীতির কারণ। অন্তর্দৃষ্টিতে

দর্শন করিলে, কর্ম্ম ও জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয় না। তদবস্থায় কর্ম্ম ও জ্ঞান উপাসনারই অঙ্গ বলিয়া স্থির হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য যদি না থাকিল, উহারা যদি উপাসনারই অঙ্গ হইল, তবে বেদকে একমাত্র উপাসনাপর বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত হইতে পারিল। কিন্তু সাধারণ লোক সকল সেরূপ সিদ্ধান্ত করেন না। তাঁহারা সমগ্র বেদকেই কর্ম্ম-পর বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা কর্ম্মকেই নিখিল পুরুষার্থের হেতু বলিয়া জানেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ঐরূপ বিবেচনা অসঙ্গত হয় না। সত্য বটে, উপাসনার অঙ্গীভূত কর্ম্ম ও জ্ঞান নিখিল পুরুষার্থের হেতু। কিন্তু তাই বলিয়া কি সমস্ত-কর্ম্ম ও সমস্ত জ্ঞানকেই নিখিল পুরুষার্থের হেতু বলা যাইতে পারে? সত্য বটে, ভক্তের সকল কর্ম্ম ও সকল জ্ঞানই উপাসনার অঙ্গ, কিন্তু তাই বলিয়া কি যিনি নিজকৃত কর্ম্ম ও স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানকে উপাসনার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহার সেই সকল কর্ম্ম ও জ্ঞানকেও উপাসনার অঙ্গ বলিতে হইবে? তাহা কখনই নহে। বেদোক্ত সকল কর্ম্ম ও সকল জ্ঞানই উপাসনোদ্দেশ্যক হইলেও অনধিকারীর পক্ষে ঐ সকল কর্ম্মের ও জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যার্থ প্রদ্যোতিত হয়। এইরূপ হয় বলিয়াই এক বেদ-বাক্য অবলম্বনে মানবসমাজে বিভিন্ন মতের আবির্ভাব হইয়াছে। যিনি যেরূপ অধিকারী, অর্থাৎ যিনি তামস অধিকারী তিনি কর্ম্মকে যিনি রাজস অধিকারী তিনি জ্ঞানকে এবং যিনি সাত্ত্বিক অধিকারী তিনি উপাসনাকে বা তদঙ্গীভূত কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়কে পরমপুরুষার্থের সাধন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। কাল এই মতভেদের সহায়। ত্রিকালসত্য বেদবাক্যসমূহ সর্ব্বজ্ঞ আচার্য্যের

ন্যায় ঐ সকল মতের হেয়তা ও উপাদেয়তা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা আপনাপন বুদ্ধিবৈচিত্র্য অনুসারে ঐ হেয়োপদেয়তা স্থির করিয়া লই। ভ্রান্তিবশতঃ আমরা কথন বা হেয়কে উপাদেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি এবং কথন বা উপাদেয়কে হেয় বলিয়া ত্যাগ করিয়াও থাকি। করুণাময় জগদীশ্বর তদ্দোষের প্রশমনেরও উপায় করিয়া দিয়াছেন। বেদের প্রকৃত অর্থ প্রকাশের নিমিত্ত আমাদিগকে ইতিহাস ও পুরাণ সকল প্রদান করিয়াছেন। তদনুসারে বেদবিচারে প্রবৃত্ত হইলে, বেদের গূঢ়ার্থ সকল আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বেদের পূর্ব্বভাগের অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের গূঢ় অর্থ সকল উহার উত্তরভাগে অর্থাৎ উপনিষদভিধেয় জ্ঞানকাণ্ডে ব্যক্ত হইয়াছে। এবং জ্ঞানকাণ্ডের গূঢ় অর্থ ও তদর্থনির্ণায়ক বেদান্তসূত্র সকলের গূঢ় অর্থ আবার তদ্ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতে ও অপরাপর প্রসিদ্ধ পুরাণেতিহাসে ব্যক্ত হইয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভাষ্যখানি বেদান্তার্থনির্ণায়ক শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত। অপরাপর ভাষ্য গুলির অধিকাংশ স্বকপোলকল্পিত। ঐ সকল ভাষ্যে কর্ম্মকেই নিখিল পুরুষার্থের হেতু, বিষ্ণুকে কর্ম্মের অঙ্গ, স্বর্গাদি কর্ম্মফলকে নিত্য, জীব ও প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য, পরিচ্ছিন্ন প্রতিবিম্বিত বা ভ্রান্ত ব্রহ্মেরই জীবত্ব এবং চিন্মাত্র ব্রহ্মের জ্ঞানেই মুক্তি প্রভৃতি সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। স্বয়ং বেদই ঐ সকল দূষিত মতকে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া উপনিষদ্ভাগে তাহার সুমীমাংসা প্রচার করিতেছেন। সমগ্র উপনিষদ্ই একবাক্যে বলিতেছেন যে, ভগবান বিষ্ণু কর্ম্মের অঙ্গ নহেন; পরন্ত তিনি স্বাধীন ও নিত্যজ্ঞানসুখস্বরূপ পরমেশ্বর। তিনি সার্ব্বজ্ঞ্যাদি সর্ব্বগুণে বিমণ্ডিত। ঈশ্বর, জীব,

প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম, এই পাঁচটিই তত্ত্ব। তন্মধ্যে যিনি বিভু-চৈতন্য তিনিই ঈশ্বর এবং যিনি অণুচৈতন্য তিনিই জীব। উভয়েই নিত্যজ্ঞানাদিগুণশালী। উভয়েই অস্মৎশব্দের বাচ্য এবং জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতা। পরমেশ্বর স্বরূপশক্তিসমন্বিত। তিনিই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা। তিনিই জীবের ভোগাপবর্গের বিধাতা। তিনি অব্যক্ত হইয়াও ভক্তিব্যঙ্গ্য। জীব বহু। পরেশবৈমুখ্য বশতই জীবগণের বন্ধ এবং তৎসাম্মুখ্য হইতেই মোক্ষ ও ভগবৎসাক্ষাৎকারসুখ। সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতির নিজের কর্তৃত্ব নাই। তিনি পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই বিচিত্র জগৎ রচনা করেন। ভূতাদি-ব্যবহার-হেতু জড় বা অজড় রূপে নির্দ্দেশের অযোগ্য দ্রব্যবিশেষের নামই কাল। উহা ঈশ্বরেরই চেষ্টা এবং সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিমিত্ত। কর্ম্ম জড় এবং অদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশ্য। ঐ কর্ম্ম অনাদি ও বিনশ্বর। শেষোক্ত চারিটিই পরমেশ্বরের শক্তি। পরমেশ্বর অদ্বিতীয়। "ঈশা বাস্যং" প্রভৃতি মন্ত্র সমূহে এই বিষয়গুলিই ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছে। এই মন্ত্রগুলি কর্ম্মকাণ্ডীয় মন্ত্র সকলের সজাতীয় হইলেও কর্ম্মশেষ নহে। কারণ, এই মন্ত্র গুলিতে আত্মযাথাত্ম্য-জ্ঞান-প্রতিপাদন দ্বারা জীবের পরমেশ্বর-সাম্মুখ্য-সাধন উপাসনাই প্রচার করা হইয়াছে। অতএব এই মন্ত্রগুলি উপাসনাপর। যিনি পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারাভিলাষী, তিনি যথারীতি এই মন্ত্রগুলির শ্রবণাদিতে রত হইবেন।

"ঈশা বাস্যম্" প্রভৃতি তিনটি মন্ত্রের অনুষ্টুভ্ ছন্দ। "ছাদয়তি এনং পাপাৎ কর্ম্মণঃ ইতি ছন্দঃ" যাহা পাপ কর্ম্ম হইতে রক্ষা করে, তাহারই নাম ছন্দ। এতদ্দ্বারা ঐ সকল

ছন্দের আলোচনায় পাপপ্রবৃত্তির উপশম হয়, ইহাই সূচিত হইতেছে।

বেদ গদ্যপদ্যময়। বৈদিক গদ্যকে ব্রাহ্মণ বা নিগদ বলে। আর বৈদিক পদ্যের নাম ঋক্ অথবা মন্ত্র। বৈদিক মন্ত্রে প্রধানত সাতটি ছন্দ দেখা যায়। যথা, গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী। তন্মধ্যে গায়ত্রী ত্রিপদা। ইহার প্রত্যেক চরণে আট আটটি অক্ষর। তিন চরণে চতুর্বিংশতি অক্ষরে গায়ত্রী ছন্দ হয়। এই গায়ত্রীই সকল ছন্দের মূল। ইহাতেই চারি চারি অক্ষর বৃদ্ধি করিলে উষ্ণিক্ প্রভৃতি ছন্দ হয়। উষ্ণিকের অক্ষর-সংখ্যা অষ্টাবিংশতি। উহা হইতে চতুরক্ষরাধিকা অনুষ্টুভ্। অনুষ্টুভ্ হইতে চতুরক্ষরাধিকা বৃহতী। বৃহতী হইতে চতুরক্ষরাধিকা ত্রিষ্টুভ্। এবং তাহা হইতে চতুরক্ষরাধিকা জগতী। বেদে উৎকৃতি পর্য্যন্ত সকল ছন্দই আছে। কিন্তু ঐ সকল ছন্দ পরে প্রকাশিত হয়। এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সাতটি ছন্দই বৈদিক ছন্দ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। গায়ত্রী প্রভৃতির ব্যুৎপত্তি যথা—

"গায়ত্যনয়েতি গায়ত্রী। অথবা গায়তো মুখাৎ ত্রিঃ ত্রিপদা উৎপতিতেতি গায়ত্রী। যদ্বা গায়ন্তং ত্রায়ত ইতি গায়ত্রীতি নিরুচ্যতে। গায়ত্র্যা ঊর্দ্ধং স্নিহ্যতে ইষ্যতে ইতি উষ্ণিক্। গায়ত্রীমেব ত্রিপদাং সতীং চতুর্থেন পাদেন অনুষ্টোভতি বর্দ্ধয়তীতি অনুষ্টুভ্। ততোঽপি পরিবর্হণাৎ বৃহতী। ততোঽপি প্রপঞ্চাৎ পঙ্‌ক্তিঃ। পঙ্‌ক্তিঃ পঞ্চপদা। ত্রিবৃৎ বজ্রস্তং স্তোভতীতি ত্রিষ্টুভ্। গততমম্ অন্তিমং ছন্দ ইতি জগতী। যদ্বা জলচরগতিরিব গতির্যস্যা ইতি জগতী। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।"

দধ্যঙ্ঙাথর্বণ ঋষি নিষ্কামধর্ম্মনির্ম্মলচিত্ত সৎপ্রসঙ্গলুব্ধ শ্রদ্ধালু শমদমাদিসম্পন্ন উপাসনাধিকারী নিজ পুত্র ও শিষ্যকে বলিতেছেন —

এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সে সকলই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তিনি যাহা দেন, তাহাই ভোগ কর। তিনিই বিশ্বের অধিপতি। তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় অধিপতি নাই। তিনি যাহা দেন নাই, তাঁহা ভোগ করিতে অভিলাষ করিও না॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—এই প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ ও শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল বিশ্বই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তিনি জীবগণের অদৃষ্ট অনুসারে তাহাদিগের ভোগের নিমিত্ত এই বিশ্ব রচনা করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনিই ইহার পালনকর্ত্তা ও নিয়ামক বিধাতা। নিখিল জগৎই তাঁহার শক্তি। তিনি ঐ শক্তির অধীশ্বর। তিনি যাহা দেন, জীব তাহাই প্রাপ্ত হয়েন, আর তিনি যাহা না দেন, জীব তাহা পাইতে পারেন না। জীব যতই পান, তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই। কিন্তু তাঁহার আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ না হওয়াতে চিত্তেরও শান্তি ঘটে না। পরমেশ্বরের কৃপায় আত্মসমর্পণ ভিন্ন জীব চরিতার্থ হইতে পারেন না। অতএব অদৃষ্টানুসারে ঈশ্বর যাহাকে যাহা দিয়াছেন, সে যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, আর অধিক আকাঙ্ক্ষা না করিয়া বিষয়বৈরাগ্যের সহিত পরমেশ্বরের করুণার উপর আত্মনির্ভর করে, তবে যথাকালে শুভাদৃষ্টের উদয়ে পরমেশ্বরসাম্মুখ্যলাভে চরিতার্থ হইতে পারে। আমার চেষ্টায় আমি অধিক লাভ করিতে পারিব, এরূপ জ্ঞান অহঙ্কারমূলক। অহঙ্কারীর পুরুষার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। বিষয়ে অপেক্ষারহিত ও নিরহঙ্কার না হইলে, পরমেশ্বরের সাম্মুখ্য লাভ করা যায় না। দৈন্য ও নৈরপেক্ষ্যই উপাসনার মূল। দৈন্যমূলক ও নৈরপেক্ষ্যমূলক

উপাসনাতেই বহির্মুখতার নিবৃত্তির সহিত অন্তর্মুখতার অভ্যুদয়ে পরমেশ্বরের সাম্মুখ্য ও তৎসাক্ষাৎকার লাভ হয়। উহাই জীবের পরম লাভ। অতএব তুচ্ছ বিষয়ে আসক্ত হইয়া পরম লাভ হইতে বিচ্যুত হওয়া কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে ॥ ১ ॥

বেদার্কদীধিতিঃ।

[জগত্যাং বিশ্বে যৎ কিঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ; বিশ্বে যৎ কিঞ্চিদস্তি তৎ সর্ব্বং ঈশাবাস্যং ঈশেন আবৃতম্। তেন হেতুনা ত্যক্তেন ত্যাগেন জগৎ ভুঞ্জীথাঃ ভোগং কুর্বীথাঃ। কস্য সিদ্ধনং কস্যচিদ্ধনং মা গৃধঃ ন আকাঙ্ক্ষীঃ ॥ ১ ॥]

এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে সমস্তই ঈশ্বর কর্ত্তৃক আবৃত। অতএব ত্যাগধর্ম্ম সহকারে ভোগ কর। কাহারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না ॥ ১ ॥

ভাবার্থ;—আত্ম শক্তি দ্বারা এই জগৎকে পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং সেই শক্তি প্রভাবে ইহাতে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। হে জীব, তুমিও তাহার শক্তিনিঃসৃত তত্ত্ববিশেষ। তিনি পরমাত্মা, তুমি আত্মা, অতএব আত্মধর্ম্ম বিচারে তাঁহা অপেক্ষা তোমার আর কেহ হইতে পারে না। তুমি আপাততঃ স্বরূপভ্রম বশতঃ আপনা হইতে সমস্ত বস্তুকে পর বলিয়া তাহাতে স্বার্থপর ভোগ স্বীকার করিতেছ। কিন্তু যদি সমস্ত বস্তুতে পরমাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করতঃ স্বার্থপরতা ত্যাগ কর তাহা হইলে আর তোমার পরধন বলিয়া বিষয় সকল গ্রহণ করিতে হয় না। তুমি ভগবৎপরিচর্য্যায় সমস্ত অর্পণ কর। এবং যাহা কিছু গ্রহণ কর তাহা পরমেশ্বর দত্ত প্রসাদ বলিয়া স্বীকার কর তাহা হইলে সমস্তই আত্মময় হইবে ॥ ১ ॥

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥২॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

ইদানীং চিত্তশুদ্ধ্যর্থং বিহিতমবশ্যমনুষ্ঠেয়মিত্যাহ কুর্ব্বন্নেবেতি। কর্ম্মাণ্যগ্নিহোত্রাদীনি নিষ্কামাণি কুর্ব্বন্নেবেহ লোকে শতং শত-সঙ্খ্যাকাঃ সমাঃ সম্বৎসরান্ শতবর্ষপর্য্যন্তং জিজীবিষেৎ জীবিতু-মিচ্ছেৎ। এবং ত্বয়ি জিজীবিষতি কর্ম্ম কুর্ব্বতি চ নরে ইতঃ এতস্মাৎ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাণি কুর্ব্বতঃ প্রকারাদন্যথা প্রকারা-ন্তরেণ মুক্তির্নাস্তি যদ্বাতল্লিপ্তত্বং নাস্তীতি ভাবঃ। তাদৃক্ কর্ম্ম তু ন লিপ্যতে ॥ ২ ॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতি টীকা)

ইদানীমিতি। জিজীবিষেদিতি। ভবানিতি শেষঃ। পুরুষ-ব্যত্যয়ঃ প্রকরণাৎ। পুরুষায়ুষস্য শতবর্ষপরিমিতত্বাৎ শতগ্রহ-ণম্। কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগ ইতি দ্বিতীয়া। যাবচ্ছক্তি কর্ত্তব্যং ন কদাপি ত্যাজ্যমিতি। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণীতি। ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসেতি ভগবদ্বচনাৎ। ত্বয়ীতি। তব এবং কর্ম্ম কুর্ব্বতো জিজীবিষতো মুক্তিরস্তি প্রকারান্তরেণ তু সা নাস্তীতি ভাবঃ। স্বর্গাদিপ্রাপ্তৌ যথা নানোপায়াঃ সন্তি ন তথা মুক্তাবিত্যর্থঃ। ব্রহ্মার্পণবুদ্ধ্যা কৃতকর্ম্মণা শুদ্ধান্তঃকরণস্যৈব মুক্তিরিত্যাশয়ঃ। ননু কর্ম্মণোঽবশ্যং স্বর্গাদিনা ফলেন ভাব্যং কথং মুক্তিরিতি চেৎ তত্রাহ তাদৃগিতি। মুক্ত্যর্থং ক্রিয়মাণং কর্ম্ম নরে মনুষ্যে ত্বয়ি ন লিপ্যতে ন বধ্যতে। স্বোচিতেনাস-

ঙ্কল্পিতফলেন কর্ম্মণা ভগবন্তমারাধয়ন্তং নরমপি ত্বাং ন কর্ম্ম বাধতে তস্ত মুক্তিকারণান্তঃকরণশুদ্ধ্যাপাদকত্বেনোপক্ষীণশক্তিত্বাদিত্যর্থঃ। উক্তং হি—দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। প্রবৃত্তি-লক্ষণো ধর্ম্মো নিবৃত্তৌ চ বিভাষিত ইতি ॥ ২ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

অনন্তর চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বিহিত কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়, ইহাই বলিতেছেন ;—

ইহলোকে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম সকল যথাবিধানে অনুষ্ঠান করিলে, মনুষ্য একশত বৎসর জীবিত থাকিতে পারেন। তিনি তাঁহার ঐ সুদীর্ঘ জীবনে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে যে কিছু কর্ম্ম করিবেন, তাহা তাঁহাতে লিপ্ত হইবে না। বিশেষতঃ তাদৃশ অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—মনুষ্যের পরমায়ুর পরিমাণ একশত বৎসর। কিন্তু অনাচার ও অত্যাচারে ঐ আয়ুর ক্ষয় হয় বলিয়া অধি-কাংশ লোক ঐ নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বেই গতাসু হইয়া থাকেন। যিনি বিধিবিধানে শাস্ত্রোক্ত আচার পালন করেন, তিনি কখনই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন না। দীর্ঘজীবন লাভ সৌভাগ্যের কথা। আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানোপযোগী এই জীবন যদি অসময়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বিকাশোপযোগী কুসুম যদি মুকুলেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তদপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় ক্ষতির বিষয় আর কি আছে! যে ভগবদুপাসনা দ্বারা পুরুষার্থ লাভ করিতে হইবে, তাহা অবশ্য অবসরসাপেক্ষ। মানবজীবন শতবর্ষব্যাপী হইলেও অবসর-বিবেচনায় অত্যল্প। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, "শতং জীবতি যদ্যল্পং নিদ্রা তস্যার্দ্ধহারিণী। বাল্যরোগজরাদুঃখৈস্তদর্দ্ধমপি

হীয়তে॥” আমাদিগের শতবর্ষপরিমিত জীবনের অর্দ্ধাংশ নিদ্রায় এবং অবশিষ্টার্দ্ধেরও অধিকাংশই বাল্য, রোগ ও জরা প্রভৃতিতে বৃথা অপব্যয়িত হইয়া থাকে। অতএব প্রথমতঃ সুদীর্ঘ জীবন লাভের চেষ্টা, পরে ঐ জীবনকে ঈশ্বরারাধনা দ্বারা সফল করিবার চেষ্টাই আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। উভয়ই কর্ম্ম-সাপেক্ষ। সৎকর্ম্ম ভিন্ন দীর্ঘজীবন লাভ ও চিত্তশুদ্ধির কোনটিই হয় না। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানসাধন ভগবদ্ভজনও সুসিদ্ধ হয় না। তদ্ব্যতিরেকে মুক্তিও ঘটে না। সত্য বটে, কর্ম্মের ফল স্বর্গাদিভোগ। উহাও লৌহশৃঙ্খলের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বন্ধনের ন্যায় জীবের বন্ধন ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহাও সত্য। কিন্তু কর্ম্ম দ্বিবিধ; প্রবৃত্তিসাধক সকাম কর্ম্ম এবং নিবৃত্তি-সাধন নিষ্কাম কর্ম্ম; সকাম কর্ম্মই জীবকে বন্ধন করে, ভজনের অঙ্গীভূত নিষ্কাম কর্ম্ম তাহা করে না। দৈন্য ও নৈরপেক্ষ্য সহকারে অনুষ্ঠিত ভগবদারাধনলক্ষণ নির্ম্মল কর্ম্ম জীবকে বন্ধন করিতে পারে না। ঐ সকল কর্ম্ম পদ্মপত্রে সলিলের ন্যায়, জীবে লিপ্ত হয় না। অতএব তাদৃশ কর্ম্মই জীবের অনুষ্ঠেয়। উহাই মুক্তির অনন্য সাধন॥ ২॥

(বেদার্কদীধিতিঃ।)

[ইহ জগতি এবং প্রকারেণ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ শতং সমাঃ জিজীবিষেৎ। ত্বয়ি নরে এবং জীবতি সতি কর্ম্ম ন লিপ্যতে। ইতঃ অন্যথা নাস্তি॥ ২॥]

এই জগতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করুক্। এরূপে জীবিত থাকিলেও তুমি কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না। ইহার অন্যথা নাই॥ ২॥

ভাবার্থ ;—সর্ব্বত্র পরমাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কেবল আত্মানুষ্ঠানই হইয়া থাকে। অতএব শত শত বৎসর জীবিত থাকিলেও জীবকে দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে কর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, নতুবা জীবন সদ্যই বিনাশ হয় অথবা সুন্দর নির্ব্বাহিত হয় না। যদি পরমাত্মানুশীলনরূপ সংসার পত্তন করা যায় তবে তৎসম্বন্ধীয় কোন কর্ম্মই কর্ম্মস্বরূপে লক্ষিত হইবে না। জ্ঞান বা ভক্তিরূপে লক্ষিত হইবে। পরমাত্ম জ্ঞান কার্য্য সমস্তই ভক্তি। অতএব নারদ বলিয়াছেন ;—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ২ ॥

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥৩॥

(ঈষোপনিষদ্ভাষ্য)

অথ কাম্যপরান্ নিন্দতি অসূর্য্যা ইতি। যে কে চ যে কেচিৎ জনাঃ আত্মানং ঘ্নন্তি সংসারে সম্বন্ধয়ন্তীত্যাত্মহনঃ তে প্রেত্য মৃত্বা তান্ লোকান্ অভিগচ্ছন্তি। লোকাঃ কথম্ভূতা ইত্যপেক্ষায়ামাহ অসূর্য্যা নাম ইত্যাদি। অসূর্য্যা অসুরপ্রাপ্যাঃ নাম তে লোকা অন্ধেন গাঢ়েন তমসা আবৃতাঃ সংবৃতা ইত্যর্থঃ। অবিদ্বাংসঃ কাম্যপরাঃ আত্মহন্তারো জনাঃ মৃত্বা দুরন্ততমসাবৃতমসুরলোকং গচ্ছন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতি টীকা)

অথেতি। অভীতি। অভিরাভিমুখ্যে। অসুরাণামিমে অসূর্য্যাঃ অসুষু প্রাণেষু এব রমন্ত ইত্যসুরাঃ প্রাণপোষণমাত্র-

পরা অজ্ঞানিনঃ কেবলবিষয়াসক্তাস্তৈঃ প্রাপ্যা অসূর্য্যাঃ। পুনঃ কীদৃশাঃ—অন্ধেন তমসা অজ্ঞানাত্মকেন তমসা আবৃতা আচ্ছাদিতাঃ। অজ্ঞানাধিক্যকারিণ ইত্যর্থঃ। অনাত্মজ্ঞাঃ পুনঃ পুনর্জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে বেতি ভাবঃ। উক্তং হি শ্রীভগবতা—কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ। জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়মিতি। অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ। প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচাবিতি। তস্মাৎ যথাযোগং বর্ণাশ্রমবিহিতকর্ম্মণা ভগবন্তমারাধয়ংস্তৎপ্রসাদেন নিবৃত্তস্বান্তঃকলুষো জাতবৈরাগ্য আত্মবিন্মুক্তো ভবতীতি প্রঘট্টকার্থঃ॥ ৩॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

অনন্তর কাম্যকর্ম্মপরায়ণ লোক সকলের নিন্দা করিতেছেন;—

যাহারা আত্মঘাতী, তাহারা মৃত্যুর পর প্রগাঢ় তিমিরাবৃত অসুরলোকেই গমন করিয়া থাকে॥ ৩॥

তাৎপর্য্য।—এই মানবজীবন মোক্ষোপযোগী। যিনি ঈদৃশ জীবন প্রাপ্ত হইয়াও তাহার সদ্ব্যবহার করেন না, যিনি দুর্লভ মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও ভবসাগর সমুত্তরণের চেষ্টা করেন না, তিনিই আত্মঘাতী। আত্মঘাতীর সত্বর উদ্ধার নাই। তিনি মৃত্যুর পর ভোগলুব্ধ স্বার্থপর লোক সকলের নিবাসভূত গাঢ়ান্ধকারাবৃত নরকে গমন করেন। পক্ষান্তরে নিষ্কাম ভগবৎপরায়ণ সাধু পুরুষ সকল উপাসনা দ্বারা মোক্ষলাভে কৃতার্থ হইয়া আত্মানন্দে ভাসিতে থাকেন। এরূপ লোকের ইহলোকে পুনরাবৃত্তি হয় না। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া স্ববর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিতে

করিতে তৎপ্রসাদে চিত্তশুদ্ধির অনন্তর ঈশ্বরাতিরিক্ত বিষয়সমূহে নিরপেক্ষ ও ঈশ্বরে সমাসক্ত হইবেন। এইরূপ হইলে, মুক্তি স্বয়ং তাঁহার সেবা করিবে। নতুবা তৎকৃত সকাম কর্ম্মের ফলে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ইহ সংসারেই গতায়াত করিতে হইবে, এবং তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার ক্রমশই ঘনীভূত হইয়া পরমেশ্বরসাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবে ॥ ৩ ॥

(বেদার্কদীধিতি)

[অন্যথা কুর্ব্বন্ নরঃ আত্মহা ভবতি। যে কে আত্মহনঃ জনাঃ তে প্রেত্য অন্ধেন তমসাবৃতান্ অসূর্য্যান্ লোকান্ গচ্ছন্তি ॥ ৩ ॥]

যাহারা পরমাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া জগৎকে ভোগ করে তাহারা আত্মহা অর্থাৎ আত্মঘাতী। তাহারা দেহ পরিত্যাগ করিয়া আসুরী ভাব প্রাপ্ত লোক সকল (যাহা অন্ধকারে আবৃত) তাহাই প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

ভাবার্থ ;—যাহারা ধর্ম্মোদ্দেশে কর্ম্ম করে না, বিরাগ লাভোদ্দেশে ধর্ম্মাচরণ করে না এবং আত্মানুশীলনের জন্য বিরাগকে আশ্রয় করে না, তাহাদের সমস্ত কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও বিরাগ স্বার্থপর অর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি কারক হয়, আত্মানুশীলনের সহকারী নয়। অতএব তাঁহাদের জীবন মরণ-প্রায়। ভাগবতে বলিয়াছেন,—

ন যস্য কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥

যে জীবের এরূপ আচরণ, তাহার আত্মা জড়ে বিনষ্ট প্রায় হইতে থাকে। তজ্জন্যই তাহাদিগকে আত্মঘাতী বলা যায়। সেই আত্মঘাতী ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ আসুরী ভাবকে লাভ করে ;-

আত্মার স্বাভাবিক দৈবভাবকে ত্যাগ করে। অতএব সর্ব্বতো-ভাবে সংসারে পরমাত্ম সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক শরীর চেষ্টারূপ কর্ম্ম আচরণ কর। নামমাত্র কর্ম্ম থাকিবে। স্বরূপতঃ তাহা ভগবৎ পরিচর্য্যারূপে পরিণত হইবে ॥ ৩ ॥

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠ-
ত্যস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪ ॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

ব্রহ্মবিজ্ঞানমেব মুক্তিসাধনমিত্যুক্তম্। তদ্ব্রহ্ম কিংবিধ-মিত্যত আহ অনেজদিতি। ত্রিষ্টুপ্ছন্দস্কেয়মৃক্। অনেজদকম্পন-মচলদভয়মিতি বা একং সমাধিকরহিতম্। যদ্বা সর্ব্বভূতেষু বিজ্ঞানঘনরূপেণৈকম্। মনসো জবীয়ঃ বেগবত্তরং তদপ্রাপ্যম্। দেবা ইন্দ্রিয়াণি ব্রহ্মাদ্যা এনৎ এতৎ ব্রহ্ম ন আপ্নুবন্ গোচরী-কুর্ব্বন্তি। তত্র হেতুঃ পূর্ব্বমর্ষদিত্যাদি। পূর্ব্বমর্ষৎ পূর্ব্বমেব গতং জবনান্মনসোঽপি। কিঞ্চ লোকবিলক্ষণং লক্ষণান্তরমাহ তিষ্ঠদিতি। তিষ্ঠতীতি তিষ্ঠৎ স্বস্থানে স্থিতমপি সর্ব্ব-গতত্বাৎ ধাবতঃ দ্রুতং গচ্ছতঃ অন্যান্ মন-আদীন্ অত্যেতি অতিক্রম্য তিষ্ঠতি অচিন্ত্যশক্তিত্বাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ মাতরিশ্বা বায়ুঃ ক্রিয়াত্মকঃ অপঃ কর্ম্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি দধাতি ধারয়তি। যদ্বা মাতরিশ্বা যস্মিন্ সর্ব্বকর্ম্মাণি স্থাপয়তীতি ॥ ৪ ॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতি টীকা)

ব্রহ্মবিজ্ঞানমেবেতি। অনেজদিতি। এজৃ কম্পনে। ন এজ-তীত্যনেজৎ। অজরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মেতি শ্রুতেরভয়মিতি।

সমাধিকরহিতমিতি। ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ইতি শ্বেতাশ্বতরোক্তেঃ। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় ইত্যাদিশ্রুতিবলাদাহ যদ্বেতি। মনস ইতি। মনসো জবীয়ঃ মনো হি বেগবৎ প্রসিদ্ধং ততোঽপি জবীয়ঃ বেগবত্তরং জবোঽস্যাস্তীতি জববদত্যন্তং জববদিতি জবীয়ঃ ঈয়সুনি কৃতে বিন্মতোর্লুগিতি মতুপো লুক্। দেহস্থস্যাপি মনসোঽতিদূরস্থব্রহ্মলোকাদিসঙ্কল্পনং ক্ষণমাত্রাদ্ভবতীতি মনসো বেগবত্তরত্বং তস্যাপ্যগম্যত্বাৎ ব্রহ্ম মনসোঽপি জবীয় ইত্যুপপদ্যতে। দেবা ইতি। দেবা দ্যোতমানাশ্চক্ষুরাদয়োঽপ্যেনন্ন আপ্নুবন্ প্রাপ্তবন্তঃ মনসোঽগম্যত্বাৎ। কিঞ্চ ব্রহ্মাদ্যা দেবা অপি এনৎ ব্রহ্ম নাপ্নুবন্ কার্ৎস্ন্যেন নাজানন্নিতিভাবঃ। পূর্ব্বমিতি। সর্ব্বজগৎকারণং যতো বা ইমানীত্যাদিশ্রুতেঃ। অর্ষদিতি। ঋষগতৌ। অর্ষতীত্যর্ষৎ জ্ঞানস্বরূপং সত্যং জ্ঞানমনন্তমিতিশ্রুতেঃ। সর্ব্বজগৎকারণত্বাৎ জ্ঞানস্বরূপত্বাচ্চ মনসোঽপি জবনমতীত্য বর্ত্তত ইতি শেষঃ। মাতরিশ্বেতি। মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বয়তি বর্দ্ধত ইতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ টু ও শ্বি গতিবৃদ্ধ্যোরিতি ধাতোঃ। অপ ইতি কর্ম্মনাম। কার্য্যকারণজাতানি যস্মিন্নোতানি প্রোতানি চ যশ্চ সূত্রসংজ্ঞঃ সর্ব্বস্য জগতো বিধারয়িতা সর্ব্বপ্রাণভৃচ্চেষ্টকঃ সোঽপি বায়ুঃ প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি কর্ম্মাণি তস্মিন্ ব্রহ্মণি স্বাধিষ্ঠানে সতি দধাতি সর্ব্বচেষ্টকো বায়ুস্তস্যাপি চেতয়িতৃ ব্রহ্মেত্যর্থঃ। ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবত ইতিশ্রুতেঃ। যদ্বেতি। মাতরিশ্বা বায়ুঃ অপঃ কর্ম্মাণি আপ্যন্তে প্রাপ্যন্তে সুখদুঃখানি যাভিস্তা অপঃ কর্ম্মাণি আপ্নোতের্হ্রস্বশ্চেতি কিপ্ ধাতোর্হ্রস্বশ্চ তানি কর্ম্মাণি যজ্ঞহোমাদীনি যস্মিন্ দধাতি স্থাপয়তি সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মাণি সমর্পয়তীত্যর্থঃ। দেবা

গাতুবিদো গাতুং বিত্বা গাতুমীতমনসস্পত ইমং নো দেবদেবেষু যজ্ঞং স্বাহা বাচি স্বাহা বাতে বা ইতি সমিষ্টযজুর্মন্ত্রে বায়ুস্থত্বোক্তেঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি তাবৎ বায়ৌ স্থাপ্যন্তে সমষ্টিব্যষ্টিরূপোঽসৌ বায়ুরপি তানি সর্ব্বাণি তস্মিন্ দধাত্যতো যাগহোমাদীনাং কর্ম্মণাং পরমাস্পদত্বং ব্রহ্মলক্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে জীবের চরিতার্থতা সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে সেই পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন ;—

আত্মা নিশ্চল ও সদা একরূপ। তিনি মন হইতেও বেগবান। তিনি ইন্দ্রিয়বর্গ ও তদধিষ্ঠাতা দেবতাগণেরও অগ্রগামী, অতএব উহারা তাঁহাকে জ্ঞানবিষয়ীভূত করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বগত, স্বস্থানে থাকিয়াও দ্রুতগামী মন প্রভৃতিকে অতিক্রম করেন। তাঁহার অধিষ্ঠান বশতই বায়ু কার্য্য করিতেছে। এই মন্ত্রটির ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—আত্মা বিকারবর্জ্জিত, অতএব তাঁহার চাঞ্চল্য সম্ভব হয় না। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক কিছুই নাই। তিনি বিজ্ঞানঘনস্বরূপে সদা একরূপ। ইহ সংসারে মনই সর্ব্বাপেক্ষা বেগবান। মন দেহস্থ হইয়াও ক্ষণমধ্যেই অতিদূরবর্ত্তী ব্রহ্মলোকাদিরও সঙ্কল্প করিতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম তদপেক্ষা বেগবত্তর। কারণ, মনও তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া পায় না। মন, ইন্দ্রিয় সকল ও তদধিষ্ঠাতা দেবতা সকল অতি দ্রুত ধাবিত হইয়াও তাঁহাকে আত্মগোচর করিতে পারে না। তিনি স্বভাবতই উহাদিগকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন। মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রভূত চেষ্টা করিয়াও সাকল্যে ব্রহ্মবস্তুকে বিষয়গোচর করিতে

সমর্থ হয় না। আবার সর্ব্বপ্রাণভৃচ্চেষ্টক প্রাণবায়ু যে কার্য্য করিতেছে, তাহাও ঐ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না। অতএব এক ব্রহ্মই সকলের বিধাতা ও পরমাস্পদ ॥ ৪ ॥

[বেদার্কদীধিতি]

[অনেজৎ ন এজৎ এজ্ কম্পনে নিশ্চলং ইতি অর্থঃ। তৎ আত্মতত্ত্বং নিশ্চলং-একং। মনসঃ জবীয়ঃ। দেবা ইন্দ্রিয়াণি তৎ ন আপ্নুবন্ প্রাপ্তবন্তঃ। যতঃ পূর্ব্বমর্ষৎ পূর্ব্বং এব গতং তৎ ধাবতঃ দ্রুতং গচ্ছতঃ অন্যান্ মনঃপ্রভৃতীন্। অত্যেতি অতিক্রামতি। তৎ তিষ্ঠৎ। তস্মিন্ আত্মনি মাতরিশ্বা বায়ুঃ। অপঃ কর্ম্মাণি দধাতি ধারয়তি ॥ ৪ ॥]

পরমাত্মতত্ত্ব নিশ্চল, এক এবং মন অপেক্ষা বেগবান্। ইন্দ্রিয় সকল তাঁহাকে ধরিতে পারে না যেহেতু আত্মা ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। মনঃপ্রভৃতি ধাবমান হইলে আত্মা তাহাদিগকে অতিক্রম করেন। আত্মা নিশ্চল থাকিলে বায়ু তাহাতে কর্ম্মবিধান করে ॥ ৪ ॥

ভাবার্থ ;—আত্মশব্দে আত্মজাতীয় বস্তু মাত্রকে বুঝায়। অতএব আত্মা বলিলে জীব ও পরমাত্মা উভয়কে বুঝিতে হয়। পরমাত্মা বৃহচ্চৈতন্য। জীব অণুচৈতন্য। এরূপ বিভাগ নিত্য হইলেও তদুভয়ের ধর্ম্মের ঐক্য আছে। বেদবাক্যে অনেক স্থলে আত্মাশব্দে জীব ও অন্যান্য স্থলে আত্মা শব্দে পরমাত্মা বুঝিতে হইবে। যেখানে যেরূপ সম্ভব সেখানে সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এস্থলে আত্মতত্ত্ব উভয়ার্থক। জড়জগৎ ও লিঙ্গজগৎ হইতে চৈতন্য বস্তুর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্থূল ও লিঙ্গ জগতের

মধ্যে মনই শীঘ্রগামী। তাহাও আত্মার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া পড়ে। জীবাত্মা নিশ্চল হইলেও তদ্গৃহীত মায়া শক্তি পরিণাম স্বরূপ বায়ু প্রাণরূপী হইয়া তাহার কার্য্যবিধান করে। পরমাত্মা নিশ্চল কিন্তু তাহার আত্মগত ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াবতী হয় ॥ ৪ ॥

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥৫॥

[ঈশোপনিষদ্ভাষ্য]

রহস্যং সকৃদুক্তং ন চিত্তমারোহতীতি পূর্ব্বমন্ত্রোক্তমপি পুনর্ব্বদতি তদিতি। অনুষ্টুপ্। তৎ প্রকৃতমাত্মতত্ত্বম্ এজতি চলতি তদেব ন এজতি চ স্বতো নৈব চলতি অচলমেব সৎ মূঢ়দৃষ্ট্যা চলতীবেত্যর্থঃ। যদ্বা নৈজতি নৈজয়তি সদাচারান্ পরিত্রাণায় সাধূনামিত্যুক্তেঃ। কিঞ্চ তদ্দূরে দূরদেশেঽস্তি বর্ষকোটিশতৈরপি অবিদুষামপ্রাপ্যত্বাৎ দূরে ইবেত্যর্থঃ। তদ্বন্তিকে তদু অন্তিকে বিদুষাং হৃদ্যবভাসমানত্বাদন্তিক ইবাত্যন্তং সমীপ ইব। ন কেবলং দূরেঽন্তিকে অস্তি কিন্তু অস্য সর্ব্বস্য নামরূপক্রিয়াত্মকস্য জগতোঽন্তরভ্যন্তরে তদেবাস্তি। অস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতো বহিরপি তদু তদেবাস্তি আকাশবদ্ব্যাপকত্বাৎ ॥ ৫ ॥

[ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা]

রহস্যমিতি। তদ্বন্তিক ইতি। উকারোঽপৃক্তোঽস্পর্শানিতি প্রাতিশাখ্যেন সন্ধিঃ। মন্ত্রস্যাস্য অর্থান্তরমপ্যস্তি। তদ্যথা। পূর্ব্বং কারণরূপমুক্তমিদানীং কার্য্যরূপমুদ্দিশতি তদিতি। তদাত্মতত্ত্বমেজতি সর্ব্বজন্তুরূপেণ স্থিতং সচ্চলতি তদেব নৈজতি স্থাবররূপাবস্থং ন চলতি। তদ্দূরে আদিত্যনক্ষত্ররূপেণ স্থিতত্বাৎ। তদু

অন্তিকে ধরাদিরূপেণ স্থিতত্বাৎ। অস্য সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য অন্তর্মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপেণ স্থিতং তদেব যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়তীতি শ্রুতেঃ। অস্য সর্ব্বস্য জগতো বাহ্যতঃ তদু তদেব কালরূপেণ বিদ্যমানত্বাৎ। অন্তর্বহিঃ পূরুষকালরূপৈরিতি সাত্বতশ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

অতি গুহ্য বিষয় একবার বলিলে, হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, অতএব পূর্ব্বমন্ত্রোক্ত বিষয়টি পুনর্ব্বার বলিতেছেন ;—

আত্মতত্ব সচল হইয়াও অচল, দূরস্থ হইয়াও সমীপবর্ত্তী ; উহা সকলের অন্তঃস্থ হইয়াও বাহ্যগত। এই মন্ত্রটির অনুষ্টুভ ছন্দ ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—আত্মা স্বরূপতঃ অচল হইয়াও অজ্ঞ জীবের সম্বন্ধে সচলের ন্যায়ই প্রতিভাত হইয়া থাকেন। ফলতঃ তিনি অচল হইয়াও নিজ অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে সচলভাবেই প্রকাশিত হয়েন। তিনি সদা স্বধামস্থ হইয়াও সাধুগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত সদাচারপ্রবর্ত্তনার্থ এই প্রপঞ্চে অবতার স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি এত দূরবর্ত্তী যে অজ্ঞ ব্যক্তি সকল শতকোটিবর্ষের চেষ্টাতেও তাঁহার নিকট গমন করিতে পারেন না, অথচ তিনি অতি নিকটস্থ, সদাই সাধুগণের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। তিনি এই নামরূপক্রিয়াত্মক জগতের অন্তর্য্যামিস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি এই পরিদৃশ্যমান সংসারে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন। তিনি আকাশের ন্যায় ব্যাপক বস্তু। এই জগতের অভ্যন্তরেও যেরূপ বিরাজ করিতেছেন, ইহার বাহিরেও তদ্রূপ

ইহাকে সর্ব্বতোভাবে আবরণ করিয়া রহিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সংসার তাঁহারই শক্তির প্রকাশ। তিনি ভিন্ন কিছুই নাই। তাঁহার আশ্রয় ব্যতিরেকে, অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন বস্তুই থাকিতে পারে না। তিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে সর্ব্ববিধ বিরুদ্ধ গুণের আশ্রয় হইয়া বিরাজ করিতেছেন। নিখিল বিরোধী গুণ তাঁহাতেই সামঞ্জস্য ধারণ করিতেছে॥ ৫॥

(বেদার্কদীধিতি)

[তদেজতি তৎ আত্মতত্ত্বং এজতি চলতি। তন্নৈজতি এজতি তদ্দূরে বর্ত্ততে। তদ্বদন্তিকে বর্ত্ততে। তৎ অন্তরস্য সর্ব্বস্য। তদু তৎ অস্য বিশ্বস্য সর্ব্বস্য বাহ্যতঃ তিষ্ঠতি॥ ৫॥]

সেই আত্মতত্ত্ব সচল ও অচল। দূরে ও নিকটে। বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান॥ ৫॥

ভাবার্থ;—যেমত জড়বস্তু মাত্রে একটী জড়শক্তি লক্ষিত হয় তদ্রূপ আত্মবস্তু মাত্রেই একটী আত্মশক্তি বলিয়া শক্তি আছে। সেই শক্তি ক্রমে জড় সম্বন্ধীয় বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল আত্মতত্ত্বে সামঞ্জস্য লাভ করে। সচলত্ব ও অচলত্ব রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, দূরত্ব ও নিকটত্ব রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, এবং আন্তর বাহ্য রূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম জড়ে কোন বস্তুর সম্বন্ধে যুগপৎ থাকা সম্ভব না হইলেও আত্মাতে তদ্গত অচিন্ত্য শক্তি নিবন্ধন তাহা সম্ভব॥ ৫॥

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥৬॥

[ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

অথোপাসনাপ্রকারমাহ যস্ত্বিতি। অনুষ্টুপ্। যঃ পুনরবিকারী সর্ব্বাণি ভূতানি অব্যক্তাদিস্থাবরান্তানি চেতনাচেতনানি আত্মন্

আত্মনি এব অনুপশ্যতি ব্রহ্মণ্যেব সর্ব্বাণি ভূতানি স্থিতানীতি জানাতি আত্মানং ব্রহ্ম চ সর্ব্বভূতেষু অনুপশ্যতি ততস্তস্মাৎ দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে জুগুপ্সাং নাপ্নোতি মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা)

অথোপাসনেতি। আত্মন্নিতি সপ্তম্যা লুক্। বিজুগুপ্সতে ইতি। গুপধাতোঃ স্বার্থে সন্‌প্রত্যয়ঃ। যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতীতি ভগবদ্বচনসমানার্থকোঽয়ং মন্ত্রঃ ॥ ৬ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

অনন্তর ঐ ব্রহ্মের উপাসনার প্রকার বলিতেছেন ;—

যিনি অব্যক্তাদি স্থাবরান্ত চেতনাচেতন সর্ব্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করেন, তিনি আর কখন অধোগতি প্রাপ্ত হয়েন না। তাদৃশ অধিকারীর মুক্তি অবশ্যম্ভাবিনী। এই মন্ত্রটির অনুষ্টুভ ছন্দ ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—এই মন্ত্রটিতে অতি সঙ্ক্ষেপে উপাসনা ও উপাসনার অধিকারী প্রদর্শিত হইয়াছে। অপরাপর অধিকারীর ন্যায় উপাসনার অধিকারীও উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে ত্রিবিধ। উক্ত ত্রিবিধ অধিকারীর মধ্যে উত্তম অধিকারীর কথাই এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে। সাত্বত পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,— "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥" যিনি মানবরচিত শ্রীবিগ্রহকেই শ্রীহরিবুদ্ধিতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করেন, কিন্তু তদীয় ভক্ত সকলের পূজা করেন না, তিনিই নিম্নশ্রেণীর ভক্ত বা অধিকারী। কারণ, তিনি সাধনমার্গেই অবস্থিত। তাঁহার হৃদয়ে ভাবোদ্রেক

হয় নাই। তিনি তখনও ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের নিবাস হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন নাই। মধ্যম অধিকারী ইহাঁ হইতে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। তল্লক্ষণ যথা, শ্রীমদ্ভাগবতে। "ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎস্বপি। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥" মধ্যম অধিকারীর ঈশ্বরে প্রেম, তদ্ভক্তে মৈত্রী, ঈশ্বরতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিতে কৃপা ও স্বমতবিরোধী ব্যক্তিতে উপেক্ষা দৃষ্ট হইয়া থাকে। উত্তম অধিকারীর ত কথাই নাই। তিনি স্থাবরজঙ্গমাত্মক নিখিল সংসারেই শ্রীভগবানকে দর্শন করেন এবং এই সমস্ত বিশ্বকেই শ্রীভগবানে সন্দর্শন করেন। তাঁহার দৃষ্টিতে নিখিল সংসারই ভগবৎক্ষেত্র এবং ভগবানই সংসারের অদ্বিতীয় আশ্রয়। তখন তিনি সকল বস্তুকেই প্রেমনয়নে অবলোকন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে এই দুঃখশোকময় সংসার সুখের ও প্রেমের আগার হইয়া উঠে। ভক্তের এই অবস্থা অতি উচ্চ অবস্থা। ইহাই পরমেশ্বরে অনন্যমমতার অবস্থা। এই অবস্থাতে জীবের নিখিলেন্দ্রিয়বৃত্তি ভগবন্মুখী হয়। সুতরাং ভক্ত তখন সর্ব্ববিষয়ে নিরপেক্ষ হইয়া দীনতার সহিত সর্ব্বেন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারা তত্তদধিপতি শ্রীভগবানের সেবা করিতে উপাসনা করিতে থাকেন। এইরূপ উপাসনায় আত্মার সুদৃঢ় অজ্ঞানাবরণ উন্মুক্ত হইয়া যায়। ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবানের পরমমধুর রূপ দর্শন করিতে থাকেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে ভগবানের গুণাবলীর স্ফূর্ত্তির সহিত তদীয় বিচিত্র লীলারসের আস্বাদন—মাধুর্য্যানুভব হইতে থাকে। ভগবান মাধুর্য্যরসের সাগর। সুতরাং যে ভক্ত একবার ঐ সাগরে অবগাহন করেন, তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার রসান্তরাস্বাদনার্থ অন্যত্র কুত্রাপি গমন করিতে হয় না তিনি মুক্ত

হয়েন—পরমপুরুষার্থসিদ্ধিতে চরিতার্থ হয়েন। ইহাই উপাসনার শেষ সীমা। ইহাই প্রকৃত নির্বাসন অবস্থা ॥ ৬ ॥

(বেদার্কদীধিতি)

[যঃ তু আত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি অনুপশ্যতি সর্ব্বভূতেষু চ আত্মানং পশ্যতি স ততঃ তস্মাৎ দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে জুগুপ্সাং ঘৃণাং ন করোতি ॥ ৩ ॥

যিনি আত্মাতে সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বভূতে আত্মা এরূপ দৃষ্টি করেন তিনি তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বত্র ঘৃণা শূন্য হন ॥ ৬ ॥

ভাবার্থ ;—ঘৃণাই প্রীতির বিরুদ্ধ তত্ব। ঘৃণা শূন্য না হইলে প্রীতি সম্পত্তি লাভ হয় না। যাঁহার সর্ব্বত্র আত্ম সম্বন্ধ দৃষ্টি থাকে, তাঁহার ঘৃণার পাত্র অভাবে, ঘৃণা জন্মে না। তিনি সহজে প্রীতি সম্পত্তি লাভ করেন ॥ ৬ ॥

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকমেকত্বমনুপশ্যতঃ ॥৭॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

ইমমেবার্থং দ্বিতীয়ো মন্ত্রো বদতীত্যাহ যস্মিন্নিতি। অনুষ্টুপ্। যস্মিন্নবস্থাবিশেষে বিজানতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মনি সন্তি আত্মা চ সর্ব্বভূতেষ্বস্তীতি বিশেষেণ জ্ঞানবতঃ পুরুষস্য সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদিবাক্যার্থবিচারেণ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ভবন্তি। তত্রাবস্থাবিশেষ একত্বমাত্মৈকত্বমনুপশ্যতস্তস্য কো মোহঃ কঃ শোকশ্চ। শোকশ্চ মোহশ্চাজ্ঞানতো ভবতীতি ॥ ৭ ॥

(ভাষারহস্যবিবৃতি টীকা)

ইমমেবেতি। যস্মিন্নিতি। জ্ঞানিনঃ সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতঃ আত্মা

এক এবেতি জ্ঞানং ভবতি। সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্ব-মাস্থিতঃ। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্তত ইতি শ্রীভগবদুক্তেঃ। তত্রেতি। অবিদ্যাকার্য্যয়োঃ শোকমোহয়োঃ সর্ব্বথা-সম্ভবাৎ সকারণকস্য সংসারস্যাত্যন্তমুচ্ছেদো ভবতি। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে ইতিশ্রুতেঃ ॥ ৭ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

উক্ত বিষয়টি পুনর্ব্বার দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন ;—

যে অবস্থায় ভক্তের সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হয়, সেই অবস্থায় ঐ আত্মদর্শীর কোন শোক বা কোন মোহই থাকিতে পারে না। এই মন্ত্রটিরও অনুষ্টুভ ছন্দ ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বভূতে একই আত্মাকে দর্শন করেন। তাদৃশ জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ভক্ত। এক শ্রীভগবানের শক্তি সর্ব্বভূতে বিরাজিত, ইহাই ভক্তের অনুভব। তিনি জানেন, ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল পদার্থই শ্রীভগবানের শক্তি। পৃথক্ দৃষ্টি অজ্ঞানের কার্য্য। যতদিন অজ্ঞান থাকে, যতদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বের অভ্যুদয় না হয়, ততদিনই সংসারের স্বাতন্ত্র্য-বোধ। ভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তিতে ঐ ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যায়। সুতরাং তৎকালে সর্ব্বভূতেই আত্মশক্তির—ভগবৎ-শক্তির স্ফূর্ত্তি—সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ভগবৎ-শক্তির অভ্যুদয়ে – তৎসাক্ষাৎকারে অবিদ্যাকার্য্য শোক-মোহের সম্ভাবনা কোথায় ? অতএব তাদৃশ ভক্ত তৎকালে জীবাত্মযাথাত্ম্য-জ্ঞান-সহকৃত পরমাত্ম-যাথাত্ম্যজ্ঞান লাভে চরিতার্থ হয়েন। ভগবৎপ্রেমানন্দে নিমগ্ন হয়েন। এই অবস্থা চিন্মাত্র-ব্রহ্ম-নির্ব্বাণাবস্থা নহে। কারণ, এই অবস্থায়

ভক্ত আপনাকে ও স্বাতিরিক্ত নিখিল সংসারকে শ্রীভগবানের শক্তি জানিয়া ও শ্রীভগবানকে ঐ শক্তির পরমাশ্রয় জানিয়া তাঁহাতেই প্রেম করিয়া থাকেন। প্রেমিকের প্রেম কখনই নির্ব্বিষয় হইতে পারে না—শূন্যে লয় পাইতে পারে না। উহার বিষয় অবশ্যই থাকিবে। সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ উপাস্য শ্রীভগবানই উহার বিষয়—আশ্রয়। লীলাময় সবিশেষ শ্রীভগবানই ভক্তিরসিকের উপাস্য তত্ত্ব। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-তত্ত্ব কখনই উপাস্য হইতে পারেন না। তৎকালে সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের একত্ব অনুভূত হইলেও শ্রীভগবান নিজ অচিন্ত্য বিশেষ দ্বারা ভক্তের সম্বন্ধে তাদৃশী অবস্থাতেও সবিশেষরূপেই স্বকীয় লীলারসের পোষণ করিতে থাকেন ॥ ৭ ॥

(বেদার্কদীধিতি)

[যস্মিন্ কালে সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মা এব অভূৎ বিজানতঃ একত্বং অনুপশ্যতঃ তস্য তস্মিন্ কালে কো মোহঃ কঃ শোকঃ সম্ভবতি ? ॥ ৭ ॥

যে সময়ে সর্ব্বভূতের সহিত আত্মার একত্ব দৃষ্ট হয় তখন একত্ব দর্শকি পণ্ডিতের কি মোহ ও শোক হইতে পারে ? ॥ ৭ ॥

ভাবার্থ ;—মোহ ও শোক জ্ঞানের বিরুদ্ধ তত্ত্ব। তাহারা যে হৃদয়ে স্থান লাভ করে, সে হৃদয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে না। সর্ব্বত্র পরমাত্ম সম্বন্ধে যেরূপ ঘৃণা তিরোহিত হয় তদ্রূপ শোক ও মোহও তিরোহিত হয়। অতএব পরমাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৭ ॥

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-

মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

এবম্ভূতাত্মজ্ঞানিনঃ ফলমাহ স ইতি। জগতী। যোঽধিকারী পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণাত্মানং পশ্যতি স ঈদৃশমাত্মানং পর্য্যগাৎ পর্য্যগাপ্নোতি। কীদৃশম্—শুক্রং শুক্লং শুদ্ধং বিজ্ঞানানন্দস্বভাবম্ অকায়ং ন বিদ্যতে ভোগার্থং কায়ঃ শরীরং যস্য তম্ অব্রণম্ অচ্ছিদ্রং পূর্ণম্ অস্নাবিরং ন বিদ্যন্তে স্নাবাঃ শিরা যস্য সোঽস্নাবিরস্তম্। অত্রৈব হেতুগর্ভবিশেষণমাহ। শুদ্ধমনুপহতম্। তদেব স্পষ্টয়তি। অপাপবিদ্ধং ধর্ম্মাধর্ম্মবর্জ্জিতম্। কায়াদিরহিতোঽপি পরমাত্মা জগৎসর্জ্জনাদি করোত্যচিন্ত্যশক্তিত্বাদিত্যাহ কবিরিতি। জ্ঞানী যং পর্য্যেতি স আত্মা শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ শাশ্বতীষু সমাসু যাথাতথ্যতঃ যথার্থস্বরূপান্ অর্থান্ পদার্থান্ ব্যদধাৎ বিদধাতি। কীদৃশঃ সঃ—কবিঃ সর্ব্বজ্ঞঃ মনীষী মেধাবী পরিভূঃ সর্ব্বস্য বশী স্বয়ম্ভুঃ স্বতন্ত্রঃ ॥ ৮ ॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা)

এবম্ভূতাত্মজ্ঞানিন ইতি। পর্য্যগাদিতি। ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিট্ ইতি সূত্রাদ্বর্ত্তমানে লুঙ্। অকায়মিতি সূক্ষ্মশরীরনিষেধঃ অস্নাবিরমিতি স্নাবোপলক্ষিতধাতুময়স্থূলশরীরনিষেধ ইত্যপৌনরুক্তম্। শাশ্বতীভ্য ইতি বিভক্তিব্যত্যয়ঃ। যাথাতথ্যত ইতি। যথাতথাভাবো যাথাতথ্যং যাথার্থ্যং তেন যাথাতথ্যতঃ ভেদে তৃতীয়া। পরিভূরিতি। পরিভবতি সর্ব্বং বশীকরোতি ইতি পরিভূঃ। স্বয়ম্ভুরিতি। স্বয়মেবান্যদনপেক্ষ্য ভবতীতি স্বয়ম্ভুঃ। যদ্বা স প্রকৃতঃ

পরমাত্মা পরিতঃ অগাৎ সর্ব্বং ব্যাপৎ। শুক্রমিত্যাদ্যাঃ শব্দাঃ পুংস্ত্বেন বিপরিণম্যাঃ স ইত্যুপক্রমাৎ। শুক্রো দীপ্তিমান্। অকায়োঽস্নাবির ইতি স্থূলসূক্ষ্মদেহশূন্যঃ। অব্রণঃ অক্ষতঃ বিনাশ-শূন্যঃ। শুদ্ধঃ রাগাদ্যনাবিলঃ। অপাপবিদ্ধঃ কর্ম্মশূন্যঃ। কবিঃ সর্ব্বজ্ঞঃ। মনীষী চতুরঃ। পরিভূঃ মায়াভিভবী। স্বয়ম্ভুর্নির্হেতুকঃ। যাথাতথ্যতঃ সত্যতয়া। ঋতং সত্যং সমীচীনং সম্যক্ তথ্যং যথাতথম্ ইতি হলাযুধঃ। অর্থান্ মহদাদীন্। সমাঃ সম্বৎসরান্ ব্যাপ্য। সম্বৎসরো বৎসরোঽব্দো হায়নোঽস্ত্রী শরৎ সমাঃ ইত্যমরঃ ॥ ৮ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

অনন্তর উক্ত আত্মজ্ঞানীর—ভক্তপ্রবরের ঐ আত্মজ্ঞানের—ভক্তির ফল নির্দ্দেশ করিতেছেন ;—

পূর্ব্বোক্ত আত্মতত্ত্বদর্শী ভক্ত শুদ্ধ, অশরীর, অক্ষত, শিরারহিত, নির্ম্মল, ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিত, সর্ব্বজ্ঞ, মেধাবী, মায়াভিভবী, স্বয়ম্ভু ও মহদাদি তত্ত্ব সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥৮॥

তাৎপর্য্য।—আত্মতত্ত্বজ্ঞ ভক্ত আত্মার আত্মা পরমাত্মাপর-পর্য্যায় শ্রীভগবানকেই প্রাপ্ত হয়েন। ঐ ভগবান অনন্ত—অনন্ত-শক্তি। তাঁহার স্বরূপ সাকল্যে নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে। কিন্তু তিনি একান্ত অনির্দ্দেশ্যও নহেন। তিনি শুক্র। শুক্র শব্দের অর্থ শুক্ল; অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞানানন্দস্বভাব স্বপ্রকাশস্বরূপ পদার্থ। দীপ যেরূপ নিজের প্রকাশে দীপান্তরের অপেক্ষা করে না, শ্রীভগবানও তদ্রূপ। তিনি স্বয়ং দীপ্তিমান্ পদার্থ। তিনি নিজেই নিজের প্রকাশক। তাঁহার প্রকৃতি স্থূলশরীর বা সূক্ষ্ম-শরীর নাই। তিনি পূর্ণ। তিনি শুদ্ধ; ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিত।

তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি কুশলী। তিনি মায়ার অধীশ্বর। তিনি স্বয়ং অকারণ হইয়াও সর্ব্ব-কারণ-কারণ। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, তাঁহারই রচিত। তিনিই নিজ কালশক্তি দ্বারা প্রকৃতি-গুণের ক্ষোভোৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে কাল সহকারে মহদাদির আকারে পরিণামিত করিয়া জগতের উৎপাদন করিয়াছেন, অথচ তিনি ইহা হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৮ ॥

(বেদার্কদীধিতি)

[স পরমাত্মা পর্য্যগাৎ পরি সমন্তাৎ অগাৎ। শুক্রং শুদ্ধং। অকায়ং স্থূল-লিঙ্গরূপজড়দেহরহিতং। অব্রণং অক্ষতং। অস্নাবিরং স্নাবা শিরা তচ্ছূন্যং। শুদ্ধং উপাধিশূন্যং। অপাপবিদ্ধং মায়াতীতং। কবিঃ কান্তদর্শী। মনীষী সর্ব্বজ্ঞঃ। পরিভূঃ সর্ব্বোপরি ভবতি। স্বয়ম্ভূঃ স্বয়ং সিদ্ধঃ। যাথাতথ্যতঃ যথা তথা ভাবো যাথাতথ্যং। সর্ব্বার্থান্ সর্ব্বপদার্থান্ তত্তৎ বিশেষ লক্ষণেন ব্যদধ্যাৎ বিহিতবান্। শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ নিত্যাভ্যঃ বৎসরেভ্যঃ ॥ ৮ ॥]

পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী শুদ্ধ, অকায়, অক্ষত, শিরা-রহিত, উপাধি শূন্য, মায়াতীত, কবি, সর্ব্বজ্ঞ, স্বয়ম্ভু ও পরিভূ। তিনি স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা অন্য নিত্য পদার্থ সকলকে তত্তদ্বিশেষ দ্বারা পৃথক্‌রূপে বিধান করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

ভাবার্থ। দ্রব্যং কর্ম্মচ কালশ্চ স্বভাবো জীব এবচ। যদনু-গ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥ এই ভাগবৎ বচন দ্বারা পরমে-শ্বরের অধীন পাঁচটী পদার্থ আমরা লক্ষ্য করিতেছি। এই পদার্থগুলি তত্তদ্বিশেষ ধর্ম্ম দ্বারা পরস্পর পৃথক কৃত হইয়াছে। নিত্যো নিত্যানাং শ্চেতন শ্চেতনানা মেকো বহূনাং এই শ্রুতি

বচনে আমরা বুঝিতেছি যে ঐ পাঁচটি নিত্য পদার্থ। পরমাত্মা ঐ সকল নিত্য পদার্থের আশ্রয় স্বরূপ পরম নিত্য। তাঁহার প্রাকৃত শরীর নাই। তাঁহার সিদ্ধ স্বরূপ সর্ব্বদা অপ্রাকৃত। তিনি স্বীয় চিচ্ছক্তি দ্বারা সকল কার্য্য সম্পাদন করেন ॥ ৮ ॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৯ ॥

[ঈশোপনিষদ্ভাষ্য]

ইদানীং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণানাত্মবিদঃ কর্ম্মনিষ্ঠাঃ সন্তঃ কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ত এব যে জিজীবিষন্তি তান্ প্রতি উচ্যতে অন্ধং তম ইতি। ষড়নুষ্টুভঃ। অত্র বিদ্যাবিদ্যয়োঃ সমুচ্চিচীষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে। যে জনাঃ অবিদ্যাং বিদ্যায়া অন্যাম্ অবিদ্যা কর্ম্ম তাং কেবলামুপাসতে কুর্ব্বন্তি স্বর্গার্থানি কর্ম্মাণি কেবলং তৎপরাঃ সন্তঃ অনুতিষ্ঠন্তি তে প্রাণিনঃ অন্ধমদর্শনাত্মকং তমঃ অজ্ঞানং প্রবিশন্তি সংসারপরম্পরামনুভবন্তীত্যর্থঃ। ততস্তস্মাদন্ধাত্মকাৎ তমসঃ সংসারাৎ ভূয় ইব বহুতরমেব তমস্তে প্রবিশন্তি যে উ যে পুনঃ বিদ্যায়াং কেবলাত্মজ্ঞানে এব রতাঃ ॥৯॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা)

ইদানীমিতি। তত ইতি। কর্ম্ম ত্যক্ত্বা বিহিত কর্ম্মাননুষ্ঠানেন প্রত্যবায়ে সত্যন্তঃকরণশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুদয়াদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

সম্প্রতি, যিনি আত্মার ঈদৃশ তত্ত্ব অবগত না হইয়া কেবল কর্ম্মনিষ্ঠ হয়েন, তাঁহার গতি বলিতেছেন ;—

যাহারা ভক্তি-সম্পর্ক-বর্জ্জিত কেবল স্বর্গাদিফলক কর্ম্মের

অনুষ্ঠান করে, তাহারা অজ্ঞানাবৃত সংসারেই প্রবেশ করিয়া থাকে। আর যাহারা তদ্বর্জ্জিত কেবল আত্মৈক্যজ্ঞানে রত হয়, তাহারা তদপেক্ষা গাঢ়তমসাচ্ছন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়॥ ৯॥

তাৎপর্য্য।—যাহারা পূর্ব্বোক্তপ্রকার আত্মতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ, এবং ভক্তিগন্ধশূন্য সকাম কর্ম্মই যাহাদের একমাত্র অবলম্বন, তাহারা তত্তৎ কর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গাদি লাভ করিলেও তাহাদিগের এই সংসারে পুনঃ পুনঃ গতায়াত অবশ্যম্ভাবী। ব্রহ্মলোকগত ব্যক্তিরই যখন পুনরাবর্ত্তন শ্রবণ করা যায়, তখন তদধোবর্ত্তী স্বর্গাদি লোক হইতে পতন যে অপরিহার্য্য, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। যাহাই হউক, এই কর্ম্মগতি বরং উৎকৃষ্ট, কিন্তু ভক্তির অনঙ্গীভূত নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানজ্ঞান আরও অপকৃষ্ট। কর্ম্মগতিতে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না, তৎপূর্ব্বেই উন্নতির সম্ভাবনা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাদৃশজ্ঞানগতিতে সে সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানীর প্রাপ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। তৎপ্রাপ্তিতে ব্রহ্মনির্ব্বাণে অনুভবাভাবে আত্মার পাষাণকল্পত্ব ঘটে। ঐ অবস্থা প্রলয়ান্তস্থায়িনী। প্রলয়াবসানে ব্রহ্ম যখন পুনর্ব্বার সৃষ্ট্যুন্মুখ হয়েন, তখন ঐ সকল জীবের কামনাভাবের বাসনা হইতেই জীবসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়েন, অর্থাৎ ঐ সকল জীবের উদ্ধারার্থ ই তদদৃষ্টানুসারেই উহাদিগের পুনঃ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়েন। সুতরাং তৎকালেই তাহাদিগের পুনরুন্নতির অবসর হয়। অতএব জীবের এই অবস্থা জ্ঞানাবস্থা বলিয়া প্রথিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহাকে গাঢ়তর অজ্ঞানের অবস্থাই বলিতে হইবে। মায়োপাধিবর্জ্জিত ব্রহ্মে বিলয়প্রাপ্ত জ্ঞানীরই যখন এই দশা, তখন মায়োপাধি আত্মার ভাবে ভাবিত জ্ঞানী-

দিগেরত কথাই নাই। যাহারা আপনাকেই ঈশ্বর ভাবিয়া স্বাতিরিক্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, তাহারাও যে তদ্রূপ গাঢ়তর তিমিরাবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত হয়, তাহাদিগকেও সেই সকল নাস্তিককেও—অসুরকেও যে পুনর্ব্বার এই ভীষণ সংসারে পুনঃ প্রবেশ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৯ ॥

(বেদার্কদীধিতি)

[যে অবিদ্যাং উপাসতে তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি। যে উ তু বিদ্যায়াং রতাঃ তে ততঃ তস্মাৎ অধিকতরং তমঃ প্রবিশন্তি ॥ ৯ ॥]

যিনি অবিদ্যায় অবস্থিত, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি বিদ্যাতে রত হন তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন ॥ ৯ ॥

ভাবার্থ। পরমাত্মা হরির একটী অচিন্ত্যস্বরূপ-শক্তি আছে। শ্বেতাশ্বতরে সেই শক্তিকে "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে" "জ্ঞান বল ক্রিয়াচ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বিচার করিয়াছেন। সে অচিন্ত্য শক্তির একটী প্রভাবকে মায়া বলা যায়। মায়া দ্বারা পরমাত্মা এই বিশ্ব সৃজন করেন। মায়ার দুইটী বৃত্তি, বিদ্যা ও অবিদ্যা। বিদ্যাবৃত্তি জড়কে বিনাশ করে। অবিদ্যাবৃত্তি জড়কে প্রসব করে। জড়াভিভূত মানবগণ অবিদ্যাবৃত্তিতে অবস্থিত, অতএব জড়ের অন্ধকারে তাঁহাদের চিৎ প্রকৃতি আবৃত থাকে। জড় হইতে যাঁহারা বিরক্ত, তাঁহারা জড় বিনাশে সমর্থ হইয়াও ভক্তি ব্যতীত সহজে স্বরূপশক্তির আশ্রয় পান না। অতএব আত্ম বিনাশরূপ অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন। মায়িক জগতে পরমাত্মার সম্বন্ধ সংস্থাপন না করিতে পারিলে জীব কখনই জড়মুক্ত হইয়া থাকিতে

পারে না। জড়ে যে বিশেষ নামক ধর্ম্ম আছে তাহার উপাদেয়ত্ব পরিত্যাগ করিতে গেলে নির্ব্বিশেষরূপ অনর্থ আসিয়া চিত্তকে আক্রমণ করে ও জীবের বিশেষ দুর্গতি হয়। দেবগণ বলিয়াছেন, যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন স্তয্যস্ত ভবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৯ ॥

অন্যদেবাহুর্ব্বিদ্যয়ান্যদাহুরবিদ্যয়া।

ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১০॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

জ্ঞানকর্ম্মণোঃ ফলভেদমাহ অন্যদেবেতি। বিদ্যয়া জ্ঞানেনান্যদেব ফলম্ আহুঃ। অবিদ্যয়া কর্ম্মণা সাধ্যমন্যদেব ফলমাহুঃ। যদ্বা বিদ্যয়াত্মজ্ঞানেনান্যদেব ফলমমৃতরূপমাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ। অবিদ্যয়া কর্ম্মণা বান্যদেব ফলং পিতৃলোকাদিরূপ মাহার্বিদ্বাংসঃ। কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকো দেবলোকো বৈ লোকানাং শ্রেষ্ঠস্তস্মাদ্বিদ্যাং প্রশংসন্তীত্যাদিশ্রুতেঃ। কথমেতদবগতমিত্যাহ ইতীতি। ইত্যেবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং ধীরাণাং ধীমতাং বচনম্। যে আচার্য্যা নোঽস্মভ্যং তৎ কর্ম্ম চ জ্ঞানঞ্চ স্বরূপফলতো বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তস্তেষাময়মাগমঃ পারম্পর্য্যাগত ইতিভাবঃ ॥ ১০ ॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা)

জ্ঞান কর্ম্মণোরিত্যাদি স্পষ্টেন ॥ ১০ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

এক্ষণে জ্ঞানফলের ও কর্ম্মফলের ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন ;—

বিদ্যা অর্থাৎ আত্মৈক্যজ্ঞান বা প্রকারান্তরে নাস্তিক্যবুদ্ধির ফল একপ্রকার এবং অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্মের ফল অন্যপ্রকার।

যে সকল আচার্য্য আমাদিগকে কর্ম্ম ও জ্ঞানের স্বরূপ এবং ফল উপদেশ করেন, তাঁহাদিগের নিকট এইরূপই শ্রবণ করা যায় ॥১০॥

তাৎপর্য্য।—ভক্তিশূন্য কাম্য কর্ম্মের ফল ক্ষণবিধ্বংসী স্বর্গাদি লোক, এবং তদ্রহিত নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানাত্মক জ্ঞানের বা নাস্তিকতার ফল পরিশেষে ব্রহ্মনির্ব্বাণ। অদ্বয়ব্রহ্মজ্ঞানীও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন ; এবং নাস্তিকভাবাপন্ন আত্মেশ্বরতাবাদী অসুরগণও নির্ব্বাণ লাভ করেন। তন্মধ্যে প্রথমোক্তের নরকাদিতে পতন নাই ; কিন্তু শেষোক্তের তাহাও ঘটে। এইস্থলে বিদ্যা-শব্দে বিদ্যাভিধেয় অদ্বয়জ্ঞানই উক্ত হইয়াছে। বিদ্যাশব্দে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানও বোধিত হয়। কিন্তু ঐ অর্থে পূর্ব্বমন্ত্রের সঙ্গতি করা যায় না। কারণ পূর্ব্বমন্ত্রে বিদ্যানিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্মীর প্রাপ্য অজ্ঞানান্ধকারাবৃত স্থান হইতে অপকৃষ্ট স্থান প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। তবে বিদ্যাশব্দের তাদৃশ অপব্যবহারে অসহিষ্ণু হইয়া মঙ্গলময়ী শ্রুতি সুকৌশলে জীবের পরমপুরুষার্থসম্পাদনী বিদ্যার প্রশংসাও না করিয়াছেন, এমন নহে। এই পক্ষে বিদ্যা-শব্দের অর্থ হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিদ্রূপা ভক্তিদেবী। ভক্তির ফল অবিদ্যার ফল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অবিদ্যামূলক কর্ম্ম ও জ্ঞান পরমাত্মসাযুজ্য ও ব্রহ্মনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারে, কিন্তু অমৃতত্ব বা ভগবৎপ্রেমরূপ পরমমোক্ষ—পরমপুরু-ষার্থ প্রদান করিতে পারে না। বিদ্যা অর্থাৎ ভক্তিই একমাত্র তাহা প্রদান করিতে পারেন, ইহাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞের উপদেশ ॥১০॥

(বেদার্কদীধিতি)

[পরমাত্ম তত্ত্বং বিদ্যয়া অন্যৎ পৃথক্ ইতি ধীরাঃ আহুঃ অবিদ্যয়া চ পৃথক্ আহুঃ। যে ধীরাঃ পণ্ডিতাঃ তৎতত্ত্বং নঃ অস্মান্ বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ তেষাং ধীরাণাং এতদ্বচনং বয়ং শুশ্রুমঃ ॥ ১০ ॥

পরমাত্মতত্ত্ব বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় হইতে পৃথক্, পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। যে পণ্ডিতগণ আমাদিগকে তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ঐ কথাটী আমরা শুনিয়াছি ॥ ১০ ॥

ভাবার্থ। আত্মা চিদ্বস্তু। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই পৃথক্। পরমাত্মাকে মায়া কিছুমাত্র আবিষ্ট করিতে পারে না। মায়া যখন কার্য্য করে তখন পরমাত্মার স্বরূপ শক্তি তাহাতে সামর্থ্য অর্পণ করিয়া থাকে। অতএব পরমাত্মা মায়ার নিয়ন্তা। জীবাত্মা চিদ্বস্তু বটে কিন্তু বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্যচ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্প্যতে। এই শ্বেতাশ্বতর বচন দ্বারা জীবকে অণুচৈতন্য বলিয়া জানা যায়। জীবের বিভুতা না থাকায় তাহার মায়া কর্ত্তৃক বশ্যতা স্বীয় গঠন-সিদ্ধ। জীব মায়ায় বশীভূত হইয়া শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অবিদ্যা বশে জড়ময় অন্ধকারে ক্লেশ পান। ঐ ক্লেশ মোচনের জন্য যখন বিদ্যাকে আশ্রয় করেন তখন নির্ব্বিশেষ চিন্তা হইতে তাঁহার অধিকতর ক্লেশ হইয়া পড়ে। অতএব বেদ বলিতেছেন যে হে জীব! তুমি যে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান কর তাহা বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে পৃথক্ ॥ ১০ ॥

বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥১১॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

সমুচ্চয়মাহ বিদ্যামিতি। বিদ্যাঞ্চ জ্ঞানঞ্চ অবিদ্যাঞ্চ কর্ম্ম চ যৎ তদেতদুভয়ং সহ একেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ং যো বেদ জানাতি।

যদ্বা বিদ্যাত্মজ্ঞানমবিদ্যা তৎসাধনভূতং কর্ম্ম চদ্বয়ং পরস্পরসমুচ্চয়ার্থং তদুভয়ং সহ পুরুষার্থহেতুত্বেন যো বেদ একেনৈব পুরুষেণানুষ্ঠেয়মিতি জানাতি সঃ অবিদ্যয়া ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা কৃতানামগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণাং মৃত্যুং মারকম্ অন্তঃকরণমলং তীর্ত্বা অন্তঃশুদ্ধ্যা কৃতকৃত্যো ভূত্বা বিদ্যয়াত্মজ্ঞানেনামৃতমমৃতত্বং মোক্ষমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ১১ ॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা)

সমুচ্চয়মাহেতি। অমৃতমিতি ভাবপ্রধানো নির্দ্দেশঃ। এবমেবোক্তং শ্রীভগবতা। যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতীতি। সাঙ্খ্যযোগশব্দৌ জ্ঞানকর্ম্মপরৌ ॥ ১১ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

অনন্তর বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চয়ের ফল বর্ণন করিতেছেন ;—

যিনি কর্ম্ম ও জ্ঞানকে যুগপৎ একই ব্যক্তির অনুষ্ঠেয় বলিয়া অবগত হয়েন, তিনি উক্ত কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধিতে বিনাশকর অজ্ঞানময় সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে জ্ঞান ও কর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন। জ্ঞান ও কর্ম্মের ভেদদৃষ্টিতেই ঐ নিন্দার ভাজন হইতে হয়। অর্থাৎ যে পুরুষ, জ্ঞানকে অস্বতন্ত্র বিবেচনা করিয়া উহাকে কর্ম্মের শেষ কর্ম্মের ফল কর্ম্মেরই অঙ্গ ভাবিয়া কর্ম্মকেই একমাত্র পুরুষার্থের সাধন মনে করিয়া কেবল তদনুষ্ঠানে নিরত হয়, তাহার তাদৃশ কর্ম্মের সকামত্ব ভক্ত্যনঙ্গীভূতত্ব প্রযুক্ত তদনুষ্ঠিত

উক্ত কর্ম্ম তাহাকে ক্ষণবিধ্বংসী স্বর্গাদি প্রদান করিলেও নিত্য মোক্ষফল বা ভগবৎপ্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ প্রদান করিতে পারে না। কারণ, উক্ত কর্ম্মের মূলে জ্ঞানকামনারূপ দৃঢ়তর ফল-কামনা বিদ্যমান থাকাতে উহা চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। তাদৃশ কর্ম্মীর প্রকৃত জ্ঞানের ধারণা না থাকাতে তাহার চিত্ত সদাই বিক্ষিপ্ত হয়। তাহার চিত্তে শান্তির পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর অশান্তিরই বৃদ্ধি হইতে থাকে। অশান্ত চিত্তে প্রেম কথনই স্থান পাইতে পারে না। শুষ্ক বৈরাগ্যের রসশোষকত্ব ত প্রসিদ্ধই আছে। জ্ঞানীর সম্বন্ধে ও ঐরূপই বলা যাইতে পারে। জ্ঞানীর জ্ঞানের মূলে কর্ম্মবিদ্বেষ অপরিহার্য্য। যেখানে বিদ্বেষ-ভাব, সেখানে প্রেমের হানি অবশ্যম্ভাবিনী। এই কারণেই তত্বজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন "কর্ম্ম বিক্ষেপকং তস্যা বৈরাগ্যং রস-শোষকম্। জ্ঞানং হানিকরং তত্তচ্ছোধিতং ত্বনুযাতি তাম্॥" কিন্তু যে সকল ধীর ব্যক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মের ভেদ দর্শন করেন না, যাঁহারা তদুভয়ের কোনটিরই বিদ্বেষী নহেন, যাঁহারা কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়কেই ভক্তির অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত নিন্দনের পাত্র হইতে হয় না। তাঁহাদিগের কর্ম্মও তাঁহাদিগের বন্ধনের বা পতনের কারণ হয় না। অথবা তাঁহা-দিগের জ্ঞানও তাঁহাদিগের হানিজনক হইতে পারে না। পরন্তু তাঁহাদিগের ভক্ত্যঙ্গীভূত কর্ম্ম ও জ্ঞান তাঁহাদিগের চিত্তশুদ্ধি ও স্বপরাত্মবোধ উৎপাদন করিয়া পরিশেষে ভগবৎপ্রেমরূপ পরমপুরুষার্থ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অমৃতময় করেন। তাঁহাদিগের কর্ম্ম ও জ্ঞান স্বার্থমূলক নহে। যাহা স্বার্থমূলক নহে, তাহাই বিশুদ্ধ। যাহা বিশুদ্ধ, তাহাই বিশুদ্ধি জন্মাইতে

সমর্থ। পক্ষান্তরে কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর কর্ম্ম এবং জ্ঞান সম্পূর্ণ স্বার্থযুক্ত। যাহা স্বার্থযুক্ত তাহার ফলও অবশ্য তদ্রূপ অকিঞ্চিৎকরই হইবে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানকর্ম্মের ঐক্যই বিভাবনীয়। ভক্তিতেই কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় দেখা যায়। ভগবদ্ভজনাত্মক কর্ম্ম এবং তৎস্মরণাদ্যাত্মক জ্ঞান পরস্পর বিরোধী নহে। অতএব তাদৃশ অবিরুদ্ধ জ্ঞানকর্ম্মাত্মক সাধনভক্তি যে সাধ্যভক্তিরূপ ভগবৎপ্রেমফল প্রসব করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ভগবৎপরিচর্য্যাত্মক কর্ম্মক্ষেত্রে উপ্ত ভজনীয়ত্বানুসন্ধানাত্মক জ্ঞানবীর্য্য ভাবাঙ্কুর উৎপাদন পূর্ব্বক যথাকালে প্রেমফল বিকাশিত করিয়া দেয়, ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

[বেদার্কদীধিতি]

[যঃ আত্ম তত্ত্বং বিদ্যাং অবিদ্যাং উভয়ং বেদ স অবিদ্যয়া সহ মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া সহ অমৃতং অশ্নুতে ॥ ১১ ॥

যিনি আত্মতত্ত্বকে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় স্বরূপে জানেন তিনি অবিদ্যার সহিত মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার সহিত অমৃত ভোগ করেন ॥ ১১॥

ভাবার্থ। বিদ্যা ও অবিদ্যার আশ্রয় যে মায়া তাহা পরমাত্মার চিচ্ছক্তি হইতে পৃথক্ নয়। তাঁহার ছায়ারূপ বিকৃতি মাত্র। ছায়াতে যাহা যাহা থাকে তাহা মূল তত্ত্বে সম্পূর্ণ ভাবে এবং নির্দ্দোষ ভাবে অবস্থিত। অতএব চিচ্ছক্তিতে যে বিদ্যা ও অবিদ্যার উপাদেয় আদর্শ আছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? জীব যদি সেই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া মায়ান্তর্গত বিদ্যা ও অবিদ্যার বিকৃতি নাশে যত্ন পান, তবে তিনি চিচ্ছক্তিগত বিশেষ

ধর্ম্মকে দেখিতে পারেন। সেই বিশেষ অবলম্বন করিলে আর নির্ব্বিশেষ লক্ষণ জড়বিদ্যার হস্তে বিনাশ ঘটে না। মায়াগত বিদ্যা জড় বিশেষ হইতে জীবকে অমৃতের প্রতি লইয়া যাইবে। মায়াগত অবিদ্যা স্বীয় উপাদেয় আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া নিজে আদর্শ তত্ত্বে পরিণত হইবে। তাহা হইলে জীবের অপ্রাকৃত স্বরূপ, পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত স্বরূপ, তদুভয়ের অপ্রাকৃত সম্বন্ধ দেদীপ্যমান হইয়া চিদ্গত পরমরসের উদ্ভাবন করিবে॥ ১১॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতি মুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥১২॥

[ঈশোপনিষদ্ভাষ্য]

অধুনা ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপাসনয়োঃ সমুচ্চিচীষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে। যে অসম্ভূতং সম্ভবনং সম্ভূতিঃ কার্য্যস্যোৎপত্তি-রুৎপত্তিবিশিষ্টা বা তস্যা অন্যা অসম্ভূতিঃ প্রকৃতিঃ কারণং তাম্ অব্যাকৃতাখ্যাম্ অবিদ্যাকামকর্ম্মবীজভূতামদর্শনাত্মিকাম্ উপাসতে তে তদনুরূপমেবান্ধং তমঃ প্রবিশন্তি সংসারমেব প্রাপ্নুবন্তি। যে তু সম্ভূত্যাং কার্য্যব্রহ্মণি হিরণ্যগর্ব্ভাদৌ উ এব রতাস্তে ততস্তস্মাদপি ভূয়ঃ বহুতরমিব এব তমঃ প্রবিশন্তি॥ ১২॥

[ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা]

অধুনেতি। স্ফুটার্থো গ্রন্থঃ। যদ্বা উক্তমেব উত্তরগ্রন্থ-ত্রয়েণ সমর্থ্যতে অন্ধং তম ইতি। যে হ্যবিদ্যামুপাসতে তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তীত্যুক্তম্। তত্রাবিদ্যাস্বরূপমুচ্যতে অসম্ভূতিমিতি। যে প্রাণিনঃ অসম্ভূতিং নাস্তি সম্ভূতির্জগত উৎপত্ত্যাদির্যস্মাৎ সোঽসম্ভূতিস্তং সম্ভূতেরুপলক্ষণত্বাৎ পরমেশ্বরো ন জগদুৎপত্ত্যাদি

কর্ত্তা অপি তু স্বভাবত এবোৎপদ্যতে অবতিষ্ঠতি নশ্যতীত্যাত্মানমুপাসতে তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তীত্যর্থঃ। যতো বা ইমানীত্যাদিশ্রুতের্যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীত্যাদিশ্রুতিবিরুদ্ধত্বাৎ। অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্। অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্। এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ। প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ। আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিমিতি ভগবদুক্তেশ্চ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ। যদ্বা যথানিয়মাদিসম্বন্ধবান্ বিজ্ঞানাত্মা কশ্চিন্নাস্তি। জলবুদ্বুদবজ্জীবাঃ। মদশক্তিবদ্বিজ্ঞানম্। ইত্যাদিদুর্ব্বাদিনো বৌদ্ধা অনেন নিন্দ্যন্তে। যে নরা অসম্ভূতিং ন সম্ভূতিরসম্ভূতিস্তাং মৃতস্য পুনঃ সম্ভবো নাস্তি অতঃ শরীরান্তে অস্মাকং মুক্তিরেবেতি যে উপাসতে সিদ্ধান্তয়ন্তি তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি তথা যে বৈ যে চ সম্ভূত্যামেব রজঃ সম্ভবত্যস্যা ইতি সম্ভূতিঃ পরদেবতা তত্রৈবাসক্তাঃ কর্ম্মপরাঙ্মুখাঃ স্ববুদ্ধিমালিন্যমজানানা আত্মজ্ঞানমাত্র এব রতাঃ আত্মৈবাস্তি নান্যৎ কর্ম্মাদ্যদিতি কর্ম্মকাণ্ডজ্ঞানকাণ্ডয়োঃ সম্বন্ধো নাস্তীত্যভিপ্রায়বন্ত ইত্যর্থঃ। তে নরাস্ততোঽন্ধাৎ তমসো ভূয় ইব ইবশব্দো নিপাতো বহ্বর্থঃ বহুতরং তমো বিশন্তি॥ ১২॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

এইরূপে জ্ঞানকর্ম্মের ভেদদর্শনের নিন্দা করিয়া, পরে শ্রীভগবানের ভিন্ন ভিন্ন শক্তির বা রূপের ভেদদৃষ্টিতে উপাসনার নিন্দা করিতেছেন ;—

যে ব্যক্তি পৃথক্ভাবে এই বিশ্বের উপাদানরূপা প্রকৃতিশক্তির উপাসনা করে, সে অন্তে ঘোর তমসাবৃত অব্যক্তেই প্রবেশ করে,

আর যে ব্যক্তি প্রকৃতিগুণে গুণবান হিরণ্যগর্ভাদিকে স্বতন্ত্রভাবে উপাসনা করে, সে অধিকতর অজ্ঞানগর্ত্তে নিমগ্ন হয় ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—যে সকল মূঢ় ব্যক্তি প্রকৃতির অতীত পুরুষের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হইয়া কেবল জড় প্রকৃতিতেই রত হয়, অথবা কেবল জড়ের উপাসনাতেই নিবিষ্ট হয়, জড়ত্বই তাহাদিগের চরম ফল। তাহাদিগের আত্মা জড়ভাব প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞানাবৃত হইয়া ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। আবার যাহারা পরব্রহ্মের কার্য্যভূত প্রকৃতিগুণে গুণবান হিরণ্যগর্ভাদিকে আধিকারিক দেবতা সকলকে স্বতন্ত্র কর্ত্তা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগেরই উপাসনাতে রত হয়, তাহাদিগের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্গতি ঘটে। কি প্রকৃতিকে কি হিরণ্যগর্ভাদি দেবতা সকলকে পরব্রহ্মেরই শক্তি বা অংশ বিবেচনায় পূজা করিলে, যদিও অনন্যভক্তির হানি হয় বটে, কিন্তু তাহাতেও তাদৃশী ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। উহাঁদিগকে পরমেশ্বরেরই শক্তি বা অংশ জানিয়া ভগবদ্ভক্তির পরিবর্দ্ধনার্থ উহাঁদিগের সম্মাননায় কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না; কিন্তু উহাঁদিগের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞানেই পতন ঘটে। অতএব তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য ॥ ১২ ॥

(বেদার্কদীধিতি)

[যে অসম্ভূতিং উপাসতে তে অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি। যে সম্ভূত্যাং রতাঃ তে ততঃ তস্মাৎ ভূয়ঃ অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি ॥ ১২ ॥]

যাঁহারা অসম্ভূতির উপাসনা করেন তাঁহারা অন্ধতম প্রবেশ করেন আর যাঁহারা সম্ভূতিতে রত তাঁহারা তাহা হইতে অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন ॥ ১২ ॥

।।।।।। সঙ্গিনী ৩য় ব, ৭ম সংখ্যা।

ভাবার্থ। বস্তুর বিশেষ লোপ হইলে তাহার অসম্ভূতি হয়, এরূপ বলা যায়। লয় ও বিনাশ প্রভৃতি দ্বারা অসম্ভূতি হয়। যাঁহারা নির্ব্বিশেষ অনুসন্ধান করেন তাঁহারা অসম্ভূতির উপাসক। সুতরাং তাঁহারা অন্ধকারে প্রবেশ করেন। জীবাত্মার সত্তা লোপ হইলে যে কি হয় তাহা কখনই বোধগম্য হয় না। অতএব তাহাতে আলোক মাত্র থাকে না। যাঁহারা সম্ভূতি অর্থাৎ জড় সত্তায় রত তাঁহারা আত্মতত্ত্ব হইতে অত্যন্ত দূরীভূত হইয়া ঘোর অন্ধকারে থাকেন ॥ ১২ ॥

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১৩॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

অথোভয়োরুপাসনয়োঃ সমুচ্চয়কারণমবয়বতঃ ফলভেদমাহ অন্যদেবেতি। সম্ভবাৎ সম্ভূতেঃ কার্য্যব্রহ্মোপাসনাদন্যদেব পৃথগেব অন্ধতরতমঃপ্রবেশলক্ষণং ফলমাহুঃ কথয়ন্তি ধীরাঃ। তথাঃ সম্ভবাদসম্ভূতেরব্যাকৃতোপাসনাদন্যদেব ফলমুক্তমন্ধং তমঃ প্রবিশন্তীত্যাহুঃ। ইত্যেবংবিধং ধীরাণাং ধীমতাং বচঃ শুশ্রুম বয়ং শ্রুতবন্তঃ। যে ধীরাঃ নোঽস্মাকং তৎ পূর্ব্বং সম্ভূত্যসম্ভূত্যুপাসনফলং বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ ॥ ১৩ ॥

[ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা]

অথোভয়োরিতি। স্ফুটার্থমেতৎ ॥ ১৩ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

পরমেশ্বরের শক্তির উপাসনা ও হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা উভয়ের ফল ভিন্ন ভিন্ন, পণ্ডিতগণ এইরূপই বলিয়া থাকেন। আমরা ঐরূপই তাঁহাদিগের নিকট শ্রবণ করিয়া থাকি ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।—পরমেশ্বরের শক্তিভূতা প্রকৃতির উপাসনার ফল অন্যরূপ এবং কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনার ফল অন্যরূপ, ইহাই পণ্ডিতগণের উপদেশ। পদার্থভেদই এই ফল-ভেদের কারণ। প্রকৃতি জড়শক্তি, হিরণ্যগর্ভাদি পুরুষের অংশ। জড়শক্তির উপাসনার ফল এবং চিচ্ছক্তির উপাসনার ফল অবশ্যই পৃথক্ হইবে। অজ্ঞান ব্যক্তিই তদুভয়ের ঐক্য বিবেচনা করেন, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সেরূপ বিবেচনা করিতে পারেন না। অতএব তদুভয়ের পার্থক্য অবগত হইয়া ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে হয়, ইহাই সুধীগণের অভিপ্রায়॥ ১৩॥

(বেদার্কদীধিতি)

[আত্মতত্ত্বং সম্ভবাদন্যৎ এব আহুঃ। অসম্ভবাৎ অন্যৎ এব আহুঃ। যে ধীরা অস্মান্ তৎ ব্যাখ্যাতবন্তঃ তেষাং এতৎ বচনং বয়ং শুশ্রুমঃ॥ ১৩॥]

আত্মতত্ত্ব সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উভয় হইতে পৃথক। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের এই বচন আমরা শ্রবণ করিয়াছি॥ ১৩॥

ভাবার্থ। জড় জগতে জন্ম ও বিনাশ, উৎপত্তি ও লয়, সম্ভূতি ও অসম্ভূতি এই দুয়ের যে ভাব হৃদ্গম্য হয় তাহা আত্ম-তত্ত্বকে স্পর্শ করে না। আত্মতত্ত্বে জন্ম বিনাশ নাই তাহা নিত্য! জীব নিত্য তাহার উৎপত্তি ও লয় যাহারা মনে করে তাহারা জীবতত্ত্বের কিছুই জানে না। জীবের জড় সম্বন্ধ বিচ্ছেদের নাম মুক্তি॥ ১৩॥

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে॥১৪॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

যত এবমতঃ সমুচ্চয়ঃ সম্ভূত্যসম্ভূত্যুপাসনয়োর্যুক্ত এবৈকৈক-পুরুষার্থত্বাচ্চেত্যাহ সম্ভূতিঞ্চেতি। সম্ভূতিম্ অসম্ভূতিং প্রকৃতিঞ্চ অকারলোপশ্ছান্দসঃ বিনাশং বিনশ্বরং হিরণ্যগর্ভঞ্চ যঃ তৎ বেদ উভয়ং সহ বিনাশো ধর্ম্মো যস্ত কার্য্যস্ত তেন ধর্ম্মিণাভেদেনোচ্যতে বিনাশ ইতি তেন বিনাশেন হিরণ্যগর্ভোপাসনেন মৃত্যুমনৈশ্বর্য্যাদি তীর্ত্বা অতীত্য অসম্ভূত্যা অব্যাকৃতোপাসনেনামৃতম্ আপেক্ষিকং প্রকৃতিলয়লক্ষণমশ্নুতে সমুচ্চয়োপাসনায়াস্তু অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যলক্ষণং শুভফলং ভাবীতিবোধ্যম্ ॥ ১৪ ॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা)

যত ইতি বিশদার্থম্। যদ্বা উক্তং সর্ব্বমুপসংহরতি সম্ভূতিঞ্চেতি। সম্ভূতিং সকলজগৎসম্ভবৈকহেতুং পরব্রহ্ম বিনাশং বিনাশোঽস্যাস্তীতি বিনাশম্ অর্শ-আদিভ্যো জিত্বচ্ প্রত্যয়ঃ বিনাশধর্ম্মকং শরীরাদি তদুভয়ং শরীরিশরীররূপং দ্বয়ং যো যোগী সহ একীভূতং বেদ জানাতি নিত্যানিত্যং বস্তু বিবেচয়তীত্যর্থঃ। দেহাভিন্নোঽহং দেহীবাসং কর্ম্ম নিমিত্তমিতি জ্ঞাত্বা শরীরেণ জ্ঞানোৎপত্তিকরাণি নিষ্কামকর্ম্মাণি কৃত্বেশ্বরে অর্পয়তীতিভাবঃ স জ্ঞানী বিনাশেন বিনাশবতা শরীরেণ সাত্ত্বিককর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা মৃত্যুং তীর্ত্বান্তঃকরণশুদ্ধিং সম্পাদ্য সম্ভূত্যাত্মজ্ঞানেনামৃতত্বমশ্নুতে মুক্তিং প্রাপ্নোতি। যদ্বা সম্ভূতিং বিনাশঞ্চ ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপা-সনদ্বয়ং যঃ সহ বেদ উভয়মুপাস্তে ইত্যর্থঃ স যোগী অবিনাশে-নাব্যাকৃতোপাসনেন মৃত্যুমনৈশ্বর্য্যমধর্ম্মকামাদি দোষজাতঞ্চ তীর্ত্বাতিক্রম্য সম্ভূত্যা হিরণ্যগর্ভোপাসনেনামৃতং প্রকৃতিলক্ষণ-মশ্নুতে প্রাপ্নোতি। অত্র বিনাশং বিনাশেনেতি শব্দদ্বয়ে অবর্ণ-

লোপো দ্রষ্টব্যঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ অন্যদাহুরসম্ভবাদিতি প্রকরণাৎ। যদ্বা সম্ভূত্যা সম্ভবতীতি সম্ভূতির্হিরণ্যগর্ভাদিদেবতা তয়া সম্ভূত্যা সম্ভূত্যুপাসনয়া মৃত্যুমন্তঃকরণমলাদিরূপং তীর্ত্বাতি-ক্রম্য অবিনাশেন বিনাশ উপলক্ষণম্ উৎপত্তিবিনাশাদিদোষ-রহিতেন পরমাত্মনা তজ্জ্ঞানেনামৃতং মোক্ষমশ্নুতে ইতি ভিন্ন-ক্রমেণ পদয়োর্ব্যাখ্যানম্ ॥ ১৪ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

অতএব অসম্ভূতির ও সম্ভূতির উপাসনার সমুচ্চয়ই যুক্ত, ইহাই বলিতেছেন ;—

পরমেশ্বরের শক্তিভূতা প্রকৃতির উপাসনা এবং তদংশভূত হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা এই উভয়ই এক ব্যক্তির অনুষ্ঠেয় জানিয়া যে ব্যক্তি তদুভয়ের অনুষ্ঠান করে, সে হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনা দ্বারা অনৈশ্বর্য্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা প্রকৃতিলয়লক্ষণ আপেক্ষিক অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—প্রকৃতিকে ও হিরণ্যগর্ভাদিকে পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র জানিয়া যে ব্যক্তি উভয় উপাসনার সমুচ্চয়কেই কর্ত্তব্য ভাবিয়া তদুভয়ের উপাসনাতে রত হয়, তাহার অপেক্ষাকৃত সুগতি হইলেও পৃথক্ উপাসনা হইতে সদ্যোমুক্তিরূপ কিঞ্চিৎ অধিক ফল লাভ হইলেও প্রকৃতিলয়লক্ষণ দুর্গতির ব্যভিচার নাই। অতএব ঈদৃশ সমুচ্চয়কেও বিধিবোধিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তবে প্রকৃতিকে পরমেশ্বরের শক্তি ও হিরণ্য-গর্ভাদিকে তাঁহারই অংশ বা শক্তি ভাবিয়া পূজা করিলে অণি-মাদি ঐশ্বর্য্যের লাভ ও পরমাত্মসাযুজ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাকেও জীবের চরমফল পরমপুরুষার্থ বলা যায় না।

কারণ, প্রকৃত পরমপুরুষার্থ উহা হইতে বহুদূরবর্ত্তী। তাহাতে তদুভয়ের পার্থক্য বা সমুচ্চয় এই দুইটির কোনটিই স্বীকৃত হয় না। তবে পরমেশ্বর হইতে অস্বতন্ত্রবোধে তদুভয়ের সমুচ্চয়োপাসনাতে অর্থাৎ ভক্তির অবিরোধিভাবে উহাঁদিগের উপাসনাতে পরমাত্মসাযুজ্যাদি লাভের পরও ক্রমমুক্তি ঘটে। ইহাই একান্ত প্রার্থনীয় না হইলেও নিতান্ত হেয় নহে। যেহেতু ক্রমমুক্তিতে পরিশেষে ভগবৎপ্রেম প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্য, প্রকৃতিসাযুজ্য ও পুরুষসাযুজ্য এই তিনটিই মুক্তি বটে, কিন্তু শান্তাদি ভক্তি হইতে ইহারা সকলেই নিকৃষ্ট। নির্ব্বি-শেষ-ব্রহ্ম-সাযুজ্যপ্রাপ্ত ও প্রকৃতিসাযুজ্যপ্রাপ্ত জ্ঞানীর ও নাস্তি-কের ভক্তিবাসনার অভাবে পুনর্জ্জন্ম ঘটে, কিন্তু পুরুষসাযুজ্য-প্রাপ্ত জীবের উপাসনায় মূলে শক্তিস্ফূর্ত্তির নিশ্চয়তা বশতঃ ভক্তি-বাসনা অপরিহার্য্য। যে উপাসকের উপাসনার মূলে ভক্তিবাসনা বিদ্যমান থাকে, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম ঘটিতে পারে না। অতএব এই ত্রিবিধ উপাসকের মধ্যে শেষোক্ত উপাসনাই অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। সকাম প্রকৃতির উপাসনারূপ নাস্তিকতায় প্রকৃতি-সাযুজ্য, কামনাবিদ্বেষসমন্বিত নির্ব্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মসাযুজ্য এবং ঐশ্বর্য্যকামনাসমন্বিত পরমাত্মচিন্তনে পুরুষসাযুজ্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এই উপাসকত্রয়ের উপাসনার মূলে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও ভক্তিবাসনা থাকে, তবে ইহারা তত্তৎসাযুজ্যভাব প্রাপ্তির পর ক্রমমুক্ত হয়েন। ঐ সময়ে উহাঁদিগের আত্মগত ভক্তিবাসনা পল্লবিত হইয়া স্ফুরিত হইয়া তাঁহাদিগকে ভগবৎ-প্রেমপ্রবণ করিয়া তুলে। অতএব তাঁহারা তদবস্থায় তত্তৎ-সাযুজ্যাবস্থায় মুগ্ধ না থাকিয়া অন্তরে শ্রীভগবানের চিন্তা করিতে

থাকেন। ঐ চিন্তাই, তাঁহাদিগের উত্তরোত্তর উন্নতির সাহায্য করিতে থাকে। উহা প্রাপ্ত সাযুজ্যাবস্থায় স্থির থাকিতে না দিয়া ভগবৎপ্রেম লাভের নিমিত্ত আকুলিত করিতে থাকে। ঐ আকুলতাই ঐ আগ্রহই পরিশেষে তাঁহাদিগের পরমপুরুষার্থ লাভের উপায় হয়। তাঁহারা ক্রমে শান্তাদিভাব প্রাপ্তিতে ঐশ্বর্য্যসেবী বা মাধুর্য্যসেবী ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত নিত্যানন্দে বিহার করিতে থাকেন। ইহাই জীবের পরমপুরুষার্থ। এই অবস্থার লাভার্থই জীরের জন্ম। যতদিন পর্য্যন্ত এই অবস্থার লাভ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত জীব স্থির থাকিতে পারেন না। সাযুজ্যাদি অবস্থাও জীবের চিরস্থায়ী নহে; উহা দুরন্ত সংসারশ্রমের ক্ষণিক বিশ্রামস্থল মাত্র। উহা যদি চিরস্থায়ী হয়, তবে পরমপুরুষার্থ শব্দ ও তদ্বোধক শাস্ত্র সকল নিরর্থক হইয়া পড়ে। সাযুজ্যাদিকে পরমপুরুষার্থ বিবেচনা করা, নিজের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় মাত্র ॥ ১৪ ॥

(বেদার্কদীধিতি)

[যঃ আত্মতত্ত্বং সম্ভূতিং বিনাশঞ্চ উভয়াত্মকং ইতি বেদ স বিনাশেন মৃত্যুন্তীর্ত্বা সম্ভূত্যাং অমৃতং অশ্নুতে ॥ ১৪ ॥]

যিনি সম্ভূতি ও বিনাশ এতদুভয়াত্মক বলিয়া আত্মতত্ত্বকে জানেন, তিনি বিনাশের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া সম্ভূতিতে অমৃত ভোগ করেন ॥১৪॥

ভাবার্থ। জড় সঙ্গই জীবের বন্ধন ও মৃত্যু। অতএব যিনি জড় বিচ্ছেদরূপ বিনাশকে লাভ করেন তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। তাহা হইলে চিৎ সম্ভূতি অর্থাৎ চিৎ সত্তায় চিন্ময় রসামৃত ভোগ করিয়া থাকেন। অতএব জড় হইতে অসম্ভূতি

লাভ করতঃ চিত্তত্ত্বে সম্ভূতি লাভ না করিতে পারিলে সর্ব্বনাশ হয় ॥ ১৪ ॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

এবং প্রাপ্তাধিকারং শিষ্যং প্রতি পরমাত্মস্বরূপং নিরূপ্য তৎসাক্ষাৎকারো মোক্ষসাধনমিত্যতীতগ্রন্থেনোক্তম্। স চেশ্বর-সাক্ষাৎকারো ন শ্রবণাদিমাত্রেণ ভবতি নাপি মোক্ষঃ সাক্ষাৎ-কারমাত্রেণ কিন্তু ভগবদনুগ্রহাদেব। অতোঽনুষ্ঠিতশ্রবণমননা-দিকেনাপি সাক্ষাৎকারার্থং প্রাপ্তসাক্ষাৎকারেণাপি চ মোক্ষার্থং যথা ভগবৎপ্রার্থনং কার্য্যং তৎপ্রকারপ্রদর্শনার্থা হিরণ্ময়েন পাত্রেণেত্যাদ্যুত্তরমন্ত্রাঃ। তত্রাদিত্যরূপোপোসনমাহ হিরণ্ময়েন পাত্রেণেতি। অনুষ্টুপ। হিরণ্ময়মিব হিরণ্ময়ং জ্যোতির্ম্ময়ং যৎ-পাত্রং পিবন্তি যত্র স্থিতা রশ্ময়ো যত্র স্থিতানিতি বা পাত্রং সূর্য্য-মণ্ডলং তেন তেজোময়েন মণ্ডলেন সত্যস্য আদিত্যমণ্ডলস্থস্য অবিনাশিনঃ পুরুষোত্তমস্য শ্রীভগবতঃ মুখং মুখমিতি সর্ব্ববিগ্র-হোপলক্ষণং লীলাবিগ্রহস্বরূপম্ অপিহিতমাচ্ছাদিতং বর্ত্ততে যৎ তন্মুখং হে পূষন্ পুষ্ণাতীতি পূষা তৎসম্বোধনং হে ভক্তপোষক পরমাত্মন্ ত্বম্ অপাবৃণু অপাবৃতমনাচ্ছাদিতং কুরু। কিমর্থম্ সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে সত্যধর্ম্মস্য মদাদিভক্তজনস্য দর্শনায় সাক্ষাৎ-কারায়েতি ঋষিপ্রার্থনম্ ॥ ১৫ ॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা)

এবমিতি। ভগবদনুগ্রহাদেবেতি। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্ত-

স্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিতিশ্রুতেঃ। সত্যধর্ম্মায়েতি। সত্যং সত্যজ্ঞানানন্দাত্মকং ত্বদ্রূপং ধারয়তি হৃদয়ে চিন্তয়তি ইতি সত্যধর্ম্মা তস্মৈ। চতুর্থী ষষ্ঠ্যর্থে। দৃষ্টয়ে ইতি। দৃষির্ প্রেক্ষণে ভাবে ক্তিন্ প্রত্যয়ঃ ॥ ১৫ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

এইরূপে প্রাপ্তাধিকার শিষ্যের প্রতি, পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণের অনন্তর, তৎসাক্ষাৎকারই মোক্ষসাধন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। সম্প্রতি ঐ পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারও কেবল শ্রবণাদি সাধন দ্বারা এবং মোক্ষ কেবল পরমেশ্বরসাক্ষাৎকার দ্বারা লাভ হয় না; তদ্বিষয়ে পরমেশ্বরের কৃপার অপেক্ষা আছে, ইহাই বলিবার নিমিত্ত শ্রবণাদি-সাধন-সম্পন্ন পুরুষের পরমেশ্বর-সাক্ষাৎকারার্থ এবং প্রাপ্তপরমেশ্বরসাক্ষাৎকার পুরুষের মোক্ষার্থ ভগবৎকৃপা প্রার্থনের প্রকার প্রদর্শন করিতেছেন;—

হে ভক্তপোষক পরমাত্মন্! তেজোময় মণ্ডল দ্বারা সত্য-স্বরূপ পুরুষোত্তমের শ্রীমুখাদি লীলাবিগ্রহ আচ্ছাদিত রহিয়াছে, তুমি সত্যধর্ম্মা ভক্তবর্গের সাক্ষাৎকারার্থ তোমার ঐ শ্রীবিগ্রহের আবরণ উন্মোচন করিয়া দাও। এই মন্ত্রটির অনুষ্টুভ ছন্দ ॥১৫॥

তাৎপর্য্য।—ভগবন্! তুমি ভক্তপোষক পরমাত্মা। জ্যোতি-র্ম্ময় ব্রহ্ম তোমার অঙ্গকান্তি। আদিত্যের তেজোময় মণ্ডল দ্বারা যেরূপ আদিত্যমণ্ডলান্তর্বর্ত্তী পুরুষের বিগ্রহ আচ্ছাদিত থাকে, ঐ ব্রহ্মরূপ জ্যোতির্ম্মণ্ডল দ্বারা তদ্রূপ তোমার শ্রীবিগ্রহ আচ্ছা-দিত রহিয়াছে। আমরা স্বকীয় চেষ্টা দ্বারা কি কর্ম্ম দ্বারা কি জ্ঞান দ্বারা তোমার ঐ আবরণ ভেদ করিতে পারিতেছি না। কর্ম্ম-জ্ঞানাদির সাহায্যে অবিদ্যাবরণের উন্মোচনে জ্যোতির্ম্ময়

ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলেও তদন্তর্ব্বর্ত্তী ত্বদীয় শ্রীমূর্ত্তি দুর্দ্দর্শই রহিয়াছে। তোমার করুণা ব্যতিরেকে আমরা উহা সন্দর্শন করিতে পারিতেছি না। অতএব সত্যস্বরূপ তোমার লীলা-মাধুর্য্য অনুভব করিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত ত্বদীয় ভক্ত সকলের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক তোমার জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টিবিভ্রম-কারক অঙ্গাবরণ উন্মোচন করিয়া দাও। তাহা হইলেই, ইহারা কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে। তোমার কৃপাই ভক্তের একমাত্র শরণ॥ ১৫॥

[বেদার্কদীধিতি]

[হিরণ্ময়েন জ্যোতির্ম্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য পরমতত্ত্বস্য মুখং অপিহিতং আচ্ছাদিতং। সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে উপলব্ধয়ে হে পূষন্ তৎ পিধানং ত্বং অপাবৃণু॥ ১৫॥

সেই পরমাত্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময়পাত্রে আচ্ছাদিত আছে। হে সূর্য্য! সত্যধর্ম্ম প্রকাশ ও আত্মতত্ত্ব দর্শনের জন্য সেই আচ্ছাদন দূর কর॥ ১৫॥

ভাবার্থ। হে পরমেশ্বর তুমি চিৎসূর্য্য। আমি তোমার কিরণ পরমাণু। অতি ক্ষুদ্র। আমি দ্রষ্টা হইলেও তোমার জ্যোতি আমাকে তোমার নিত্যরূপ দর্শন করিতে দেয় না। এই জন্য আমি সত্যধর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইয়া তোমার চিচ্ছক্তির ছায়া রূপা মায়া শক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া আছি। তুমি কৃপা করিয়া তোমার জ্যোতির্ম্ময় আবরণকে দূর কর। তাহা হইলে অণুচৈতন্যরূপে সহজে তোমার স্বরূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইব। মহাত্মা নারদ সেই রূপ দর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপ মতুলং শ্যামসুন্দরং॥ ১৫॥

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ
রশ্মীন্ সমূহ। তেজো যৎ তে রূপং
কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোঽসাবসৌ
পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬ ॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

এতদেব স্পষ্টীকৃত্য ঋষির্যাচতে পূষন্নিতি। উষ্ণিক্। হে পূষন্ হে একর্ষে হে যম হে সূর্য্য হে প্রাজাপত্য রশ্মীন্ প্রকাশয়ন্ ব্যূহ ত্বদীয়ং তেজঃ সমূহ চ স্বরূপং সঙ্কোচয়ন্ মদীয়ং জ্ঞানং বিস্তারয়েত্যর্থঃ। যদ্বা হে পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য রশ্মীন্ মচ্চক্ষুষ উপঘাতকান্ স্বান্ রশ্মীন্ ব্যূহ বিগময় তেজ আত্মীয়ং জ্যোতিঃ সমূহ উপসংহর মদ্দর্শনযোগ্যং কুরু। তথা যৎ তে তব রূপং কল্যাণতমম্ অত্যন্তশোভনং পরমমঙ্গলং বা তৎ তে তব প্রসাদাদহং পশ্যামি। কেন প্রকারেণ পশ্যসীত্যত আহ য ইতি। যোঽসৌ পুরুষঃ মণ্ডলান্তরস্থঃ অসৌ তদিতরঃ প্রতীকস্থিতশ্চ সোঽহমস্মি ভবামি ॥ ১৬ ॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা)

এতদেবেতি। উষ্ণিগিতি। যজুরন্তা উষ্ণিক্ ত্রিপদান্ত্যো দ্বাদশক ইতি বচনাৎ। হে একর্ষে ইতি। একশ্চাসাবৃষিশ্চৈকর্ষিঃ। ঋষ জ্ঞানে। হে মুখ্যজ্ঞান ইত্যর্থঃ। হে যম ইতি। যময়তি সর্ব্বমিতি যমঃ। যোঽন্তরো যময়তীতি শ্রুতেঃ। হে সূর্য্য ইতি। সূরিভির্জ্ঞেয়ত্বাৎ স সূর্য্যঃ সূরিশব্দাৎ তদ্ধিতো যৎ। যস্যেতি চেতি ইকারলোপঃ। হে প্রাজাপত্য ইতি। প্রজানাং পতিঃ প্রজাপতিঃ হিরণ্যগর্ভস্তস্য বেদোপদেষ্টৃত্বেন প্রিয় যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং তস্মৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি সর্ব্বানিতি শ্বেতাশ্বতরশ্রুতেঃ। পরমমঙ্গল-

মিতি। মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলমিতি স্মৃতেঃ। পুরুষ ইতি। পুর্ষু শেতে অসৌ পুরুষঃ। সোঽহমিত্যাদি। সূর্য্যমণ্ডলাদিপ্রতীকস্থো মদ্ধৃদ্যন্তস্থো জ্যোতীরূপশ্চ এক এবেতি প্রকারেণ তে রূপং পশ্যামীত্যর্থঃ। এতাদৃশৈক্যজ্ঞানস্যৈব মোক্ষসাধনত্বাদিতি ভাবঃ। অত্রাসৌ চ শাকটায়ন ইতি প্রতিশাখ্যে ন যবয়োঃ পদান্তয়োঃ স্বরমধ্যে লোপ ইতি প্রাপ্তলোপপ্রতিষেধাদসাবসাবিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥১৬॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

উহাই পুনর্ব্বার স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন ;—

হে পূষন্! হে একর্ষে! হে যম! হে সূর্য্য! হে প্রাজাপত্য! মদীয় দৃষ্টির উপঘাতক তোমার তেজোরাশি সঙ্কুচিত করিয়া তোমার স্বরূপকে আমার দর্শনযোগ্য কর। তাহা হইলে, আমি তোমার প্রসাদে তোমার ঐ কল্যাণতম শান্ত রূপ সন্দর্শন করি। সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডলের ও মদীয় হৃদয়ের অভ্যন্তরে এবং হিরণ্য-গর্ভাদির অন্তর্হৃদয়ে বা পরব্যোমে একই তুমি বিভিন্নরূপে বিরাজ করিতেছে। আমি তোমাকে ঐ রূপেই দর্শন করিব। এই মন্ত্রটি উষ্ণিক্ ছন্দে রচিত ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—হে ভগবন্! তুমি ভক্তপোষক, তুমি জ্ঞানময়, তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা, তুমি ভক্তগণের ভক্তিবেদ্য, তুমি বেদোপদেশ দ্বারা ব্রহ্মার প্রিয়। ভক্তানুগ্রহ তোমার সুপ্রসিদ্ধ। তুমি জ্যোতি-র্ম্ময় আদিত্যের বা জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের এবং হিরণ্যগর্ভাদির ও নিখিল জীবের অন্তর্য্যামী পুরুষ। তুমি পরব্যোমাদিধামস্থ হইয়াও ভক্তজনহৃদয়স্থ। ভক্ত তোমাকে তাদৃশ রূপেই সন্দর্শন করিয়া থাকে। তুমি আমাদিগের প্রতি করুণা করিয়া তোমার ঐ শিবতম রূপেই দর্শন দাও ॥ ১৬ ॥

[বেদার্কদীধিতি]

[হে পুষন্! হে একর্ষে! হে যম! হে সূর্য্য! হে প্রাজাপত্য! রশ্মীন্ ব্যূহ বিগময়। তেজঃ সমূহ উপসংহর। যৎ তে কল্যাণতমং রূপং তত্তে রূপং অহং পশ্যামি। যতঃ অহং তৎ অধিকারী। য এব পূর্ণঃ পুরুষঃ স এব অসৌপুরুষঃ। স এব অহং অস্মি ॥ ১৬ ॥]

হে পুষন্! হে একর্ষে! হে সূর্য্য! হে প্রজাপত্য! তোমার রশ্মি সকল দূর কর, তোমার তেজ নিবৃত্তি কর। তাহা হইলে তোমার কল্যাণতম রূপ আমি দেখিতে পাই। আমি সেই রূপ দেখিবার অধিকারী। যেহেতু তুমি পূর্ণ পুরুষ এবং জগৎ প্রবিষ্ট তোমার অংশ স্বরূপ পরমাত্মা এবং আমরা সকলেই চিৎস্বরূপ। তোমার কৃপা হইলেই দেখিতে পাই ॥ ১৬ ॥

ভাবার্থ। তুমি পূর্ণ পুরুষ হইয়াও মায়ার অধীশ্বর রূপে পুরুষাবতার হইয়াছ। মায়া নিয়মন কার্য্যে যে সকল পৃথক শক্তি ব্যবহার কর সেই সকল পৃথক শক্তিতে অধিষ্ঠান করত তুমি পূষা, এক ঋষি, যম, সূর্য্য ও প্রজাপতির অপত্য বামন ইত্যাদি নাম ধারণ করিয়াছ। আমি জড় মধ্যে আবদ্ধ হইয়া তোমার সেই সমস্ত অবতার স্বরূপ চিন্তা করি এবং তোমার নিত্য রূপ দর্শনের লালসা করি। তুমি কৃপা করিয়া অণুচৈতন্যের দর্শন যোগ্য হইলে, আমি তোমার নিত্যরূপ দেখিতে পাই। সমস্ত কল্যাণ গুণ তোমার নিত্য রূপকে আশ্রয় করিয়া আছে। তুমি আমাকে চিন্ময় স্বরূপে ব্যবস্থিত করিয়াছ; অতএব তোমার কৃপা হইলেই আমি তোমার নিত্যরূপ দর্শন করিতে পারি ॥ ১৬॥

।।।।।।। সজ্জিনী ৩য় ব, ৮ম সংখ্যা।

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁং ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥১৭॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

ইদানীং মরিষ্যতো মম বায়ুরধ্যাত্মপরিচ্ছেদং হিত্বাধিদৈবতাত্মানমনিলং প্রবিশত্বিতি প্রার্থয়তে বায়ুরনিলমিতি। গায়ত্রী। হে পরমাত্মন্ মরিষ্যতো মম বায়ুঃ সপ্তদশাত্মকলিঙ্গশরীররূপঃ প্রাণঃ অধ্যাত্মপরিচ্ছেদং হিত্বাধিদৈবতরূপং সর্ব্বাত্মমমৃতং সূত্রাত্মানমনিলং মুখ্যপ্রাণং প্রতিপদ্যতামিতি বাক্যশেষঃ। জ্ঞানকর্ম্মসংস্কৃতং লিঙ্গমুৎক্রমত্বিত্যর্থঃ। অথানন্তরমিদং স্থূলশরীরমগ্নৌ হুতং সৎ ভস্মান্তং ভস্মাবসানং ভূয়াৎ। ওঁ মিতি যথোপাসনমোম্প্রতীকাত্মকত্বাৎ সত্যাত্মকমগ্ন্যাখ্যং ব্রহ্মাভেদেনোচ্যতে। ওঁং হে ক্রতো হে সঙ্কল্পাত্মকং মনঃ স্মর যন্মম স্মর্ত্তব্যং তস্যায়ং কালঃ সমুপস্থিতোঽতঃ স্মর ত্বং ব্রহ্মচর্য্যে গার্হস্থ্যে চ ময়া পরিচরিতঃ তৎ স্মর। তথা কৃতং যন্ময়া বাল্যপ্রভৃতি অদ্যযাবদানুষ্ঠিতং কর্ম্ম তচ্চ স্মর। ক্রতো স্মর কৃতং স্মরেতি পুনর্বচনমাদরার্থম্ ॥ ১৭ ॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা)

ইদানীমিতি। বায়ুরনিলং যজুষী ওঁমিতি পরমাক্ষরস্য যোগিনামালম্বনভূতস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রণবাখ্যস্যাস্থূলাদিগুণ যুক্তস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ ছন্দো গায়ত্রং পরমাত্মা দেবতা শব্দব্রহ্মারম্ভবিরামে চ যাগহোমাদিষু শান্তিপৌষ্টিককর্ম্মসু চান্যেষু বিনিয়োগোঽস্য। ক্রতো ইতি এভির্যজ্ঞান্ যোগী স্মারয়তীত্যনুক্রমণী। বায়ুরিতি। বায়ুগ্রহণং সপ্তদশলিঙ্গোপলক্ষণার্থম্। অতএবাহ

সপ্তদশাত্মকেত্যাদি। সূত্রাত্মানমিত্যাদি। বায়ুর্বৈ গৌতম তৎসূত্রেণ বায়ুনা হি গৌতম তৎসূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তীতি শ্রুতেঃ। ভস্মান্তমিতি। ভস্মৈবান্তো যস্য তদ্ভস্মান্তং ভস্মাবসানং ভূয়াৎ কৃতপ্রয়োজনত্বাদিতি শেষঃ। যদা প্রত্যক্ষত এব দেহস্য ভস্মান্তত্বদর্শনাৎ দেহনাশে চ তদন্তর্গতস্য ব্রহ্মণো জীবন্মরণাদ্যবশ্যম্ভাবাদিত্যাশঙ্কায়ামিদমুচ্যতে। অত্রায়মর্থঃ। যদ্যপীদং শরীরং ভস্মান্তং দৃশ্যতে তথাপি তদন্তবর্ত্তিনঃ পরমেশ্বরস্য ন মরণাদিদোষপ্রসঙ্গঃ। কুতঃ ব্যত্যয়াৎ। অনিলম্ অনিলঃ বায়ুর্যদা অমৃতমমৃতঃ অথ তদা ব্রহ্ম অমৃতমিতি কিং বক্তব্যং তদমৃতত্বস্য কৈমুত্যসিদ্ধত্বাদিতি। ননু সংসারিণো বায়োঃ কথমমৃতত্বং সম্ভবতি যদুপচারেণ তর্হীশ্বরস্যাপি তথাবিধমমৃতত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বায়োর্দেহনাশেঽপি তৎকার্য্যবিজ্ঞানতিরোভাবাভাবোঽস্ত্যেব। বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি ম্লেচ্ছন্তি হন্যা দেবতা ন বায়ুঃ সৈষানস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুরিতি বৃহদারণ্যকশ্রুতেঃ। অথ প্রণবপ্রতীকং প্রার্থয়তে ওঁমিতি। ওঁম্ ওতত্বাদিগুণযুক্ত হে ক্রতো জ্ঞানরূপ মাং স্মর ময়া কৃতং ধ্যানাদিকঞ্চ স্মর অভ্যাসস্তাৎপর্য্যার্থঃ অভ্যাসেনার্থবিশেষং মন্যত ইতি যাস্কোক্তেঃ পরমাত্মকর্তৃকং স্মরণং ভক্তানুগ্রহোন্মুখং ত্বমেব। অবতীত্যোম্ অব রক্ষণে ইত্যস্মাৎ ধাতোরন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্ ততোঽবতেষ্টিলোপশ্চেতি ধাতোরকারবকারয়োরূঢৌ তয়োঃ সবর্ণদীর্ঘে সতি সার্ব্বধাতুকে ত্রিগুণে রূপসিদ্ধিঃ। ধাতোরন্তত্বাৎ উদাত্তত্বম্। ত্রিমাত্রত্বং প্রাতিশাখ্যাৎ ॥ ১৭ ॥

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

প্রাণ মরণান্তে অমৃতত্ব লাভ করুক, ইহাই প্রার্থনা করিতেছেন ;—

মরণের পর আমার প্রাণ অর্থাৎ সপ্তদশাত্মক লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা মুখ্যপ্রাণ পরমাত্মাতে সঙ্গত হউক। প্রাকৃত দেহ প্রকৃতিতেই লীন হউক। সঙ্কল্পাত্মক মানস! আর বৃথা কালক্ষেপ করিও না ; কর্ত্তব্য কার্য্য স্মরণ কর, কৃত কর্ম্ম স্মরণ কর। এই মন্ত্রটির গায়ত্রী ছন্দ ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—দেহ চিরস্থায়ী নহে। প্রাণাপগমে উহার নাশ অবশ্যম্ভাবী। জীবনান্তে পাঞ্চভৌতিক দেহ ভস্মাদিরূপেই হউক বা যে কোনরূপেই পঞ্চভূতেই লয় পাইবে। স্থূল দেহের ন্যায় সূক্ষ্মদেহেরও নাশ আছে। তবে উহা বাসনার বিনাশ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় না, মৃত্যুর পর লোকান্তরগামী আত্মার সহিত লোকান্তরেই গমন করিয়া থাকে। পরে বাসনার বিনাশে উহারও বিনাশ হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই ভক্ত সঙ্কল্পাত্মক মনকে বলিতেছেন, হে মন, আমি এতাবৎকাল তোমার ছন্দানুবর্ত্তন করিলাম। তুমি যখন যাহা কামনা করিলে, আমি তাহারই অনুবর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তুমি এ সময়ে প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় কৃতজ্ঞের ন্যায় কার্য্য কর। তুমি কৃতঘ্ন হইও না। আমি বাল্যাবধি তোমার যে সকল সেবা করিয়াছি, উপকার করিয়াছি, সেই সকল স্মরণ করিয়া প্রত্যুপকারার্থ সযত্ন হও। কার্য্যকালে বৃথা কালহরণ করিও না। আমার প্রত্যুপকারও আর কিছুই নহে, আমি এই অন্তকালের জন্য তোমাকে যে ধ্যানাদি—যে নামাদি অভ্যাস করাইয়াছিলাম, তুমি এক্ষণে তাহাই স্মরণ কর, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট হইবে॥ ১৭ ॥

[বেদার্কদীধিতি]

[মদ্দেহস্থং বায়ুঃ তব পরমব্যোমান্তর্গতং অনিলং অমৃতং ভূয়াৎ। ইদং জড়শরীরং লিঙ্গশরীরঞ্চ জ্ঞানাগ্নিনা ভস্মীভূতং ভবতু ইতি যাচে। হে ক্রতো মনঃ কর্ত্তব্যং স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ইতি পুনর্ব্বচনং আদরার্থং॥ ১৭॥]

আমার শরীরস্থ জড়বায়ু তোমার পরমব্যোমস্থ চিদ্বায়ুরূপ অমৃতত্ত্ব লাভ করুক। আমার স্থূল লিঙ্গ শরীরদ্বয় ভস্মীভূত হউক। হে মন, তোমার কর্ত্তব্য স্মরণ কর। তোমার কৃত বিষয় স্মরণ কর॥ ১৭॥

জড় মুক্তি প্রার্থনা যদিও ভক্তির পক্ষে প্রশস্ত নয় সেবা দ্বাররূপ জ্ঞান মিশ্র ভক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই মন্ত্রে জড় মুক্তি সহকারে ভক্তির স্মৃতি বিধান করিয়াছেন॥ ১৭॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব
বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম॥ ১৮॥

ইতি বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ সম্পূর্ণা॥

ওঁং পূর্ণমদঃ শিষ্যতে॥ ওঁং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

(ঈশোপনিষদ্ভাষ্য)

সাক্ষাৎকারপ্রার্থনানন্তরমগ্নিপ্রতীকং ভগবন্তং মোক্ষং প্রার্থয়তে অগ্নে নয়েতি। আগ্নেয়ী ত্রিষ্টুপ্। হে দেব ক্রীড়াদিগুণবিশিষ্ট হে অগ্নে অগ্নিপ্রতীক ভগবন্ অস্মান্ সুপথা শোভনেন মার্গেণ দেবযানলক্ষনেন নয় গময়। কিমর্থম্—রায়ে ধনায় মুক্তিলক্ষণায়। কীদৃশস্ত্বম্—বিশ্বানি সর্ব্বাণি বয়ুনানি কর্ম্মাণি

প্রজ্ঞানানি বা বিদ্বান্ জানন্। কিঞ্চ জুহুরাণং কুটিলং প্রতিবন্ধকং বঞ্চনাত্মকম্ এনঃ পাপম্ অস্মৎ অস্মত্তঃ সকাশাৎ যুযোধি পৃথক্ কুরু বিযোজয় নাশয়েত্যর্থঃ। ততো বিশুদ্ধায় তে তুভ্যং ভূয়িষ্ঠাং বহুতরাং নমউক্তিং নমস্কারবচনং বিধেম কুর্য্যাম ঈদৃশাভীষ্ট-সাধকস্য তব প্রতিকরণং নমস্কারপরম্পরৈব ন ত্বন্যৎ প্রত্যুপ-করণমস্তীতিভাবঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণবিরচিতং বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্ভাষ্যম্॥

(ভাষ্যরহস্যবিবৃতিটীকা)

সাক্ষাৎকারেতি। অগ্নে নয়েতি। অগস্ত্যদৃষ্টাগ্নেয়দৈবত্যা অন্তে যজ্ঞান্ যোগী স্মারয়তীতি কাত্যায়নস্মরণাৎ। সুপথেতি বিশেষণং দক্ষিণায়নমার্গনিবৃত্ত্যর্থম্। যতো গতাগতলক্ষণেন দক্ষিণায়নমার্গেণ নির্ব্বিণ্না বয়ম্ অতোহগ্নে ত্বাং যাচামহে পুন-র্গমনাগমনবর্জিতেন শোভনমার্গেণাস্মান্ কর্ম্মফলবিশিষ্টান্ নয় সুপথেত্যর্থঃ। জুহুরাণমিতি। হ্বৃ কৌটিল্যে শাণচ্ জুহোত্যাদি-ত্বেন দ্বিত্বাদৌ সতি রূপম্। যুযোধীতি। যু মিশ্রণামিশ্রণয়োরদাদি-ত্বাৎ শব্লোপদ্বিত্বে ছান্দসং হের্ধিত্বম্। যদ্বা হে দেব অগ্নে অস্মান্ সুপথা পুনরাবৃত্তিবর্জিতেনার্চিরাদিমার্গেণ রায়ে মোক্ষাখ্য-বিত্তায় নয় মুক্তিদো ভব। কুতঃ হে দেব আসংসারম্ অস্মদনু-ষ্ঠিতানি বিশ্বানি পূর্ণানি মোক্ষায় পূর্ব্বাপ্তানি বয়ুনানি সৎকর্ম্মাণি বয়ুনমিতি কর্ম্মনামেতি-নিঘণ্টূক্তেঃ। যদ্বা বয়ুনানি শ্রবণমনন-নিদিধ্যাসনরূপাণি জ্ঞানানি ভবান্ বেদ ত্বদ্দত্তয়া বয়ুনয়েতি শ্রীভাগবতে বয়ুনশব্দস্য জ্ঞানার্থকত্বাৎ। ননু প্রারব্ধকর্ম্মভির্বদ্ধস্য তব কথং মোক্ষ ইত্যত আহ অস্মান্ জুহুরাণমস্লান্ কুর্ব্বৎ সংশয়ে পরিবর্ত্তয়দিত্যর্থঃ। হ্বলর চলন ইতি ধাতুঃ। ছান্দসত্বেন হ্বাদিঃ।

ঈদৃশম্ এনঃ পাপম্ অনিষ্টং কর্ম্মেত্যর্থঃ তদস্মদস্মত্তঃ যুযোধি বিযোজয় বয়ঞ্চ তে তুভ্যং ভূয়িষ্ঠাং নমউক্তিং বিধেম। ন চ প্রকারান্তরেণ প্রতিকর্ত্তুং শক্নুম ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীশ্যামলালগোস্বামিসিদ্ধান্তবাচস্পতিকৃতা বাজসনেয়-সংহিতোপনিষদ্ভাষ্যবিবৃতিঃ সম্পূর্ণা।

(সিদ্ধান্তানুবাদ)

পরিশেষে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন ;—

হে অগ্নে! তুমি আমাদিগকে মুক্তির নিমিত্ত সুপথে লইয়া চল। প্রভো, তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই বিদিত আছ। আমাদিগের মালিন্য দূর কর। আমরা বিশুদ্ধির জন্য তোমার চরণে নমস্কার করিতেছি। এই মন্ত্রটির ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—ভগবন্! আমরা অজ্ঞ, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত। কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, আমরা তাহার কিছুই জানি না। তুমি সকলই বিদিত আছ। তোমার অবিদিত কিছুই নাই। তুমি পরম পবিত্র। তোমার নিকট গমন করিতে হইলে পবিত্রতার প্রয়োজন। কিন্তু আমাদিগের এমন কোন সামর্থ্য নাই, যদ্দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিতে পারি। তোমার করুণাই আমাদিগের একমাত্র বল। কৃপা করিয়া আমাদিগকে পবিত্র কর। সুপথ প্রদর্শন কর। তোমার চরণে আশ্রয় প্রদান কর। তুমি আমাদিগকে পবিত্র করিবে বা মুক্তি প্রদান করিবে অথবা তোমার চরণে স্থান দিবে, তজ্জন্য আমরা তোমাকে কি দিব? আমাদিগেরত এমন কিছুই নাই, যাহা আমরা তোমাকে দিতে পারি। তবে তোমার চরণে নমস্কার করিতে পারি না এমন নহে। অতএব তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিতেছি ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

(বেদার্কদীধিতি)

[হে অগ্নে! সুপথা শোভনেন মার্গেণ রায়ে পরমার্থায় মাং নয়। হে দেব! বায়ুনানি প্রজ্ঞানানি বিশ্বানি সর্ব্বাণি বিদ্বান্ জানন্ নয়। কিঞ্চ অস্মৎ জুহুরাণং অবিদ্যা কৌটিল্যং এণঃ পাপং যুযোধিবিনাশয়। বয়ং ভূয়িষ্ঠাং বহুতরাং নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥]

হে অগ্নি সুপথ দিয়া আমাদিগকে পরমার্থ ধনে লইয়া যাও। হে দেব সমস্ত বিশ্বগতি ও প্রযুক্ত প্রজ্ঞান সহিত আমাদিগকে লইয়া যাও। আমাদের যে অবিদ্যা কৌটিল্যরূপ পাপ আছে, তাহা বিনাশ কর। আমরা তোমারে বার বার প্রণাম করি ॥১৮॥

ভাবার্থ। জীব স্বীয় পাপ স্মরণ করিলে তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হয়। তখন পবিত্র পরমেশ্বরকে অগ্নি বলিয়া সম্বোধন করে। অগ্নির পাবকতা শক্তি পরমেশ্বর হইতেই সিদ্ধ। জীব তখন দেখে যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য যুক্ত ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত আর কিছু উপায় নাই। তখন তাহাই প্রার্থনা করে। ঈশ্বর জ্ঞানই জ্ঞান। বিশ্ব জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞান বিজ্ঞান হয়, বিজ্ঞান যুক্ত প্রজ্ঞানই ভক্তি। এতদ্বিজ্ঞায় প্রজ্ঞানং কুর্ব্বীত এই বেদ বাক্য এস্থলে স্মরণীয়। "তচ্ছ্রদ্দধানো মুনয়ো জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং দৃষ্ট শ্রুত গৃহীতয়া ॥" এই ভাগবতে বচনটী ও এস্থলে বিবেচনীয় ॥ ১৮ ॥

বেদার্কদীধিতি রয়ং ভজনপ্রদীপঃ গৌরাঙ্গ ভক্তপদ ভক্তিবিনোদ কেন।
শ্রীগোদ্রুমে দ্বিজপতে শ্চরণ প্রসাদাৎ প্রজ্বালিতঃ সুরভি কুঞ্জ বনান্তরালে ॥

ইতি বাজসনেয় সংহিতোপনিষদি বেদার্কদীধিতিঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কৃত সমগ্র মূল

শ্রীল কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় কৃত

বঙ্গানুবাদ।

শ্রীশ্রীতত্ত্বমুক্তাবলী।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলামতাঃ
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যাহ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসন ॥
শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম দেবর্ষি বাদরায়ণ সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব শ্রীপদ্মনাভ শ্রীমন্নৃহরি মাধবান্ ॥
অক্ষোভ্যজয়তীর্থ শ্রীজ্ঞানসিন্ধু দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধি রাজেন্দ্র জয় ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ং ॥
পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্যব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততোলক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত নিত্যানন্দান্ জগদ্গুরূন্।
দেবমীশ্বর শিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ ॥ ইতি ॥

প্রমেয়রত্নবল্যাংশ্রীবলদেব কৃতৌ।

শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকং ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহা দাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্ বিদ্যাবধূ জীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদম্ পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥ ১ ॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনিনানুরাগঃ ॥ ২ ॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করম্ পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ স্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং ।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেণ মে ॥ ৭ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীকলিযুগপাবনাবতারশ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রবদনাব্জবিগলিতং
শ্রীশ্রীমচ্ছিক্ষাষ্টকং সম্পূর্ণং ।

শ্রীশ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বিরচিত লঘু

তত্ত্বমুক্তাবলী

বা মায়াবাদ শতদূষণী।

অনুগতজনপালঃ ক্রূরভূপালকাল
স্তরুণতরতমালঃ শ্যামলো নন্দবালঃ।
বহুকিরণবিশালঃ সর্ব্বশক্ত্যা বিশালঃ
স জয়তি ধৃতমালঃ পুণ্ড্রকোদ্ভাষিভালঃ ॥১॥

পৌরাণিকোয়ং স্বমতানুসারী
প্রাতঃ পুরাণং পঠতি প্রকামং।
শৃণোতি ভক্তঃ প্রণিধানপূর্ব্বং
গ্রন্থার্থতাৎপর্য্যনিবিষ্টচেতাঃ ॥ ২ ॥

জীবাত্মনো রৈক্যমতং বিহায়
ভেদস্তয়োঃ স্থাপয়তি স্বযুক্ত্যা।
শ্রুতিং স্মৃতিং তত্র বহুপ্রমাণং
কৃত্বানুমানং বহুধা তনোতি ॥ ৩ ॥

জীবোয়ং ব্রহ্মণোভিন্নঃ পরিচ্ছিন্নো যতঃ সদা।
ইত্যাদি বহবো জ্ঞেয়া অনুমানেষু হেতবঃ ॥৪॥

।।।।। সঙ্গিনী ২য় ব, ১ম সংখ্যা।

নন্তু ঘটপটয়ো রৈক্যং ঘটেত প্রমেয়ত্বাৎ।
অনয়োর্নহি নহিতদ্বৎ যস্মাদ্ব্রহ্ম প্রমেয়মেব স্যাৎ ॥৫॥
সাক্ষাৎ তত্ত্বমসীতি বেদ বিষয়ে বাক্যন্তু যদ্বর্ত্ততে
ত্বন্যার্থং কুরুতে স্বকীয়মতবিদ্ভেদেঽর্পয়িত্বা মতিং।
তৎশব্দোঽব্যয়মেব ভেদক ইহ ত্বং ত্বত্র ভেদ্যোয়তঃ
ষষ্ঠীলোপমিতৌ ত্বমেব নহি তদ্বাক্যার্থ এতাদৃশঃ ॥৬॥

সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী ত্রিভুবন মখিলং
হন্ত যস্যেদৃশংতৎ
সর্ব্বেষাং সৃষ্টিরক্ষা লয়মপি কুরুতে
ভ্রুবিভঙ্গেন সদ্যঃ।
অজ্ঞঃ সাপেক্ষ্যদর্শী ত্বমসি স ভগবান্
সর্ব্বলোকৈক সাক্ষী
নানাত্বংবৈ সএকো জড়মলিন তর
স্ত্বংহি নৈবংবিধঃ সঃ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মাহমস্মীতি যদস্তি বাক্যং
জ্ঞেয়া নষষ্ঠী প্রথমৈব তত্র।
দৃষ্টান্ত বাক্যে কথমন্যথাচেৎ
ষষ্ঠীতুবহ্নেরিব বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ৮ ॥

অগ্নিং মানবকং বদন্তি কবয়ঃ পূর্ণেন্দুবিম্বং মুখং
নীলেন্দীবরমীক্ষণং কুচতটং মেরুং করং পল্লবং।

আহার্য্য ভ্রমতোভবেৎ পুনরিয়ং ভেদেপ্যভেদামতিঃ
কর্ত্তব্যা গতিরীদৃশী খলু তথা ব্রহ্মাহমস্মিশ্রুতেঃ ॥৯॥

যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গা
স্তথা বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধি
স্ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব ॥১০॥

জ্ঞানঞ্চাজ্ঞানমেবদ্বয় মিহ বিদিতং
সর্ব্বশাস্ত্রান্তরালে
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ বিদ্যা তদনু তদিতরা
পৃষ্ঠলগ্না বিভাতি।
এবং সর্ব্বত্র যুগ্মং ভবতি খলু তথা
ব্রহ্মজীবৌ প্রসিদ্ধৌ
কস্মাদৈক্যং তয়োঃ স্যাদকপট মনসা
হন্ত সন্তোবদন্তু ॥ ১১ ॥

যস্মাৎ শ্রীপরমেশ্বরস্য নিখিলাধারস্য মায়াবিনো
জীব ত্বং প্রতিবিম্ব এব ভগবান্ বিম্বঃ স্বয়ং রাজতে।
একঃখে খলু চন্দ্রমা বহুবিধ স্তোয়াদিকে দৃশ্যতে
তদ্বিম্বপ্রতিবিম্বয়ো রিবভিদা জীবত্বয়া ব্রহ্মণঃ ॥১২॥

অপ্রমেয় মবিতর্ক্যমনীহং
ব্রহ্মতৎ কথিতমাগম বাক্যৈঃ।

গোচরোসি মনসো বচসস্ত্বং
ব্রহ্মণা তব কথং ভবিতৈক্যং ॥ ১৩ ॥

মায়াবাদ মতান্ধকার মুষিত প্রজ্ঞোসি যস্মাদহং
ব্রহ্মাস্মীতি বচো মুহুর্বদসি রে জীব ত্বমুন্মত্তবৎ।
ঐশ্বর্য্যং তব কুত্র কুত্র বিভুতা সর্ব্বজ্ঞতা কুত্র তে
তন্মেরোরিব সর্ষপেণহি তুলা জীবত্বয়া ব্রহ্মণঃ ॥১৪॥

পরিচ্ছিন্নো জীব ত্বমসি সখলু ব্যাপকতম
স্ত্বমেকত্র স্থাতা ভবসি সহি সর্ব্বত্র সততং।
সুখী দুঃখী ত্বং রে ক্ষণিক স সুখী সর্ব্বসময়ে
কথং সোহং বাক্যং বদসি বত লজ্জাং ন কুরুষে ॥১৫॥

কাচঃ কাচো মণিরপি মণিঃ শুক্তিরেবাস্তি শুক্তিঃ
রূপ্যং রূপ্যং ন ভবতি কদা ব্যত্যয়ং জ্ঞানমেষাং।
অন্যেষান্তুস্ফুরতি যদিয় জ্ঞান মন্যত্র তদ্বৎ
ভ্রান্ত্যা জীবঃ প্রবদতি তথা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং ॥১৬॥

তৎশব্দার্থঃ প্রকট পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধি
স্ত্বংশব্দার্থো ভবভয়ভরব্যগ্রচিত্তোতিদুঃখী।
তস্মাদৈক্যং ন ভবতি তয়োর্ভিন্নয়োর্বস্তুগত্যা
ভেদঃ সেব্যঃ সখলু জগতাং ত্বংহিদাস স্তদীয়ঃ ॥১৭॥

শব্দে ব্রহ্মণি বক্তব্যে ব্যাপারো নাভিধা ভবেৎ।
শক্তির্নাস্তি যতস্তস্য লক্ষণা তেন কথ্যতে ॥ ১৮ ॥

এবঞ্চেল্লক্ষণা কস্মাৎ শক্য সম্বন্ধজা যতঃ।
সম্বন্ধ স্তত্র কেনস্যাদসঙ্গাদ্বৈত বস্তুনি ॥ ১৯ ॥

মুখ্যার্থ বাধে সহতেন যোগে
প্রয়োজনাদ্বাপ্যথ রূঢ়িতোবা।
বৃত্ত্যায়য়ান্যঃ খলুলক্ষ্যতের্থঃ
সালক্ষণাস্যাত্রিতয়ঞ্চ হেতুঃ ॥২০॥

অভিধা নাস্তি চেৎ কস্মাল্লক্ষণা তত্র জায়তে।
আদাবেকত্র বাধঃস্যাৎ পশ্চাদন্যত্র লক্ষণা ॥ ২১ ॥
নাঙ্গীকৃতাভিধা যস্য লক্ষণাতস্য নোভবেৎ।
নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা ন পুত্রো জনকং বিনা ॥২২॥
কুন্তাঃ খড়গা ধনুর্বাণাঃ প্রবিশন্ত্যত্র লক্ষণা।
স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপো যতো গতিরচেতনে ॥ ২৩ ॥
গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র পরার্থে স্ব সমর্পণং।
ঘোষাধিকরণং ন স্যান্ন গঙ্গা জলরূপিণী ॥ ২৪ ॥

তাদ্রূপ্য মায়ু র্ঘৃত মেব জাতং
যদায়ু রেবেদ মভেদ বুদ্ধিঃ।
বাক্যার্থ বোধো ভ্রমতোপচারা-
দৈক্যন্তুনো বাস্তবমেব জাতং ॥ ২৫ ॥

অদ্বৈতং স্থাপিতং যত্নাল্লক্ষণা সমুপাশ্রিতা।
শক্যোলক্ষ্যশ্চ সম্বন্ধ স্ততস্ত্রিতয় মাগতং ॥ ২৬ ॥

নাভিধা সমতা ভাবাদ্ধেত্বভাবাচ্চ লক্ষণা।
মায়াবাদিমতে ব্রহ্ম বোধ্যতে কেন হেতুনা ॥২৭॥
তং হেতুং মুখ্যয়া বৃত্ত্যা জগৎ কর্ত্তেতি কথ্যতে।
সকর্ত্তৃকত্ব মেতেষামনুমানাচ্চ সিধ্যতি ॥ ২৮ ॥

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
প্রমেয় মাস্তে খলু তত্র তত্র।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈ রহমেব বেদ্যো
বেদ স্তুতস্তদ্বিষয়ী করোতি ॥ ২৯ ॥

সত্যং ত্বসত্যপিজ্ঞান মর্থে শব্দঃ করোতিহি।
কিমুত ব্রহ্মণীশানে সচরাচর কর্ত্তরি ॥ ৩০ ॥

বাচো নিবৃত্তা মনসা সহেতি
তস্যায়মর্থঃ কুরুতে শৃণুধ্বং।
হৃদা সমং তদ্বিষয়ী করোতি
ততো নিবৃত্তাহনবগাহ্য ভাবাৎ ॥৩১॥

অগোচরং মনো বাচা মিতি শব্দাৎ প্রতীয়তে।
শব্দস্যৈব ততো বাচ্যং ন চ শব্দঃ সখঞ্জতি ॥ ৩২ ॥
শব্দ ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
ইত্যাদি মুনিবাক্যন্তু ভ্রান্তং প্রলপিতং নহি ॥৩৩॥
সচ্চিদানন্দ শব্দানাং সাক্ষাতো ব্রহ্মণি ধ্রুবং।
যথা ঘটপটাদীনাং তত্তদর্থাবলোকনং ॥ ৩৪ ॥

প্রযোজ্য প্রেরকোক্তিভ্যাং সাক্ষাতো গ্রহ ঈরিতঃ।
আরোপাদ্বাগ্রতঃ পশ্চাদ্ব্যুৎপন্নো বালকো ভবেৎ॥৩৫॥
শ্রবণাদ্গুরু বাক্যানাং শাস্ত্রাভ্যাসাৎ পুনঃ পুনঃ।
ব্রহ্মাদি পদসাক্ষাতঃ শিষ্যস্যোৎপদ্যতে ধ্রুবং॥৩৬॥

কর্ত্তৃত্বসিদ্ধৌ পরমেশ্বরস্য
শরীর সিদ্ধিঃ স্বতএব জাতা।
ঘটাদি কার্য্যেষ্বপি দৃশ্যতে স্ম
কর্ত্তা শরীরী খলু নাহশরীরী॥ ৩৭॥

যদ্যস্তিদেহঃ পরমেশ্বরস্য
তদাস্মদাদি প্রতিমো হি স স্যাৎ।
ব্যাপারবত্ত্বে সতি কর্ত্তৃকানাং
কিঞ্চিদ্বিশেষং ন বিলোকয়ামঃ॥৩৮॥

তৎকথ্যতে ভগবতো মহদন্তরং যৎ
কুদ্দাল দাত্র হলপাণি ভৃতাং জনানাং।
এতে ষড়ূর্ম্মি বিবশাঃ শ্রমভারখিন্না
ভ্রূভঙ্গমাত্র বিষয়ে সকরোতি সর্ব্বং॥ ৩৯।

অকর্ত্তু মন্যথা কর্ত্তুং কর্ত্তুং প্রভবতি প্রভুঃ।
অতস্তয়োর্বিজানীয়াদন্তরং মহদন্তরং॥ ৪০॥

যদ্যস্তি ভোগায়তনং শরীরং
লোকে প্রসিদ্ধং তদপি প্রকামং।

লক্ষ্মীপতিত্বাদ্ভগবচ্ছরীরে
ন্যূনং ন কিঞ্চিৎ ঘটতে সমগ্রং ॥ ৪১ ॥
যদ্ যচ্ছরীরং তদদিষ্ট যুক্ত
মেতাদৃশী ব্যাপ্তিকরা কৃতাচেৎ।
তদস্মদাদি প্রবলৈ রদিষ্টৈঃ
সংপ্রেরিতোয়ং খলু সর্ব্ব কর্ত্তা ॥৪২॥
যদ্ যচ্ছরীরং তদনিত্যমেব
ব্যাপ্তিস্ততোপীশ্বর নিত্যদেহঃ।
সর্ব্বত্র দৃষ্টা খলু ভূরনিত্যা
নিত্যা যথা সা পরমাণুরূপা ॥ ৪৩ ॥
নাদিষ্ট মেকস্য জনস্য কস্মা-
দন্যত্রলগ্নং ভবতীতি বাচ্যং।
যস্মাদ্বিজগ্রাহশুভাশুভাভ্যা
মতিত্বরাবান্ খলু চক্রপাণিঃ ॥ ৪৪ ॥
শ্রুতং পুরাণে জগদীশ্বরস্য
নাভ্যম্বুজাৎ সর্ব্বমিদং বভূব।
শরীর সিদ্ধিস্তত এব জাতা
নাভিঃ কথং হন্ত বিনা শরীরং ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়াস্বাদ্যমতিপ্রসিদ্ধ
শরীর মীশস্যহি ষড়্গুণাঢ্যং।

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরধিগম্যমানং
যৎপাদশৌচোদকমেব গঙ্গা ॥ ৪৬ ॥
অধর্ম্মবৃদ্ধিঃ খলু ধর্ম্মহ্রাসো
যদা যদা কাল বশাদুপৈতি।
তদা তদা সাধুজনস্য রক্ষা
মসাধুনাশং ভগবান্ করোতি ॥ ৪৭ ॥
অবতারাবতারিত্বাদীশোপি দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ।
ভক্তাভক্ত বিভেদেন জীবোপি ভবতি দ্বিধা ॥৪৮॥
তত্রৈব কেচিৎ পরমেশ্বরস্য
বদন্তি জীবং প্রতিবিম্বমেব।
মতন্তু তেষাং ঘটতে ন সম্যগ্
যতো ব্যবস্থাপয়িতুং ন শক্যং ॥ ৪৯ ॥
তথাহি কস্মাৎ প্রতিবিম্বতা স্যাৎ
তস্যাপরিচ্ছিন্ন নিরঞ্জনস্য।
জড়স্য কস্মান্নিগমোক্ত ধর্ম্মা-
ধর্ম্মৌ তু তত্তৎ সুখদুঃখ ভোগং ॥ ৫০ ॥
প্রতিবিম্বং ভবেন্ন্যূনং পরিচ্ছিন্নস্য বস্তুনঃ।
অপরিচ্ছিন্নতা যস্য তস্য তদ্ভবতি কথং ॥ ৫১ ॥
রামানুজঃ শিষ্টগণাগ্রগণ্যো
নিনিন্দ বিম্বপ্রতিবিম্ববাদং।

শিষ্টৈ র্গৃহীতং ন মতন্তু যস্মাৎ
তস্মাৎ ভবেচ্চারুতরন্তু ন্যূনং ॥ ৫২ ॥
তয়োরনাদি ভেদোস্তি দ্বাসুপর্ণাবিতি শ্রুতেঃ।
সখায়াবিতিনির্দ্দেশাদৈক্যন্তু ঘটতে কথং ॥ ৫৩ ॥
ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী ব্রহ্মণ্যাত্মন ঈক্ষণাৎ।
শোকাদি বিনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ফলং নৈক্যং কদাচন ॥৫৪॥
অহমেব খলু ব্রহ্ম ব্রহ্মণস্ত্বাত্মনীক্ষণাৎ।
পরোক্ষ বিনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ফলং নৈক্যং কদাচন ॥৫৫॥
একাগ্রবুদ্ধ্যা পরিশীলনেন
ব্রহ্মৈব স স্যাদিতি নৈব বাচ্যং।
কিঞ্চিদ্গুণস্ত্বেব ভবেৎ প্রবেশো
যৎকীট ভৃঙ্গাদিষু দৃষ্টমিত্থং ॥ ৫৬ ॥
ভক্ত্যা সদা ব্রাহ্মণপূজনেন
শূদ্রোপি ন ব্রাহ্মণতামুপৈতি।
কিঞ্চিদ্গুণস্ত্বেব ভবেৎ প্রবেশো
ন ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ খলু শূদ্রজাতিঃ ॥ ৫৭ ॥
শ্রীসূত্রকারেণ কৃতো বিভেদো
যৎ কর্ম্ম কর্ত্তুর্ব্যপদেশ উক্তঃ।
ব্যাখ্যা কৃতা ভাষ্যকৃতা তথৈব
গুহাং প্রবিষ্টাবিতি ভেদ বাক্যৈঃ ॥ ৫৮ ॥

স্মৃতেশ্চ হেতোরপিভিন্ন আত্ম

নৈসর্গিকঃ সিধ্যতি ভেদ এব।

নচেৎ কথং সেবক সেব্য ভাবঃ

কণ্ঠোক্তি রেষা খলু ভাষ্যকর্ত্তুঃ ॥ ৫৯ ॥

অহং সুখী ক্বাপি ভবামি দুঃখী

সুখস্বরূপী সততং স আত্মা।

এবং হি ভেদঃ কথমৈক্য মেব

তয়োর্দ্বয়োর্ভিন্ন পদার্থয়ো র্যৎ ॥ ৬০ ॥

নিত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনাবৃতোসা

বতীব শুদ্ধোজগদেকসাক্ষী।

জীবস্তুনৈবং বিধ এব অস্মা-

দভেদ বৃক্ষোপরিবজ্রপাতঃ ॥ ৬১ ॥

জীবাত্মনো যে প্রবদন্ত্যভেদং

তেষাং মতে দ্বন্দ্বসমাসবাধঃ।

উদাহৃতং বাগ্‌দৃষদাদি রূপং

দ্বন্দ্বোহি ভেদে ন কদাপ্যভেদে ॥ ৬২ ॥

অভেদে জায়তে নূ্যনং সমাসঃ কর্ম্মধারয়ঃ।

সামানাধিকরণ্যেন নীলোৎপলমুদাহৃতং ॥ ৬৩ ॥

অন্নং ব্রহ্মেতি বাক্যানাং যথা তিষ্ঠন্তি ভূরিশঃ।

তথা ব্রহ্মাহমস্মীতি বিজ্ঞেয়োপাসনা পরা ॥৬৪॥

ভেদেপ্যভেদেপি বহূনি সন্তি
বাক্যানি ন্যূনং নিগমে পুরাণে।
মাৎসর্য্য মুৎসৃজ্য বিচার্য্য তথ্যং
পথ্যং শরীরং প্রবদন্তি ধীরাঃ ॥ ৬৫ ॥

ভ্রান্ত প্রতারিতমতে ননু জীব রে ত্বং
ব্রহ্মাহমস্মিবচনং কুরুদূর মাস্যাৎ ॥
তত্ত্বং কথং ভবসি দৈবহত প্রকামং
সংসারদুস্তরমহার্ণবমধ্যমগ্নঃ ॥ ৬৬ ॥

লক্ষ্মীকান্তঃ প্রকটপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধিঃ
সেব্যো রুদ্রপ্রভৃতি বিবুধৈর্যস্য পাদাম্বু গঙ্গা।
সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং সৃজতি নিখিলং ভ্রূবিভঙ্গেন সদ্যঃ
সোহং বাক্যং বদসি বত রে জীবরঙ্কো ন রাজা ॥৬৭॥

যেন ব্যাপ্তমখণ্ডমণ্ডলমিদং ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডাদিকং
রে রে মন্দমতে ত্বয়া কথমহো সোহং বচঃ কথ্যতে।
কস্য ত্বং কুত আগতঃ কথমরে সংসারবন্ধক্লম
স্তত্ত্বং তৎপরিচিন্তয় স্বহৃদয়ে ভ্রান্তস্য মার্গং ত্যজ ॥৬৮॥

সোহং মাবদ সেব্যসেবকতয়া নিত্যং ভজ শ্রীহরিং
তেন স্যাৎ তব সদ্গতির্ধ্রুবমধঃপাতো ভবেদন্যথা।
নানাযোনিষু গর্ভবাস বিষয়ে দুঃখং মহৎ প্রাপ্যতে
স্বর্গে বা নরকে পুনঃপুনরহো জীব ত্বয়া ভ্রাম্যতে ॥৬৯॥

সোহং জ্ঞানমিদং ভ্রমস্তব ভজ ত্বং পাদপাদ্মং হরে
স্তস্যাহং কিল সেবকঃ সভগবাংস্ত্রৈলোক্যনাথো যতঃ।
অদ্বৈতাখ্যমতং বিহায় ঝটিতি দ্বৈতে প্রবৃত্তো ভব
স্বান্তে সম্প্রতিবিদ্যতে যদি হরাবেকান্তভক্তিস্তদা॥৭০॥
বাক্যং নারদপঞ্চরাত্রবিষয়ে নান্যত্র সর্ব্বত্র চ
জ্ঞাত্বা বৈষ্ণবতন্ত্রসূত্রমখিলং নির্ণীয়তাং যদ্ধিতং।
শক্তা জ্ঞাতু মহো ন ভেদমনয়ো র্জীবাত্মনো র্দুর্জ্জনো
মায়াবাদদুরাগ্রহ গ্রসিতধীস্তত্রৈব হেতু র্মহান্॥৭১॥
পিত্তাধিক্যবতাং যথৈব রসনা খণ্ডস্থিতাং মাধুরীং
শংখস্থাং কিল কাচ কামলবতাং নেত্রে যথা শুক্লতাং।
মাত্রাচিন্তিত চেতসামিবমলাং স্বচ্ছং হরেঃ কীর্ত্তনং
জ্ঞাতুং দৃষ্টু মবৈতুমত্র খলু নো যাতে যথৈব ক্রমাৎ॥৭২॥

যস্যৈব চৈতন্য লবেন জীব
জাতোসি চৈতন্যবতো বরেণ্যঃ।
মাব্রূহি সোহং শঠকঃ কৃতঘ্না-
দন্যঃ পদং বাঞ্ছতি হন্ত ভর্ত্তুঃ॥ ৭৩॥

ন্যস্তঃ শ্রীপরমেশ্বরেণ কৃপয়া চৈতন্য লেশং ত্বয়ি
ত্বং ত্বস্মাৎ পরমেশ্বরঃ স্বয়মহো নায়াতি বক্তুং শঠ।
লব্ধ্বাকশ্চন দুর্জ্জনঃ খলু যথা হস্ত্যশ্বপাদাতকং
ভূপাদেব তদীয় রাজপদবীং চক্রে গৃহীতুং মনঃ॥৭৪॥

মায়া যস্য বশং গতা বলবতী ত্রৈলোক্য সম্মোহিনী
বিজ্ঞেয়ঃ প্রভুরীশ্বরঃ স ভগবানানন্দ সচ্চিদ্ঘনঃ।
যস্তস্যা বশমাগতঃ খলু নসি প্রেতোস্রকল্পঃ সদা
জ্ঞাতব্যঃ সহিজীব ইত্থমনয়োরস্ত্যেব ভেদো মহান্॥৭৫॥

জ্ঞাত্বা সাংখ্যকণাদগোতমমতং পাতঞ্জলীয়ং মতং
মীমাংসামতভট্টভাস্করমতং ষড়্‌দর্শনাভ্যন্তরে।
সিদ্ধান্তং কথয়ন্তু হন্ত সুধিয়ো জীবাত্মনো র্বস্তুতঃ
কিম্ভেদোঽস্তি কিমেকতা কিমুভবে-
দ্ভেদেপ্যভেদস্তয়োঃ ॥ ৭৬ ॥

শাস্ত্রেষু পঞ্চসু ময়া খলু তত্র তত্র
জীবাত্মনোরতিতরাং শ্রুতএব ভেদঃ।
বেদান্তশাস্ত্রবিষয়ে কিমিদং শৃণোমি
ভেদং ততোঽন্যদুভয়ং ত্রিবিধং বিচিত্রং ॥ ৭৭ ॥

স্বাতন্ত্র্যযোগাদ্ভবতি স্বতন্ত্রো
বিশ্বস্য কর্ত্তা জগদীশ্বরোঽয়ং।
জীবঃ পরাধীনতয়াপ্রসিদ্ধঃ
কথং তয়োরৈক্যমহো বদন্তি ॥ ৭৮ ॥

নানারসা মধুর ভিন্নতয়া তরূণাং
সন্তি ত্রিদোষহরণং কথমন্যথা চেৎ।

জীবাস্তথা ভবতি যে প্রলয়ে বিলীনা-
নৈক্যং গতাঃ খলু যতঃ পৃথগেব সৃষ্টৌ ॥ ৭৯ ॥

নদীসমুদ্রয়োর্ভেদঃ শুদ্ধোদলবণোদয়োঃ।
তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ বিলক্ষণ গুণান্বিতৌ ॥ ৮০ ॥

নদ্যঃ সমুদ্রেমিলিতাঃ সমন্তা-
ন্নৈক্যং গতা ভিন্নতয়া বিভান্তি।
ক্ষীরোদশুদ্ধোদকয়ো র্বিভেদা
দাস্তে তয়োর্বাস্তব এব ভেদঃ ॥ ৮১ ॥

দুগ্ধেতোয়ং মিলিতমপরে নৈব পশ্যন্তি ভেদং
হংসস্তাবৎ সপদি কুরুতে ক্ষীরনীরস্য ভেদং।
এবং জীবা লয়মধিপরে ব্রহ্মণা যে বিলীনা
ভক্তা ভেদং বিদধতি গুরোর্বাক্যমাসাদ্য সদ্যঃ ॥৮২॥

দুগ্ধে দুগ্ধং জলমপিজলে মিশ্রিতং সর্ব্বথা তৎ
নৈক্যং প্রাপ্তং নিয়তমনয়োর্ম্মানমস্ত্যেব যস্মাৎ।
এবং জীবাঃ পরমপুরুষে ধ্যানযোগাদ্বিলীনা
নৈক্যং প্রাপ্তা বিমলমতয়ঃ সন্ত এবং বদন্তি ॥ ৮৩ ॥

কেচিদ্বাদবলাঃ কুতর্ক জলধৌ মগ্নাঃ কুমার্গে রতাঃ
মিথ্যা জল্পন কল্পনা শতযুতা ভ্রান্তা জগদ্ভ্রামকাঃ।
ব্রহ্মৈবাহমিদং চরাচরমিতি ব্রহ্মৈব দৃশ্যাখিলং
প্রাহুর্যত্তদসন্মনোরথ ইতি ব্যাখ্যাতমত্র স্ফুটং ॥৮৪॥

সকলমিদমহঞ্চ ব্রহ্মভূতং যদিস্যা
মহহ খলু তদাস্যাদাবয়োরৈক্যমেব।
তব ধন সুত দারা মামকীনাস্তদাস্যু
র্মম চ তব ভবেয়ুর্নাবয়োরস্তি ভেদঃ ॥ ৮৫ ॥

বিধির্নিষেধশ্চ তদা কথং স্যা-
দৈক্যং যতো নাস্তি চ বর্ণ ভেদঃ।
নির্ণীতমদ্বৈতমতং ত্বয়া চেদ্
বৌদ্ধৈস্তদা কো বিহিতোঽপরাধঃ ॥ ৮৬ ॥

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানা-
জ্জীবাভিধানাদপি ভিন্ন আত্মা।
ইতীরিতো ভেদরতে তৃতীয়-
স্কন্ধে পুরস্তাৎ কপিলেন মাতুঃ ॥ ৮৭ ॥

যে ধ্যায়ন্তিগুরূপদিষ্টপদবীমালম্ব্য শূন্যালয়ে
শূন্যান্তঃকরণেন শূন্য মখিলং শূন্যঞ্চ তদ্দৈবতং।
কিং বাচ্যং বহু তত্র শূন্যবিষয়ে নোবাক্য বৃত্তির্যত
স্তেষাং শূন্যধিয়াং ভবেৎ ফলমপি প্রায়েণ শূন্যং কিল॥৮৮॥

শূন্যবাদস্য নিন্দায়াং ভারতে ব্যাসভাষিতং।
তেষাং তমঃ শরীরাণাং তম এব পরায়ণং ॥ ৮৯ ॥
কপিলেন তদুদ্দিষ্টং শূন্য রশ্মিপরং পুরং।
তদেব ভারতে পশ্চাদ্ব্যাসেন সমুদাহৃতং ॥ ৯০ ॥

নৈর্গুণ্যবাদো গুণসাগরেঽপি
তেষামহো গড্ডরিকাপ্রবাহঃ।
সূত্রস্য ভাষ্যং পৃথগেব কৃত্বা
প্রতারয়ন্তি স্বমতপ্রপন্নান্॥ ৯১॥
ঐশ্বর্য্য কর্ত্তৃত্বমুখাঃ সমগ্রা
নিত্যা গুণাস্তে পরমেশ্বরস্য।
ততোবিভুর্নির্গুণ এব কস্মাৎ
নৈর্গুণ্যবাদস্তু বিবাদ এব॥ ৯২॥

জ্ঞানেচ্ছাকৃতিমানয়ং স ভগবান্ নির্ধর্ম্মকত্বং কুতো
বেদৈর্বা প্রতিপাদ্যতে কথমহো নির্ধর্ম্মকশ্চেত্তদা।
নৈর্গুণ্যং গুণসাগরে নিগদিতুং তুষ্ণীং কথং স্থীয়তে
স্বীয়ান্তঃকরণেবিচার্য্যভবতা নির্ণীয়তাং যদ্ভবেৎ॥৯৩॥

প্রতীয়তে ক্বাপি ন বেদ লোকে
নির্দ্ধর্ম্মকং বস্তু খপুষ্পতুল্যং।
প্রতীতিরাস্তে যদি তস্য বেদা-
দ্বেদাঃ প্রমাণং খলুনো তদা স্যাৎ॥ ৯৪॥

প্রস্তরো যজমানো বৈ যথাত্র যজ্ঞ সাধনং।
ধর্ম্মবাধে তথাত্রাপি নির্দ্ধর্ম্মস্তৎপ্রতীয়তে॥ ৯৫॥
ন ধর্ম্মে ধর্ম্মভাবস্তু কুত্রাপি ভবতা কৃতং।
বাধে কল্পিতধর্ম্মস্য বোধঃ সর্ব্বত্রজায়তে॥ ৯৬॥

।।।।। সঙ্গিনী ২য় ব, ৩য় সংখ্যা।

নির্ধর্ম্ম ব্রহ্মবোধে নো সত্যাদেরনুকূলতা।
স সত্যধর্ম্ম ইত্যাদৌ প্রতিকূলত্বমাগতং ॥ ৯৭ ॥
কিঞ্চ কস্মিংশ্চ ধর্ম্মিত্বে সিদ্ধে সিধ্যতি কল্পনা।
শুক্তীরজতমিত্যাদৌ প্রসিদ্ধং রজতং ভবেৎ ॥ ৯৮ ॥
আত্মাপাদানকং বিশ্বং অবিদ্যা কল্পিতং ভবেৎ।
কেচিদ্বিবর্ত্তমিচ্ছন্তি তন্ন হৃদ্যতরং সমং ॥ ৯৯ ॥
মিথ্যাভূত মিদং বিশ্বমিতি বক্তুং ন শক্যতে।
নিত্যক্রীড়াপ্রবৃত্তস্য ক্রীড়াভাণ্ডং যতো হরেঃ ॥ ১০০ ॥

ন স্বপ্নতুল্যো ভবতি প্রপঞ্চঃ
স্বপ্নস্তু নিদ্রা খলু ভূরিদোষং।
ভুক্তঞ্চ পীতং নহি তত্র তৃপ্ত্যৈ
জাগ্রদ্দশায়াং কুরুতে চ তৃপ্তিং ॥ ১০১ ॥
যদ্যেব মিথ্যা পরিদৃশ্যমান
মর্থ ক্রিয়াকারি তদা কথং স্যাৎ।
ঘটেন তোয়াহরণন্তু জাতং
মিথ্যা ন তন্নশ্বরমেব ন্যূনং ॥ ১০২ ॥

মিথ্যাভূতং যদিদমখিলং সর্ব্বমেতদ্বিরুদ্ধং
প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি কথিতং ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরুদ্ধং।
এতে চৌরাঃ কিমিতি ধরণীনায়কেনাপি দণ্ড্যা
মায়াবাদী স শপথবতো বক্তিবর্ণন্তু মিথ্যা ॥ ১০৩ ॥

স্রগ্‌ভোগিভোগোপমমেব বক্তুং
ত্বয়া প্রপঞ্চঃ খলু শক্যতে নো।
বিশেষ দৃষ্ট্যা ননু নাত্র বাধঃ
প্রবাহ নিত্যং সততং বিভাতি ॥ ১০৪ ॥
অয়ং প্রপঞ্চঃ খলু সত্য ভূতো
মিথ্যা নচ শ্রীপতি সংগ্রহেণ।
শুদ্ধত্ব মেতস্য নিবেদনেন
স্বর্ণং যথা রাজতি ধাতু জাতং ॥ ১০৫ ॥
বৈরাগ্য ভোগাবিতি ভক্তিমধ্যে
স্থিতাবুদাসীনতয়া খলু দ্বৌ।
মহাপ্রসাদ গ্রহণন্তু নিত্যং
ভোগঃ কদাচিৎ খলু ভক্তিরেব ॥ ১০৬ ॥
অত্যন্তাভিনিবেশেন ভোগী তু বিষয়ং ভবেৎ।
বিরাগস্তদভাবেপিস্যাদেব পরমার্থতা ॥ ১০৭ ॥
সৎসঙ্গেন পুনঃ পুনর্ভগবতো লীলা কথাবর্ণনাৎ
শুদ্ধপ্রেমবিশুদ্ধভক্তিলহরী চেতঃসরস্যামভূৎ।
অদ্বৈতন্তু মতং বিহায় সহসা দ্বৈতে প্রবৃত্তা বয়ং
লক্ষ্মীকান্তপদারবিন্দযুগলে স্বৈরং ভজামো বয়ং ॥ ১০৮॥
অস্তি লোক বিষয়ে ব্যবহারো
রাজকীয় পুরুষঃ খলু রাজা।

ব্রহ্মজীব বিষয়েপি তথৈব শ্রূয়তে
হি বিবিধাগমমার্গং ॥ ১০৯ ॥

যস্মিন্নুৎপত্তিমায়াৎ ত্রিভুবনসহিতং
চন্দ্রসূর্য্যাদিসর্ব্বং
যস্মিন্নাশান্ত মান্তে ব্রজতি চ বিলয়ং
স্ব স্ব কালেন যস্মিন্।
বেদৈ ব্র্ হ্মাপি বক্তুং প্রভবতি ন কদা
যং গুণাতীত মীশং
সোঽহং বাক্যন্তু কস্মাদুপদিশসি গুরো
মন্দভাগ্যায় মহ্যং ॥ ১১০ ॥

সূক্ষ্মস্থূলসমস্তজন্তুসহিতং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদিকং
পক্বোড়ুম্বর মধ্যলভ্যমশক শ্রেণীব যস্মিন্নভূৎ।
যস্মিন্নাপ্রলয়ঞ্চ তিষ্ঠতি নহি প্রাপ্নোতি যস্মিন্নহো
সোঽহং বাক্যমিদং মদীয় বদনা-
দায়াতি কস্মাদ্গুরো ॥ ১১১ ॥

যস্য শ্রীপরমেশ্বরস্য কৃপয়া মূকোপি বাচালতাং
পঙ্গুঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনেঽখিল মহো সামর্থ্যমেতি ক্ষণাৎ।
জন্মান্ধোপ্যরবিন্দ সুন্দর দৃশোদ্বন্দং কিমন্যৎ পরং
বন্দে নন্দকিশোরমিন্দুবদনং তং ভক্তচিন্তামণিং ॥ ১১২॥

কালঃ প্রশস্তোঽনন্তো বা বিষ্ণুভক্তফলং মহৎ
মদ্গুণগ্রাহকঃ কশ্চিৎ কদাচিদ্ভবিতা ভুবি ॥ ১১৩ ॥

শ্রীনারায়ণ ভট্টবর্য্য সবিধে তদ্ভক্তি ভূষাভিধং
সাঙ্গোপাঙ্গমধীত্য ভক্তকৃপয়া জ্ঞানং রহস্যব্রজং।
ভক্ত্যাধার তয়া যথামতি শতশ্লোকী নিবদ্ধা ময়া
জীবব্রহ্মবিভেদ তত্ত্ববিষয়ে সদ্বাক্যমুক্তাবলী ॥১১৪॥

বয়মিহ যদি দুষ্টং প্রোক্তবন্তঃ প্রমাদাৎ
তদখিলমপি বুদ্ধা শোধয়ন্তু প্রবীণাঃ।
স্খলতি খলু কদাচিদ্ গচ্ছতো হস্তপাদঃ
ক্বচিদপি বদ বক্তা বক্তি মোহাদ্বিরুদ্ধং ॥১১৫॥

গুণিগণগুম্ফিতকাব্যে মৃগয়তি খলো
দোষং ন জাতুগুণং।
মণিময় মন্দির মধ্যে পশ্যতি
পিপীলিকা ছিদ্রং ॥ ১১৬ ॥

যে মৎসরা হতধিয়ঃ খলুতে চ দোষং
পশ্যন্তু নাগমনয়ন্তু গুণং গুণজ্ঞাঃ।
আলোকয়ন্তি কিল যে চ গুণং ন দোষং
তে সাধবঃ পরমমী পরিতোষয়ন্তু ॥ ১১৭ ॥

পূর্ণানন্দ কবেঃ কৃতি র্ভগবতো
জীবস্য ভেদা শ্রিতা
তত্ত্বাতত্ত্ব বিবেক বাক্য সুভগা
শ্রীবিষ্ণুভক্তির্মতা।

সাধ্বী মুগ্ধপদ প্রবন্ধ মধুরা

তৎপঠ্যতাং শ্রূয়তাং

ভো ভো ভাগবতোত্তমা মনসি

চেদ্ভক্তির্ভবেদ্বাঞ্ছিতা ॥ ১১৮ ॥

নানালঙ্কারযুক্তা মৃদুমধুর পদ

ন্যাস সম্বর্দ্ধিতশ্রীঃ

পীযূষ প্রখ্যবাক্য প্রকর সুললিতা

চারুসর্ব্বোদ্বলাঙ্গী।

বিজ্ঞানন্দৈক ভূমির্গুণগণ সুভগা

দোষলেশেন হীনা

ভক্তানাং কণ্ঠদেশে নিবসতু সততং

তত্ত্বমুক্তাবলীয়ং ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীমধ্বাচার্য্য বিরচিতা

শ্রীশ্রীতত্ত্বমুক্তাবলী সম্পূর্ণা।

তত্ত্বমুক্তাবলী

বা মায়াবাদ শতদূষণী।

শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ কৃত

বঙ্গানুবাদ।

অনুগত জনের পালয়িতা, ক্রূররাজাদিগের কালস্বরূপ, তরুণ তমালের ন্যায় শ্যামবর্ণ, অনন্ত-কিরণ বিশিষ্ট, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র সমুজ্জ্বলিতললাট, বৈজয়ন্তীমালা পরিশোভিত শ্রীনন্দ-নন্দন জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ১ ॥

পুরাণ শাস্ত্রই বেদের যথার্থ অর্থ প্রকাশক। উপনিষদাদি বেদে যে পরমতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, পরাশর বেদব্যাসাদি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীয় স্বীয় পুরাণে তাহাই সরল ভাষায় ভাষ্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই সৎ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। এই পৌরাণিক তাহাকে স্বমত জানিয়া প্রত্যহ তদনুসারে শ্রীমদ্ভাগ-বতাদি পুরাণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। গ্রন্থার্থের তাৎপর্য্যে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়া বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ভক্তজন সেই পুরাণ বাক্য সকল শ্রবণ করেন। তাৎপর্য্য এই যে স্বকপোল কল্পিত বেদান্ত-ভাষ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষিদিগের বেদান্ত-ব্যাখ্যা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পান ও শ্রবণ করাই কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

সেই পৌরাণিক বেদান্ত ভাষ্যকার অন্যাচার্য্যের স্বকপোল কল্পিত জীবব্রহ্মের অভেদ মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় যুক্তি দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্থাপন করিতেছেন। শ্রুতি ও স্মৃতি

বাক্যকে প্রধান প্রমাণ জ্ঞান করতঃ অনেক প্রকারে অনুমান বিস্তার করিতেছেন ॥ ৩ ॥

জীব সর্ব্বদা পরিচ্ছিন্ন। সুতরাং তিনি ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন। এই প্রকার অনুমানের অনেক হেতু সকল জানিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অসীম এবং জীব স্বভাবতঃ পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট। এইরূপ বহুবিধ শ্রুতিবাক্য আছে যদ্দ্বারা এই জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জানিবে ॥ ৪ ॥

যদি বল ঘট ও পট পৃথক্‌রূপে লক্ষিত হইলেও তাহাদের ঐক্য সংস্থাপন হইতেছে, সেইরূপ ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্য স্থাপন হউক তাহাতে উত্তর এই ঘট ও পট উভয়েই প্রমেয় বস্তু অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণের অধীন। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মে সেরূপ নয় যেহেতু ব্রহ্ম অপ্রমেয়তত্ত্ব ॥ ৫ ॥

মায়াবাদী ভাষ্যকার বলিতে পারেন যে তত্ত্বমসিরূপ মহা-বাক্য দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অভেদত্ব স্থির হইতেছে। তৎ শব্দে তিনি ত্বং শব্দে তুমি অসি শব্দে হও এই অর্থক্রমে তৎ যে ব্রহ্ম তাহা তুমিই হও অতএব তোমাতে ও তাঁহাতে অভেদ। কিন্তু স্বীয় ভক্ত সম্প্রদায়ের মতবিৎ ভাষ্যকার ভেদ নিরূপণার্থে "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অন্য প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। তৎ শব্দ অব্যয় তস্য শব্দের ষষ্ঠী লোপ করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। তস্য ত্বং অসি এই শব্দের অর্থ তাঁহার তুমি। তস্য শব্দ ভেদ প্রতীতি হয়। তুমি তদ্বস্তু হইতে পৃথক্‌কৃত হইতেছ। সুতরাং তুমি সেই ব্রহ্ম নও এইরূপ বাক্যার্থ সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৬ ॥

তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী অখিল ত্রিভুবন তাঁহার সেই তত্ত্ব

সকলের সৃষ্টি স্থিতি লয় স্বীয় ভ্রুভঙ্গে সদ্য করিয়া থাকেন। তুমি অজ্ঞ ও সাপেক্ষ্যদর্শী অর্থাৎ যাহার দর্শনে অনেক বিষয়ের অপেক্ষা আছে? তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান, সর্ব্ব লোকের সাক্ষী। তুমি নানা তিনি এক। তুমি অতিশয় জড় মলিন তিনি সেরূপ নন। অতএব তাঁহার ও তোমার স্বভাবে এরূপ নিত্য ভেদ আছে। যদি বল "ব্রহ্মাহমস্মি" অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম আছি এই বেদবাক্যে প্রথমাকে ষষ্ঠী যে প্রকারে করিতে পার না তাহা হইলে তত্ত্বমসি বাক্যে কেন ষষ্ঠী কর? "অপি চ সোঽয়ং" দেবদত্ত এই দৃষ্টান্ত বাক্যে ষষ্ঠীর উদাহরণ না হইয়া প্রথমা কেন হইল? তদুত্তরে আমি বলিতেছি অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টান্তস্থলে ষষ্ঠী ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং তত্ত্বমসিস্থলে ষষ্ঠী কেন না হইবে॥ ৮॥

কবিগণ ব্রাহ্মণবটু অগ্নি, মুখ পূর্ণচন্দ্রবিম্ব, চক্ষু নীলপদ্ম, কুচ তটমেরু এবং কর পল্লব এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; কেননা আহরণীয় ভ্রমবশতঃ অগ্নি ও ব্রাহ্মণবটুতে ভেদ থাকিলেও সাদৃশ্য ঐক্য বোধে প্রথমা ব্যবহার করিয়াছেন; ব্রহ্মাহমস্মি শ্রুতিতেও ব্রহ্ম ও অহং যে জীব ইহাদের নিত্য ভেদ সত্ত্বেও প্রাদেশিক সাদৃশ্য বশতঃ অভেদমতি প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রথমা ব্যবহার হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই, ব্রহ্ম ও আমাতে নিত্য ভেদ আছে। চিজ্জাতিত্বে ঐক্য বশতঃ এক প্রদেশে অভেদ থাকায় অহং ও ব্রহ্ম এই উভয় পদে প্রথমা ব্যবহার ইহাতে দোষ নাই॥ ৯।

হে মায়াবাদী জীব, যেরূপ সমুদ্রে অনন্ত তরঙ্গ আছে, আমরাও চিৎসমুদ্র রূপ ব্রহ্মে অনন্ত জীব অবস্থিত। যখন তরঙ্গ

কখনই সমুদ্র বলিয়া উক্ত হইতে পারে না, তখন তুমি কিরূপে ব্রহ্ম বলিয়া আপনাকে প্রতিপন্ন করিবে। তাৎপর্য্য এই, সমুদ্র তরঙ্গ বটে যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রের অঙ্গ, কিন্তু তরঙ্গ কখনই সমুদ্র নয়। চিৎকণ জীবগণ ব্রহ্মের অংশ হইলেও জীব ব্রহ্ম হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

জ্ঞান ও অজ্ঞান, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম. বিদ্যা ও অবিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রে পৃষ্ঠলগ্ন। অর্থাৎ একের সঙ্গে অন্যটী পৃষ্ঠলগ্নরূপে অবস্থিত বলিয়া কথিত আছে, সেইরূপ ব্রহ্ম ও জীব পরস্পর পৃষ্ঠলগ্ন তত্ত্বদ্বয়। হে সাধু সকল, এখন অকপটে বলুন, জীব ও ব্রহ্মে কিরূপে সর্ব্বাংশ ঐক্য সম্ভব হয় ॥ ১১ ॥

নিখিলাকার ভগবান্ শ্রীপরমেশ্বর মায়াধীশ,—সূর্য্য বিম্ব-স্বরূপ। হে জীব তুমি তাহার মায়াধীন প্রতিবিম্বস্বরূপ। আকাশে একচন্দ্র বহুবিধ জলে পৃথক্ প্রতিবিম্বরূপে লক্ষিত হয়। হে জীব তুমিই বিম্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপে তাহা হইতে নিত্য পৃথক্। তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিৎকণ। মায়াগঠিত না হইলেও মায়াবশ যোগ্য। কিন্তু ভগবান্ মায়ার অধীশ্বর। মায়া তাঁহার আজ্ঞাবর্ত্তিনী দাসী বিশেষ। জীব ভগবানের প্রতি কোন প্রকার অপরাধ করিলে মায়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়া মায়ার সত্ত্ব-রজ-তম গুণের বশীভূত করিয়া সুখ দুঃখের অধীন করিয়া ফেলে। সুতরাং স্বভাবতঃ ভগবান্ জীবের স্বভাব হইতে পৃথক্। গুণবদ্ধজীব গুণরূপ জলবিশেষে চিৎ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। এই বাক্যদ্বারা কল্পিত বিম্বপ্রতিবিম্বিতবাদ নিরস্ত হইল ॥ ১২ ॥

আগমবাক্যে সেই ব্রহ্মকে অপ্রমেয় প্রমাণের অতীত, অবিতর্ক্য তর্কের অতীত; অনীহ নিষ্ক্রিয় বলিয়া স্থির করি-

য়াছেন; এবং তুমি জীব মন ও বাক্যের গোচর বলিয়া স্থির হইয়াছে। সে স্থলে পারমার্থিক অবস্থাতেও ব্রহ্মের সহিত তোমার ঐক্য কিরূপ ঘটিতে পারে। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তুমি ব্রহ্মের সহিত অভেদ হইতে পার না ॥ ১৩ ॥

হে জীব মায়াবাদ মতের অন্ধকার কর্ত্তৃক তোমার প্রজ্ঞা অপহৃত হইয়াছে। সেই কারণেই তুমি উন্মত্তের ন্যায় মুহুর্মুহু আমি ব্রহ্ম এই কথা বলিতেছ। দেখ তোমার ঐশ্বর্য্য বিভুতা ও সর্ব্বজ্ঞতা কোথায়? হে জীব সর্ষপের সহিত যেরূপ সুমেরু পর্ব্বতের তুলনা, তোমার সহিত সেরূপ ব্রহ্মের অভেদ তুলনা ॥১৪॥

হে জীব, তুমি স্বভাবতঃ পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবিশিষ্ট, কিন্তু তিনি আকাশ হইতেও অত্যন্ত ব্যাপক। তুমি এক সময়ে এক স্থানে থাকিতে বাধ্য, তিনি সর্ব্বসময়ে সর্ব্বত্র অবস্থিত। তুমি ক্ষণিক সুখদুঃখের অধীন, তিনি সর্ব্বকালে পরম আনন্দময়। এমত স্থলে সোঽহং (আমিই তিনি) এ বাক্য বলিতে তোমার লজ্জা হয় না? ॥ ১৫ ॥

কাচ কাচই থাকে, মণি মণিই থাকে, শুক্তি শুক্তিই থাকে, রৌপ্য রৌপ্যই থাকে; যে খানে ভ্রমাভাব সেখানে ইহাদিগের পরস্পর ব্যত্যয় জ্ঞান কখনই হইতে পারে না। তবে যে, কাচে মণিজ্ঞান, এবং শুক্তিতে রজত-জ্ঞান, সে কেবল ভ্রম হইতেই জন্মে। তদ্রূপ জীব জীবই থাকেন, এবং ব্রহ্ম ব্রহ্মই থাকেন ভ্রম বশতই তৎ শব্দের প্রথমার্থ, অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্ম এইরূপ তত্ত্বমস্যাদি বাক্য বস্তু ভ্রম হইতেই উক্ত হয়। তাৎপর্য্য এই যেখানে বিশুদ্ধজ্ঞান সেখানে তত্ত্বমসির তৎ শব্দের তস্য অর্থ করিয়া আমি ব্রহ্মের দাস এই বুদ্ধি অবশ্য হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

তত্ত্বমসি বাক্যে, তৎশব্দার্থে পরমানন্দের পূর্ণামৃতসমুদ্র সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। ত্বং শব্দার্থে ভবভয়ে ব্যগ্রচিত্ত অতি দুঃখী জীব। দেখ বস্তুগতিক্রমে এই দুই তত্ত্ব অত্যন্ত পৃথক্, তিনি- জগতের নিত্য সেব্য তত্ত্ব, এবং তুমি তাহার নিত্য সেবক। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীবে কখনই ঐক্য সম্ভাবনা হয় না॥ ১৭॥

মায়াবাদী বলেন যে বেদে ব্রহ্ম বক্তব্য বিষয়ে অভিধা বৃত্তি কার্য্যকরী হয় না তন্নিবন্ধন তিনি অভিধাশক্তির অভাব সত্বে লক্ষণা মাত্র অবলম্বন করেন॥ ১৮॥

এস্থলে বিবেচ্য এই অভিধা শক্তির অভাবে যদি লক্ষণাকরা হয় তাহাহইলে লক্ষণাই বা কিরূপে হইতে পারে কেন না লক্ষণা অভিধাশক্তির শক্য সম্বন্ধ জাত বলিয়া স্থির আছে। অসঙ্গ- অদ্বৈতবস্তু ব্রহ্মে অভিধাশক্তির সম্বন্ধ কিরূপে হইবে॥ ১৯॥

লক্ষণার তিনটী হেতু; মুখ্যার্থবাধহইলে মুখ্যার্থ যোগে লক্ষণারস্থলহয়। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে লক্ষণাকরা যায়। রূঢ়ী স্বভাববশতঃ কোন কোন স্থলে লক্ষণার প্রয়োজন। এই তিন কারণে শব্দের অভিধাবৃত্তির সম্বন্ধাশ্রয়ে অন্য যে বৃত্তি অব- লম্বন করিয়া অর্থ হয় তাহার নাম লক্ষণা॥ ২০॥

যেস্থলে অভিধাসম্বন্ধই নাই সেস্থলে লক্ষণার উৎপত্তি কিরূপে হইবে? আদৌ অভিধারবাধ দেখাও পরে লক্ষণা- করিও॥ ২১॥

যাহার অভিধা অঙ্গীকৃতহয় নাই তাহার লক্ষণাহইতে পারে না। যেখানে গ্রামনাই তথায় সীমার প্রয়োজন কি? যেখানে জনক নাই সেখানে পুত্র কিরূপেহয়॥ ২২॥

যেস্থলে বলাযায় যে কুন্তখড়্গাধনুর্বাণাঃ প্রবিশন্তি এস্থলে

লক্ষণা আছে কেন না অচেতন বস্তুতে গতিরূপ ক্রিয়াসিদ্ধি করিতে হইলে পরাক্ষেপ অর্থাৎ অপরের ক্রিয়া লক্ষিতহইতে পারে। কুন্তখড়্গাধনুর্ব্বাণ প্রবেশ করিতেছে বলিলে কুন্তখড়্গ-ধনুর্ব্বাণধারী ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিতেছে এইরূপ লক্ষণা হয় ॥২৩॥

গঙ্গায়াং ঘোষঃ অর্থাৎ গঙ্গায় ঘোষপল্লী এই বাক্যে অপরের জন্য স্বসমর্পণরূপ লক্ষণার প্রয়োজন। কেননা জলরূপিণী গঙ্গা ঘোষপল্লীর অবস্থান হইতে পারে না। এস্থলে তটরূপ অপর অর্থ উদয় করিবার জন্য গঙ্গা শব্দের স্বসমর্পণ দেখা যায় ॥ ২৪ ॥

আয়ুর্বৈ ঘৃত অর্থাৎ ঘৃতই আয়ু। এস্থলে ঘৃতের সহিত আয়ুর তাদ্রূপ্যরূপ অভেদবুদ্ধি লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ আয়ু ও ঘৃতের একতা নাই। ফলের ঐক্যভ্রমে বাক্যার্থের বাধ করিয়া যে ঐক্য সম্পাদিত হইতেছে লক্ষণা দ্বারা তাহার যথার্থ অর্থ করিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

মায়াবাদী যত্নপূর্ব্বক জহৎস্বার্থ, অজহৎস্বার্থ ও গৌণী এই ত্রিবিধ লক্ষণা আশ্রিত করিয়া যে ব্রহ্ম সংস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে বস্তুতঃ শক্য লক্ষ্য ও সম্বন্ধরূপ অভিধাশক্তির আশ্রয় সুতরাং আসিয়া পড়িবে ॥ ২৬ ॥

মায়াবাদীর সংস্থাপনে সমতা অভাবে অভিধা-বৃত্তি নাই বলিয়া স্বীকৃত আছে আবার আমরা যে হেতুর অভাব দেখাই-তেছি তাহাতে লক্ষণারও সম্ভাবনা নাই তখন মায়াবাদী মতে কিরূপে ব্রহ্মবোধ্য হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে মায়াবাদের আচার্য্যগণ যে সকল বিচার আনিয় লক্ষণার দ্বারা ব্রহ্মকে সিদ্ধ করিয়াছেন সে সমস্তই অযুক্ত ॥ ২৭ ॥

বস্তুতস্তু অভিধারূপ মুখ্যবৃত্তি দ্বারা জগৎকর্ত্তা বলিয়া সেই

পরমকারণকে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে এবং সমস্ত দৃষ্টপদার্থের স্বকর্তৃকত্ব অর্থাৎ সকলেই একটী কর্ত্তা আছে ইহা অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে ॥ ২৮ ॥

বেদ সকল ও স্মৃতি সকল প্রমাণ মধ্যে পরিগণিত। সেই সকল শাস্ত্রে প্রমেয় বস্তুর অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহার নিশ্চিত রূপে উক্ত হইয়াছে। সর্ব্ব বেদ দ্বারা আমিই বেদ্য এই সিদ্ধ শাস্ত্রবাক্যে বেদই একমাত্র ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিষয়ে বক্তা হইতেছেন ॥ ২৯ ॥

মায়াবাদরূপ অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা বিষয়কে শব্দ দ্বারা যখন ব্যক্ত করা হইতে পারে তখন সর্ব্বৈশ্বর্য্য বিশিষ্ট চরাচরের কর্ত্তা ব্রহ্মকে শব্দ কেন সংস্থাপন করিতে পারিবে না ॥ ৩০ ॥

তুমি বলিবে যে বেদ বলিয়াছেন বাচো নিবৃত্তা মনসা সহ অর্থাৎ মনের সহিত বাক্য যাহা হইতে নিবৃত্ত হন হে মায়াবাদী-গণ! এই বেদবাক্যের অর্থ তত্ত্ববাদীগণ কিরূপে করেন তাহা শুন। হৃদয়ের সহিত বাক্য ব্রহ্মকে ব্যাখ্যা করেন তথাপি ব্রহ্ম অপরিমেয় তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার সমস্ত ভাবে অবগাহন করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হন ॥ ৩১ ॥

বেদ বলেন অবাঙ্মনসো গোচরং অর্থাৎ মন ও বাক্যের তিনি অগোচর। এই কথায় তিনি শব্দবাচ্য নন্ তাহা বলা হইল না। কেবল এইমাত্র বলা হইল শব্দ তাঁহাকে সম্যক্ বলিতে পারে না। শব্দ খঞ্জের ন্যায় একেবারে চলিতে পারে না এরূপ নয় অর্থাৎ শব্দ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াও তাঁহার অনবগাহ্য ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না ॥ ৩২ ॥

হে মায়াবাদীগণ তোমরা পণ্ডিতাভিমানী হইলেও মুনি ঋষি

মধ্যে পরিগণিত হইতে পার না। সুতরাং মুনিবাক্য তোমাদের পূজনীয়। শব্দ ব্রহ্মে অবগাহন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে গমন করিতে পারা যায় এই প্রকার মুনিবাক্য সকলকে ভ্রান্ত বা প্রলপিত মনে করিও না॥ ৩৩॥

যেরূপ ঘটপট শব্দ বলিলে তত্তৎশব্দের অর্থ প্রতীত হয় সেইরূপ সচ্চিদানন্দাদি শব্দ সকল সাক্ষাৎ ব্রহ্মতত্ত্বতে নিশ্চয় বুঝাইয়া থাকে॥ ৩৪॥

যাহাকে কোন কার্য্য করিতে বলা যায় তিনি প্রযোজ্য। যিনি কার্য্য করিতে বলেন তিনি প্রেরক। প্রেরক যে বাক্য দ্বারা কার্য্য করিতে বলেন তাহা হয় সাক্ষাৎ নয় আরোপ। কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রেরক হইয়া কোন প্রযোজ্য বালককে সৈন্ধব আনিতে বলিলেন। সৈন্ধব শব্দে লবণও হয় ঘোটকও হয়। উভয় ব্যক্তির কথোপকথনে পশ্চাৎ জ্ঞান হয় এবং সাক্ষাৎ দেখাইয়া দিলে অগ্রেই জ্ঞান হয়। জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া পর্য্যন্ত বালক শব্দার্থে ব্যুৎপন্ন হয় না। অতএব শব্দ কখন সাক্ষাৎকার কখন আরোপ দ্বারা জ্ঞান প্রেরণ পূর্ব্বক বালককে শব্দার্থে ব্যুৎপন্ন করে। শাস্ত্রপ্রেরক হইয়া কোন স্থলে সাক্ষাতে অগ্রেই কোন স্থলে আরোপ দ্বারা পশ্চাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে ব্যুৎপন্ন করেন॥ ৩৫॥

প্রথমে গুরুর নিকট শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রাভ্যাস পূর্ব্বক শিষ্যের ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দের অর্থ নিশ্চয়রূপে সাক্ষাৎকার হয়॥ ৩৬॥

পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব সিদ্ধি করিতে গেলে তাঁহার নিত্য শরীরের সিদ্ধি স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। ঘটাদি কার্য্য দৃষ্টি করিলে ঘটকর্ত্তা

যে শরীরী ইহাই স্বীকৃত হয়। সে ব্যক্তি অশরীরী নয় ইহা নিশ্চয় স্থির হয় ॥ ৩৭ ॥

যদি পরমেশ্বরের শরীর স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে মানবরূপ আমাদের শরীরের ন্যায় তাঁহার শরীর এটীও মানিতে হইবে। ব্যাপারবান্ সমস্ত কর্তৃত্ব পুরুষদিগের পরস্পর সৌসাদৃশ্য দেখা যায় তাহাতে কোন ভেদ দেখি না ॥ ৩৮ ॥

তবে জীবরূপ কর্ত্তা ও ভগবদ্রূপ কর্ত্তা এই দুএর মধ্যে একটী বিশেষ ভেদ আছে। জড়-জগতে বদ্ধ জীব সকল কোদাল, দা, হল প্রভৃতি বস্তুর সহায় ব্যতীত কিছু করিতে পারে না আবার তাহারা ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি ষড়ূর্ম্মির বিবশ এবং শ্রমভারে সর্ব্বদা ক্ষিন্ন কিন্তু ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ ভ্রূভঙ্গমাত্রেই সমস্ত কার্য্য করিবার জন্য অবিচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন ॥ ৩৯ ॥

প্রভু পরমেশ্বর কার্য্য করিতে সেই কার্য্য অন্যরূপে করিতে অথবা সেই কার্য্যকে বিনাশ করিতে অনায়াসেই পারেন। সুতরাং জীবকর্ত্তা ও ভগবৎকর্ত্তার মধ্যে যে ভেদ আছে তাহা অতিশয় বৃহৎ ॥ ৪০ ॥

যদিও জীবের শরীর ভোগায়তনরূপে লোকে প্রসিদ্ধ ভগবানের শরীর তদ্বৎ তথাপি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ জীব-শরীরের ন্যায় ষড়্বিকার রূপ ন্যূনতা নাই। তদ্দ্বারা সমস্ত কার্য্য হইলেও তাহা মায়াতীত সর্ব্বদা চিন্ময় ॥ ৪১ ॥

যদি বল অদৃষ্টক্রমেই তদনুরূপ শরীর হয়, এই যুক্তি ব্যাপ্তি করিয়া ঈশ্বর-শরীরকেও অদৃষ্টজন্য বল, তাহা হইলেও এরূপ বুঝিও না যে ঈশ্বরের কোন অদৃষ্ট আছে তদ্দ্বারা তাঁহার শরীর। ঈশ্বরের শরীর নিত্য। তাঁহার কর্ম্মফল না থাকায় তাঁহার অদৃষ্ট

নাই। আমাদের প্রবল অদৃষ্টক্রমে তাঁহার নিত্য শরীরই আমাদের অদৃষ্টোপযোগী হইয়া আমাদের সম্বন্ধে কার্য্য করিয়া থাকে ॥৪২॥

যদি বল শরীর হইলেই অনিত্য হইবে, এবং এই বিধির ব্যাপ্তি ক্রমে ঈশ্বরের দেহও অনিত্য হউক, তাহা নহে। যে সমস্ত কার্য্যরূপ পৃথিবী অনিত্য হইলেও কারণরূপ পরমাণু নিত্য। তদ্রূপ জীবের অদৃষ্ট জনিত জীবের দেহ অনিত্য হইলেও বদ্ধ জীবদেহের স্বরূপাদর্শরূপ চিন্ময়দেহ নিত্যই থাকে ॥ ৪৩ ॥

একজনের অদৃষ্ট অন্যের প্রতি লগ্ন হয় না এরূপ বলিতে পার না যেহেতু সর্ব্বকৌশলগুরু চক্রপাণি সত্বরেই জীবের শুভাশুভ ক্রমেই জীবের অদৃষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক পৌরুষদেহ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

পুরাণে শুনিয়াছি জগদীশ্বরের নাভিপদ্ম হইতে এই সৃষ্ট জগৎ হইয়াছিল ইহাতে প্রতীতি হয় সর্ব্বজগতের অদৃষ্টই ঈশ্বরের শরীর। শরীর ব্যতীত নাভি কোথায় থাকে ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বরের শরীর সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আস্বাদ্য বস্তু এবং ষড়্গুণ সর্ব্ববেদের গম্য। সেই শরীরের পাদশৌচোদক রূপে ... পূজিতা হইয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

কালবশে যখন যখন অধর্ম্মবৃদ্ধি ও ধর্ম্মহ্রাস হয় তখন তখন সাধুজনের রক্ষা অসাধুজনের নাশ ভগবান্ করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

পরমেশ্বর অবতার ও অবতারী ভেদে দ্বিবিধ। জীব ও মুক্ত বদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ ॥ ৪৮ ॥

কেহ কেহ জীবকে পরমেশ্বর-প্রতিবিম্ব বলিয়া বলেন তাহাদের মত সামঞ্জস্য না হওয়ায় অসম্যক্ বলিয়াই স্থিরীকৃত হয় ॥ ৪৯ ॥

পরমেশ্বর অপরিচ্ছিন্ন নির্ম্মল অতএব তাঁহার কল্পিত প্রতি-

বিম্বতা হইতে পারে না। পরিচ্ছেদ অর্থাৎ সীমাশূন্য বস্তুর সর্ব্ব ব্যাপকতা প্রযুক্ত তাহার প্রতিবিম্বতার স্থল নাই। পরিচ্ছিন্ন বস্তুই অন্যত্র প্রতিবিম্বিত হইতে পারে আবার নির্ম্মল পুরুষে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুখ দুঃখ ভোগ অসম্ভব। ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন তবে তাঁহারই জীবগত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া পড়ে। যদি বল ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হইয়া জড়বৎ হওয়ায় স্বশক্ত্যাভাবে জীবস্বরূপে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন তাহাও অযুক্ত কেননা ব্রহ্ম ও জড় দুই বস্তুর মধ্যে যদি ব্রহ্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখ ভোগ হইতে পৃথক্ হন তবে কি জীবের জড়ায়তনটা নিগমোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ভোগে কর্ত্তাস্বরূপ হইল ? একথাটীও নিতান্ত অযুক্ত ॥ ৫০ ॥

সূর্য্যাদি পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব হয়। অপরিচ্ছিন্নতা যাহার ধর্ম্ম তাহার প্রতিবিম্বতা কখনই সম্ভব হয় না ॥৫১॥

শিষ্টগণের অগ্রগণ্য শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য রামানুজ মায়াকল্পিত বিম্বপ্রতিবিম্ববাদকে নিন্দা করিয়াছেন। শিষ্টগণ যে মতকে গ্রহণ করিলেন না, তাহা কেবল লোকরঞ্জক মাত্র বস্তুত সত্য নয় ॥ ৫২ ॥

জীবও ব্রহ্মে দ্বাসুপর্ণা এই শ্রুতি হইতে নিত্যভেদ পাওয়া যায় সেই দুইটী ব্যক্তি পরস্পর সখা এই নির্দ্দেশবাক্য হইতে জীব ও ব্রহ্মের মায়াকল্পিত প্রতিবিম্ববাদগর্ভ অভেদ কখনই সম্ভব হয় না ॥ ৫৩ ॥

বেদে আমি ব্রহ্ম সংসারী নই, ব্রহ্ম আত্ম দর্শন করিলে শোকাদি নিবৃত্তি হয় এই সকল বাক্য দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ অবস্থাকে ফল স্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করা হয় নাই ॥৫৪॥

আমি নিশ্চয়ই ব্রহ্ম এবং আত্মাতেই ব্রহ্ম এবম্ভূত দর্শন- হইতে পরোক্ষ বুদ্ধি অর্থাৎ আপনাতে ব্রহ্মেতর অর্থাৎ জড়বুদ্ধি নিবৃত্তিহয়। বস্তুতঃ অভেদ জ্ঞানরূপ ফলহয় না॥ ৫৫॥

ব্রহ্ম বস্তুতে একাগ্রবুদ্ধির পরিশীলন হইলে যে পরিশীলক ব্রহ্ম হইয়া পড়েন এরূপ বলিতে পার না। যেরূপ ভৃঙ্গ চিন্তায় কীটের অপরিবর্ত্তন দৃষ্টহয় সেইরূপ ব্রহ্ম বস্তুর চিন্ময় গুণত্বরূপ একদেশ বিশেষে কিঞ্চিৎ প্রবেশ হয় এইমাত্র জানিবে॥ ৫৬॥

শূদ্র যদি ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ পূজা করেন তাহা হইলে তাহার কি ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকে? কেবল তাহার শরীরে ব্রাহ্মণের কিঞ্চিৎমাত্র গুণ প্রবেশ করে শূদ্রজাতি কখন ব্রাহ্মণ হয় না॥৫৭

কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ এই সূত্রে সূত্রকার বেদব্যাস জীব ও ব্রহ্মের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়াছেন। ভাষ্যকার ও শঙ্করাচার্য্য ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে এই কয় বচন লক্ষ্য করিয়া প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে একাদশ সূত্রার্থে এই পূর্ব্বপক্ষ তুলিলেন আত্মানৌ শব্দে কি বুদ্ধি জীব অথবা জীবও পরমাত্মাকে বুঝা যাইবে? সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন বিজ্ঞানাত্মা ও পরমাত্মাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব শঙ্করাচার্য্য মহাশয় সূত্রকারের ভেদমতই বস্তুতঃ স্বীকার করিয়াছেন॥ ৫৮॥

স্মৃতেশ্চ এই বেদান্তসূত্রের প্রথমাধ্যায় দ্বিতীয়পাদে পঞ্চমসূত্র ব্যাখ্যায় "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া এই গীতাবচন উঠাইয়াছেন। এই বচন বিচার করিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার নৈসর্গিক ভেদ সিদ্ধহয়। কেন না ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্ব ভাবেন ভারত। তৎ

প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং॥ এই দ্বিতীয় বচনে সেব্য সেবক ভাবের উক্তি আছে। জীব ও ব্রহ্মের আত্মনৈসর্গিক ভেদ না থাকিত তাহাহইলে সেব্য সেবক ভাবের উক্তি কেন থাকিত। ভাষ্যকর্ত্তা শঙ্করাচার্য্যের অন্তঃকরণে ইচ্ছানাথাকিলে সত্য কথা কণ্ঠে বাহির হইয়া পড়িয়াছে॥ ৫৯॥

আমিজীব কখনসুখী কখন দুঃখী কিন্তু তিনি পরমাত্মা সর্ব্বদা সুখস্বরূপ এই দুই ভিন্ন পদার্থের যে ভেদ কি কখন এক হইতে পারে॥ ৬০॥

তিনি নিত্য, স্বয়ং জ্যোতিঃ, অনাবৃত, অত্যন্ত শুদ্ধ এবং জগতের একসাক্ষী এই সমস্ত বিশেষণ বেদে অনেকস্থানে কথিত আছে। জীবকে যেখানে যেখানে বর্ণন করা হইয়াছে সেই সেই-স্থলে এপ্রকার বিশেষণ দ্বারা বর্ণন করা হয় নাই। সুতরাং এই বিশেষ তত্ত্ব বিচারিতহইলে অভেদবাদ বৃক্ষের উপরে বজ্র পাতহয়॥ ৬১॥

যাঁহারা জীব ও পরমাত্মার অভেদ স্থাপন করেন তাহাদিগের মতে দ্বন্দ্ব সমাস বাধহয় ব্যাকরণ বাকৃদৃষদাদি রূপ উদাহরণদ্বারা ভেদ স্থলেদ্বন্দ্বসমাস কথিত হইয়াছে অভেদস্থলে কখনই দ্বন্দ্ব সমাস-হয় না। জীবও পরমাত্মা যদি অভেদহইত তাহাহইলে জীবা-ত্মনোঃ শব্দ দ্বন্দ্বসমাসে ব্যবহারহইতে পারিত না কিন্তু শাস্ত্রে যখন সেইরূপব্যবহার দেখা যাইতেছে তখন শাস্ত্রকর্ত্তাদিগেরমতে জীব ও পরমাত্মার ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে॥ ৬২॥

যদি অভেদ হইত তাহাহইলে সমনাধিকরণ কর্ম্মধারয় ব্যব-হার হইত। নীলোৎপল শব্দে সমানাধিকরণ কর্ম্মধারয় সমাসের উদাহরণ॥ ৬৩॥

যেরূপ অন্নব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্যের বহুবিধ শ্রুতি আছে তদ্রূপ ব্রহ্মাহমস্মি এইশ্রুতিকে উপাসনাপরা বলিয়া জানিবে। তাৎপর্য্য এই অন্নব্রহ্ম এই শব্দে অন্নের কিঞ্চিৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধ যেরূপ প্রকাশ পায় সেইরূপ আমি ব্রহ্ম এই শ্রুতি দ্বারা উপাসনামার্গে আমার দেহাত্মাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মধর্ম্মগত চিদভিমানের প্রয়োজনতা জানিবে॥ ৬৪॥

বেদে ও পুরাণে জীবব্রহ্মের অনেকগুলিভেদবাক্য ও অভেদ বাক্য আছে। মাৎসর্য্যপরিত্যাগপূর্ব্বক তথ্য বিচার করিয়া ধীর সকল শরীরকেই পথ্য বলেন। অর্থাৎ ব্রহ্মশরীর ও জীবের নিত্য শরীর পরস্পর পৃথক্ এইরূপ বিশ্বাসই পথ্য ইহা স্থিরকরেন॥৬৫॥

হে প্রতারিতমতি ভ্রান্তজীব, তোমার মুখ হইতে "আমিব্রহ্ম" এইকথাটী দূর করিয়া দাও। এই সংসাররূপ দুস্তরমহার্ণবমধ্যে মগ্ন এবং যথেষ্টরূপে দৈবহত, যে তুমি কিরূপে ব্রহ্ম হইতে পার॥৬৬॥

রুদ্র প্রভৃতি দেবতাগণের সেব্য প্রকটপরমানন্দপূর্ণ অমৃত সমুদ্র স্বরূপ সেই লক্ষ্মীকান্ত ভগবান। যাঁহার পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা নিঃসৃত হইয়াছেন, যিনি ভ্রুভঙ্গে এই নিখিল জগৎ পূর্ব্বে সৃষ্টি করেন, তুমি কহিতেছ আমি সেই। এবংবিধ বাক্য অত্যন্ত অন্যায়, কেন না তিনি রাজা এবং তুমি রক্ষ্য অর্থাৎ প্রজা॥৬৭॥

অরে মন্দমতি! যিনি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদিপূর্ণ অখণ্ডমণ্ডলে ব্যাপ্ত তিনিই যে তুমি একথা কিরূপে বল? তুমি কাহার সম্বন্ধে আছ? কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমার সংসারবন্ধন কষ্ট কিরূপ? সেই সমস্ত নিজের হৃদয়ে চিন্তা করিয়া ভ্রান্ত মায়াবাদীর উপদিষ্ট পথ পরিত্যাগ কর॥ ৬৮॥

হে জীব তুমি আর সোহং এই বাক্যটী বলিও না। সেব্য-

সেবকভাবে সেই শ্রীহরিকে নিত্য ভজন কর। তাহা করিলেই তোমার সদ্গতি নিশ্চয় হইবে। তাহা না করিলে অবশ্য অধঃ-পাতহইবে। এবং তুমি নানাযোনিতে গর্ভবাসকরিয়া অনেক দুঃখ পাইবে। পুনঃপুনঃ স্বর্গে বা নরকে ভ্রমণ করিতে থাকিবে॥৬৯॥

সোহং জ্ঞানটি তোমার ভ্রম। সেই হরির পাদপদ্ম ভজন কর। আমি তাঁহার নিত্য দাস এবং তিনি ত্রৈলোক্যনাথ এই ভাবনা কর। অদ্বৈতবাদ অতি শীঘ্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বৈতবাদে প্রবৃত্ত হও। তোমার নিজ অন্তঃকরণে সম্প্রতি হরিতে যদি একান্ত ভক্তি হইয়া থাকে তবে এইরূপ কর ॥ ৭০ ॥

নারদ পঞ্চরাত্র বিষয় অবলম্বন পূর্ব্বক অন্য শাস্ত্রে ও সর্ব্বশাস্ত্রে সম্পূর্ণ বৈষ্ণবতন্ত্র সূত্র অবগত হইয়া যে হিতবাক্য হয় তাহা নির্ণয় কর। যদি বল মায়াবাদী পণ্ডিতগণ ঐ সমস্ত শাস্ত্র পড়িয়াছেন তবে তাহার তাৎপর্য্য শুন। মায়াবাদরূপ দুরাগ্রহগ্রস্তবুদ্ধি-দূষিত দুর্জ্জনব্যক্তি জীব ও পরমাত্মার ভেদ ঐসকলশাস্ত্র পাঠেও জানিতে পারে না। ইহাই তাহাদের দুর্ম্মতির প্রধান হেতু ॥৭১॥

পিত্তাধিক্যদূষিতজিহ্বা যেরূপ মিষ্টদ্রব্যের মাধুরী আস্বাদনে অসমর্থ, কাচ কামলরোগ পীড়িত ব্যক্তি যেমত শঙ্খস্থ শুক্লতা দেখিতে পায় না, বিষয়মাত্রাচিন্তাযুক্ত চিত্ত যেমন হরিকীর্ত্তনের সুখ জানিতে, দেখিতে ও লাভ করিতে পারেনা, সেইরূপ মায়া-বাদী নিজের মায়াবাদরোগগ্রস্ত ভগবদ্ভজন সুখ প্রাপ্ত হয় না ॥৭২॥

হে জীব যে চৈতন্যপুরুষের চৈতন্যকণ লইয়া তুমি জন্মিয়াছ, তিনি তোমার বরেণ্য। তিনি যে তুমি এ কথা বলিও না। শঠ ব্যক্তি কৃতঘ্নতাসহকারে নিজ প্রভুর পদপাইবার বাঞ্ছা করে ॥৭৩॥

শ্রীপরমেশ্বর কৃপা পূর্ব্বক তোমাতে চৈতন্যকণা অর্পণ করিয়া-

ছেন অতএব হে শঠ! তুমি আমিই সেই পরমেশ্বর তোমার এ কথা বলা উচিত নয়। কোন দুর্জ্জন কোন রাজার নিকট হইতে হস্ত্যশ্বপদাতিক লাভ করিয়া শেষে তাঁহার রাজপদবী গ্রহণ করিতে মানস করিয়াছিল, তুমি তদ্রূপ করিও না॥ ৭৪॥

ত্রৈলোক্যসম্মোহনী বলবতী মায়া যাঁহার বশীভূতা দাসী সেই আনন্দ সচ্চিদ্ঘন ভগবান্ ঈশ্বরও প্রভু বলিয়া পরিজ্ঞাত। যিনি স্বভাবতঃ নাসিকাবিদ্ধ বলদের ন্যায় মায়ার বশযোগ্য তাহাকে জীব বলিয়া জানিবে। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরে বস্তুগত বিশেষ ভেদ আছে॥ ৭৫॥

পণ্ডিতগণ ষড়্দর্শনে সাংখ্য,কণাদ,গোতম,পতঞ্জলী, জৈমিনী ও ভট্টভাস্করের মত বিচারপূর্ব্বক এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত বলুন। জীব ও পরমাত্মার বস্তুগতভেদ আছে কিনা কিম্বা তাহারা বস্তুত এক অথবা বস্তুতঃ তাহাদের যুগপৎভেদাভেদ সিদ্ধ কি না॥ ৭৬॥

প্রথমোক্ত পাঁচটী শাস্ত্রে আমি দেখিতেছি জীব ও পরমাত্মার অত্যন্ত ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে কেবল বেদান্তশাস্ত্র বিষয়ে যাঁহারা মীমাংসা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্যভেদ কেহ কেহ তদুভয়ের নিত্যঅভেদ কেহবা তদুভয়ের যুগপৎ নিত্যভেদাভেদব্যাখ্যা করিয়াছেন ইহাই বিচিত্র॥ ৭৭॥

বিশ্বকর্ত্তা পরমেশ্বরের স্বতন্ত্র ধর্ম্মথাকায় তিনি বিশ্বকর্ত্তাহইয়াছেন। জীব সর্ব্বদাই তাঁহার অধীন এরূপ প্রসিদ্ধ আছে। স্বতন্ত্রপুরুষ ও পরতন্ত্র পুরুষের কিরূপে ঐক্যতা বলিতে পারেন॥ ৭৮॥

ঔষধ প্রক্রিয়ায় বহুবিধ তরুর রস একত্র করা হইলেও সেই ঔষধে ভিন্ন ভিন্ন মাধুর্য্য সহকারে নানাবিধ রস সকল পৃথক থাকে। তাহা না হইলে পৃথক্ পৃথক্ রূপ ত্রিদোষ হরণ কিরূপে

হইত। সেইরূপ জীব সকল প্রলয় কালে বিলীন ভাবে ঐক্য ধর্ম্ম লাভ করিলেও পৃথক্ পৃথক্ থাকে যেহেতু পুনরায় সৃষ্টিকালে পূর্ব্বাদৃষ্টক্রমে পৃথক্ হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রলয়কালে যে ঐক্য জীবদিগের পরস্পর অভেদ উৎপাদক নয় ॥ ৭৯ ॥

নদীর জল শুদ্ধ অর্থাৎ লবণহীন সমুদ্রের জল লবণাক্ত। সেইরূপ জীব ও ঈশ্বর বিলক্ষণ গুণান্বিত হইয়া পৃথক্ থাকেন ॥৮০

নদীসকল সমুদ্রে মিলিত হইলে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য লাভ করে না। পয়োরাশির মধ্যে উভয় জল পৃথক পৃথক থাকে। ক্ষীরসমুদ্রের জল ও নদীর জলের সর্ব্বদা ভিন্ন থাকায় নদী ও সমুদ্রের বাস্তবভেদ নিত্য ॥ ৮১ ॥

দুগ্ধের সহিত জল মিলিত করিলে অপরে তাহাতে ভেদ দেখিতে পায় না। কিন্তু হংস উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ ক্ষীরকে নীর হইতে পৃথক করে, তদ্রূপ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে যে সকল জীব প্রলয়কালে পরতত্ত্বে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হন, ভক্তসকল গুরু-বাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক সদ্য সেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখাইয়া দিতে পারেন ॥ ৮২ ॥

দুগ্ধে দুগ্ধ মিলাইলে এবং জলে জল মিলাইলে মিশ্রিত হয় বটে কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে ঐক্য হয় না কেননা মিলিত দুই বস্তুর পরিমাণ কম হয় না। সেই প্রকার ধ্যান যোগে জীব সকল পরমপুরুষে বিলীন হইয়াও ঐক্যপ্রাপ্ত হয় না এরূপ বিমলমতি পণ্ডিত সকল বলিয়া থাকেন ॥ ৮৩ ॥

বাদে বলবান্ কুতর্ক সমুদ্রে মগ্ন, কুমার্গে রত, শত শত মিথ্যা জল্পনকল্পনযুক্ত স্বয়ং ভ্রান্ত এবং অপরের বঞ্চনাকারী এরূপ কেহ কেহ আমি ব্রহ্ম এই অখিল দৃশ্য চরাচর ব্রহ্ম অসৎ-

মনোরথ হইয়া এরূপ বলিয়া থাকে। এই তত্ত্বটী এস্থলে স্পষ্ট করিয়া বলিলাম ॥ ৮৪ ॥

তাহারা বলিয়া থাকে যদি এই সমস্ত এবং আমি ব্রহ্ম হইলাম তখন আর তোমাতে আমাতে ভেদ কি? এখন তোমার ধন; সুত, দারা আমার হইল এবং আমার ধন সুত দারা তোমার হইল। আমাদের উভয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই ॥ ৮৫ ॥

হে মায়াবাদী তুমি যেরূপ বিচার করিয়া তুলিলে তাহাতে বর্ণভেদ রহিল না। তবে বিধি নিষেধের ঐক্য হইল না কেন? তুমি যদি অদ্বৈতমত বৈদিক বলিয়া নির্ণয় করিলে বৌদ্ধেরা তাহা হইলে কি অপরাধ করিয়াছে ॥ ৮৬ ॥

হে অভেদরত! শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমৎকপিলদেব মাতাকে বলিয়াছিলেন যে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, প্রধান ও জীব নামক তত্ত্ব হইতেও পরমাত্মা পৃথক তত্ত্ব অন্তঃকরণান্তর্গত মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার ॥ ৮৭ ॥

যাহারা স্বীয় মতের গুরূপদিষ্টপদবী অবলম্বনপূর্ব্বক শূন্যালয়ে, শূন্যান্তঃকরণে, সমস্ত শূন্য এবং ঈশ্বরের স্বরূপ শূন্য ধ্যান করিয়া থাকে সেই শূন্যবিষয়ে আর কি অধিক বলিব, কোন বাক্য বৃত্তি চলে না। সেই শূন্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদের ফলও শূন্যপ্রায় হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

মহাভারতে শূন্যবাদের নিন্দাস্থলে ব্যাস বলিয়াছেন সেই তমঃ শরীরী শূন্যবাদীদিগের তমঃই চরম ফল ॥ ৮৯ ॥

শূন্যবাদীদিগকে উদ্দেশ করিয়া কপিলদেবও শূন্যরশ্মি দ্বারা একটী পুর নির্ম্মাণ করিয়াছেন ব্যাসদেব সেই কথাটী পরে ভারতে উদ্ধৃত করিয়াছেন ॥ ৯০ ॥

অপ্রাকৃত গুণসাগর ভগবানে নৈর্গুণ্যবাদ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণের বিকারবাদ মায়াবাদীদিগের পক্ষে গড্ডরিকাপ্রবাহ অর্থাৎ যেমন একটী মেষ জলে পড়িলে অন্য সকল মেষ হিতাহিত বিবেচনা-রহিত হইয়া জলে পড়ে তদ্রূপ মায়াবাদীগণ ব্রহ্মসূত্রের স্বসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথক ভাষ্য প্রস্তুত করতঃ স্বীয় মতের অনুগামীদিগকে প্রতারণা করিয়া থাকেন ॥ ৯১ ॥

ঐশ্বর্য্যকর্তৃত্বাদি বহুবিধনিত্যগুণ পরমেশ্বরেআছে,তবেবিভুকে কিজন্য নির্গুণবলে। নৈর্গুণ্যবাদটা কেবল বৃথা বিবাদমাত্র ॥৯২॥

ভগবান জ্ঞানবান, ইচ্ছাময় ও শক্তিমান্। এস্থলে নির্ধর্ম্মকত্ব কিরূপে হয়। যদি তিনি নির্ধর্ম্মক হইতেন, বেদ তাঁহাকে কিরূপে প্রতিপালন করিত? গুণসাগর ভগবানে নৈর্গুণ্য আরোপ করিবার মানসে কিরূপে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াছ, নিজ অন্তঃকরণে বিচার করিয়া যাহা সত্য হয় তাহা বিচার কর ॥

আকাশ কুসুমতুল্য নির্ধর্ম্মক বস্তু বেদে বা লোকে কোথাও প্রতীত হয় না। বেদসকল যদি সেরূপ বস্তু প্রতীতি করাইতে চেষ্টা করে তাহাহইলে বেদই প্রমাণ হইতে পারে না ॥ ৯৩ ॥

যেরূপ প্রস্তররূপ যজমান হইলে যজ্ঞসাধন হয় সেইরূপ ধর্ম্ম না থাকিলেও নির্দ্ধর্ম্ম তাহার প্রতীতি করায়। তাৎপর্য্য এই জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যজমান হইলে যজ্ঞসাধন হয়। জ্ঞানশূন্য প্রস্তর যজমান হইলে যজ্ঞসাধন হয় না। ধর্ম্মের অভাব হইলে নির্দ্ধর্ম্ম বস্তুর প্রতীতি হয় না ॥ ৯৪ ॥

আপনারা প্রকৃত ধর্ম্মকে কোনস্থলে ধর্ম্মভাব বলিয়া স্থির করেন নাই। প্রকৃত ধর্ম্মাভাবে কল্পিত ধর্ম্মের বোধ আপনাদের গ্রন্থে সর্ব্বত্র পাওয়া যায় ॥ ৯৬ ॥

নির্দ্ধর্ম্মব্রহ্ম বোধ বিষয়ে সত্যাদির অনুকূলতা নাই সুতরাং সত্যধর্ম্মাদিতে প্রতিকূলত্বই উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ আপনাদের মায়াবাদ ধর্ম্মের প্রতিকূলে সত্যধর্ম্ম দাঁড়াইতেছে ॥ ৯৭ ॥

কল্পনা সিদ্ধ করিতে হইলে, কোন পক্ষের ধর্ম্মিত্ব মানিতে হয়। শুক্তি রজত ইত্যাদি উদাহরণে সত্য বস্তু রজতের সত্ত্বা স্বীকারপূর্ব্বক শুক্তিতে রজত ভ্রমরূপ মিথ্যাবাদ উপস্থিতহয় ॥৯৮॥

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" এই শ্রুতিবাক্যে আত্মা এই বিশ্বের অপাদান কারণ হইতেছেন। তোমার মধ্যে আত্মার অপাদানকারকত্বস্বীকারনাথাকায়এইবিশ্বঅবিদ্যাকল্পিতহইতেছে। কেহ কেহ তাহাকে একটু উন্নত করিবার জন্য বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা করে। বস্তুতঃ অবিদ্যাপরিণামবাদ হইতে ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ কোন মতেই হৃদ্যতর নয় অর্থাৎ পণ্ডিতদিগের ভাল লাগে না ॥ ৯৯ ॥

নিত্যলীলাময় হরির ক্রীড়াভাণ্ড স্বরূপ এই বিশ্বকে অবিদ্যা পরিণতি বা বিবর্ত্তজনিত মিথ্যা ভাণ বলিয়া কিরূপে স্থাপন করিতে পার ॥ ১০০ ॥

এই প্রপঞ্চ স্বপ্নতুল্য নয়। স্বপ্ন নিদ্রাবস্থায় ভূরিদোষযুক্ত। স্বপ্নে অন্নাহার জলপান করিলে তৃপ্তি হয় না। জাগ্রদ্দশায় অন্নপানাদি তৃপ্তিকর হয় ॥ ১০১ ॥

যদি এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে মিথ্যা বল, তাহা হইলে ইহাতে অর্থসাধন ক্রিয়া কিরূপে হইত? ঘটে জল আনয়ন করিলে অনেক কার্য্য সিদ্ধ হয়। ঘটকে তুমি মিথ্যা বলিতে পার না কেবল নশ্বর বলিতে পার। তদ্রূপ পরিদৃশ্যমান জগৎ অর্থসাধক হওয়ায় মিথ্যা হইতে পারে না ॥ ১০২ ॥

এই জগৎকে মিথ্যাভূত বলিলে সমস্তই বিরুদ্ধ হয়। ধর্ম্ম-

শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তাদির যে ব্যবস্থা সে সমস্তই বিরুদ্ধ হয়। রাজা চোরগণকে সত্যই চুরি করিয়াছে বলিয়া দণ্ড দিতে পারেন না। যেহেতু শপথরত মায়াবাদী মিথ্যাবর্ণ বলিয়া সাক্ষ্য দেন॥ ১০৩॥

মালাতে সর্পবুদ্ধির ন্যায় মিথ্যা বস্তুতে সত্যজ্ঞানে ব্রহ্মবিবর্ত্তে বস্তুভাণ এইরূপ এই প্রাপঞ্চিক জগৎ বলিতে পার না। মালায় সর্পভাণ হইলে তাহা বিশেষরূপে দৃষ্টি করিলে ভাণ তিরোহিত হয়। কিন্তু এই জগৎ নিত্যপ্রবাহরূপে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে বিশেষরূপে দৃষ্টি করিলেও এই প্রতীতি যায় না॥ ১০৪॥

এই প্রাপঞ্চিক জগৎ কদাপি মিথ্যা নয়। ভগবৎ সম্বন্ধে ইহা সত্যভূত। কেবল এইমাত্র বলিতে পার যে মায়িক জগৎ শুদ্ধ চিন্ময়তত্ত্বের ছায়ারূপ অশুদ্ধ ব্যাপার। ভগবৎ সম্বন্ধে ইহাকে সংগ্রহ করিলে এবং ইহার সমস্ত ব্যাপারকে ভগবানে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিলে ইহার শুদ্ধত্ব সম্পাদিত হয়। স্পর্শমণির স্পর্শ দ্বারা অন্য সমস্ত ধাতু যেরূপ স্বর্ণ হয় তদ্রূপ জানিবে॥ ১০৫॥

বৈরাগ্য ও ভোগ দুই তত্ত্বই উদাসীনভাবে ভক্তিযোগতত্ত্বে অবস্থিত। জগতের যে যে বস্তুকে মহাপ্রসাদ জ্ঞানে গ্রহণ করা যায়, তাহা ভোগমধ্যে পরিগণিত হয় না। কিন্তু ভক্তি বলিয়া অবশ্য পরিগণিত হয়॥ ১০৬॥

অত্যন্ত অভিনিবেশেরসহিতবিষয়ভোগকেভোগ বলে। অভি-নিবেশপরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়গ্রহণরূপবিরাগকে পরমার্থতা বলে।

সৎসঙ্গদ্বারা পুনঃ পুনঃ ভগবল্লীলাকথাবর্ণনক্রমে আমাদের চিত্তজলাশয়ে শুদ্ধ প্রেমবিশুদ্ধভক্তিলহরী উদয় হয়। অদ্বৈতবাদ মত পরিত্যাগপূর্ব্বক আমরা দ্বৈতমতে প্রবিষ্ট হই। এখন ভগবান্ লক্ষ্মীকান্তের পদারবিন্দযুগলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভজনাকরিতেছি॥১০৮

লৌকিক বিষয়ে রাজকীয় পুরুষকে রাজা বলিয়া ব্যবহার আছে। বৈদিক বিষয়ে সেইরূপ বিবিধাগমমার্গে ব্রহ্মকেই রাজা বলিয়া শুনা যায় ॥ ১০৯ ॥

হে মায়াবাদাচার্য্য যাহা হইতে চন্দ্রসূর্য্যাদি সমস্ত ত্রিভুবন উৎপন্ন হইয়াছে এবং উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে প্রলয়ান্ত পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে ঐ সকল লয়প্রাপ্ত হয় এবং যে মায়াগুণাতীত ঈশ্বরকে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা চতুর্ব্বেদ দ্বারা বর্ণন করিতে সক্ষম হন না আপনি সেই পরমানন্দ বস্তুর সহিত আমি এক এইকথা আমাকে নিতান্ত মন্দভাগ্য দেখিয়া উপদেশ করিতেছেন ॥ ১১০ ॥

যে পরমেশ্বর সূক্ষ্ম স্থূল সমস্ত জন্তুগণ সহিত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড সকল পক্বডুম্বুর মধ্যগত মশক শ্রেণীর ন্যায় প্রলয়কালে ছিল এবং স্থিতিকালে প্রলয় পর্য্যন্ত যাঁহাতে অবস্থিতি করিয়াও যাঁহাকে পায় না, হায় হায় সেই পরমেশ্বর আমি এই বাক্য আমার মুখ হইতে হে মায়াবাদাচার্য্য, কিরূপে নিঃসৃত হইতে পারে ॥ ১১১॥

যে পরমেশ্বরের কৃপায় বোবাও নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় বাচাল হইতে পারে এবং পঙ্গু পর্ব্বত লঙ্ঘনে সদ্য ক্ষমতা লাভ করিতে পারে জন্মান্ধব্যক্তিও সুন্দরপদ্মলোচনদ্বয় লাভ করিতে পারে, অন্য কথা কি বলিব সেই ভক্তদিগের চিন্তামণি চন্দ্রবদন পরব্রহ্ম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি ॥ ১১২ ॥

কাল প্রশস্ত বা অনন্ত এবং বিষ্ণুভক্তি ফল অত্যন্ত মহৎ। কালবশেই হউক বা বিষ্ণুভক্তি ফলেই হউক এই জগতে কখন কেহ মৎকৃত এই গ্রন্থের গুণগ্রাহক হইবে ॥ ১১৩ ॥

শ্রীনারায়ণ ভট্টশ্রেষ্ঠের নিকটে নারায়ণ ভক্তিভূষানামা গ্রন্থ ও

সাঙ্গোপাঙ্গ শাস্ত্র সকল অধ্যয়নপূর্ব্বক ভক্ত কৃপাদ্বারা আমার বুদ্ধ্যনুসারে জ্ঞান ও রহস্য সমূহ ভক্তির আধাররূপে জীব ব্রহ্ম-ভেদতত্ত্ববিষয়ে সাধুবাক্য মুক্তাবলীনামা এই শতশ্লোকী রচনা করিলাম॥ ১১৪ ॥

আমি যদি প্রমাদক্রমে এই গ্রন্থে কোন দুষ্ট কথা বলিয়া থাকি তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া প্রবীণ ব্যক্তিগণ শোধন করুন। কেননা চলিষ্ণু ব্যক্তির পদ কখন কখন স্খলিত হয় এবং বক্তা মোহ হইতে অনেক সময় বিরুদ্ধ কথা বলিয়া থাকেন ॥ ১১৫ ॥

গুণিগণ বিরচিত কাব্যে খলপুরুষ কেবল দোষই অন্বেষণ করিয়া থাকে গুণ অন্বেষণ করে না। প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহমধ্যে যেরূপ পিপীলিকা ছিদ্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকে তদ্রূপ ॥ ১১৬ ॥

যাহারা মৎসরতা ক্রমে হতবুদ্ধি তাহারা অবশ্য দোষ দেখিয়া থাকেন অর্থাৎ গুণজ্ঞ সকল গুণই গণনা করুন্। যাঁহারা দোষ না দেখিয়া কেবল গুণ আলোচনা করেন তাঁহারা পরম সাধু, অতএব পরিতোষ করুন্ ॥ ১১৭ ॥

হে ভাগবতোত্তমগণ যদি এই জগতে শুদ্ধভক্তি বাঞ্ছিত হয়, তাহাহইলে গৌড়পূর্ণানন্দ কবিকৃত ভগবান্ ও জীবের ভেদাশ্রিত তত্ত্বাতত্ত্ব বিবেকবাক্যমণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুভক্তিসম্মত নির্ম্মল মুগ্ধ পদমধুর প্রবন্ধ পাঠ করুন্ ও শ্রবণ করুন্ ॥ ১১৮ ॥

নানালঙ্কারযুক্ত মৃদুমধুর পদবিন্যাস দ্বারা সম্বর্দ্ধিতসৌন্দর্য্য অমৃত সদৃশবাক্য সমূহ দ্বারা সুললিত চারুসর্ব্বাঙ্গযুক্ত, বিজ্ঞদিগের আনন্দের একমাত্র ভূমি, সর্ব্বগুণদ্বারা সুন্দর, দোষমাত্র বিহীন এই তত্ত্বমুক্তাবলী সর্ব্বদা ভক্তগণের কণ্ঠদেশে বাস করুন্॥১১৯॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোঃ অষ্টকালীয়
লীলাস্মরণ মঙ্গল স্তোত্রং।

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভোশ্চরণয়ো র্যা কেশশেষাদিভিঃ
সেবাগম্যতয়া স্বভক্তবিহিতা সান্তৈর্যয়া লভ্যতে।
তাং তন্মানসিকীং স্মৃতিং প্রথয়িতুং ভাব্যা সদা সত্তমৈ
র্নৌমি প্রাত্যহিকং তদীয়চরিতং শ্রীমন্নবদ্বীপজং ॥ ১ ॥

রাত্র্যন্তে শয়নোত্থিতঃ সুরসরিৎ স্নাতো বভৌ যঃ প্রগে
পূর্ব্বাহ্নে স্বগণৈর্লসত্যুপবনে তৈর্ভাতি মধ্যাহ্নকে।
যঃ পুর্য্যামপরাহ্নকে নিজগৃহে সায়ং গৃহেঽথাঙ্গনে
শ্রীবাসস্য নিশামুখে নিশিবসন্ গৌরঃ সনো রক্ষতু ॥ ২ ॥

রাত্র্যন্তে পিককুক্কুটাদি নিনদং শ্রুত্বা স্বতল্পোত্থিতঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সম্ভাষ্য সন্তোষ্য তাং।
গত্বান্যত্র ধরাসনোপরিবসন্ স্বস্তিঃ সুধৌতাননো
যো মাত্রাদিভিরীক্ষিতোতিমুদিত স্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৩ ॥

প্রাতঃ স্বঃ সরিতি স্বপার্ষদবৃতঃ স্নাত্বা প্রসূনাদিভি
স্তাং সংপূজ্যগৃহীত চারুবসনঃ স্রক্চন্দনালঙ্কৃতঃ।
কৃত্বা বিষ্ণু সমর্চ্চনাদিসগণো ভুক্ত্বান্নমাচম্য চ
দ্বিত্রং চান্য গৃহেক্ষণং স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বাহ্নে শয়নোত্থিতঃ সুপয়সা প্রক্ষাল্যবক্ত্রাম্বুজং
ভক্তৈঃ শ্রীহরিনামকীর্ত্তনপরৈঃ সাঙ্গঃ স্বয়ং কীর্ত্তয়ন্।
ভক্তানাং ভবনেঽপি চ স্বভবনে ক্রীড়ন্ নৃণাং বর্দ্ধয়
ত্যানন্দং পুরবাসিনাং য উরুধা তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৫॥

মধ্যাহ্নে সহ তৈঃ স্বপার্ষদগণৈঃ সঙ্কীর্ত্তনাদীদৃশং
সাদ্বৈতেন্দুগদাধরঃ কিল সহ শ্রীলাবধূতপ্রভুঃ।

আরামে মৃদুমারুতৈঃ শিশিরিতৈ র্ভৃঙ্গদ্বিজৈর্নাদিতে
স্বং বৃন্দাবিপিনং স্মরন্ ভ্রমতি যঃ স্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৬॥
যঃ শ্রীমানপরাহ্নকে সহগণৈ স্তৈস্তাদৃশৈঃ প্রেমবাং
স্তাদৃক্ষুস্বয়মপ্যলং ত্রিজগতাং শর্ম্মাণিবিস্তারয়ন্।
আরামাত্তত এতি পৌরজনতা চক্ষুশ্চকোরোড়ুপো
মাত্রা দূরমুদেক্ষিতো নিজগৃহং তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৭ ॥
যস্তিস্রোতসি সায়মাপ্ত নিবহৈঃ স্নাত্বা প্রদীপালিভিঃ
পুষ্পাদ্যৈশ্চ সমর্চ্চিতঃ কলিত সৎপট্টাম্বরঃ স্রগ্ধরঃ।
বিষ্ণোস্তৎ সময়ার্চ্চনঞ্চ কৃতবান্ দীপালিভিস্তৈঃ সমং
ভুক্তান্নানি সুবীটিকামপি তথা তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৮ ॥
যঃ শ্রীবাসগৃহে প্রদোষসময়ে হৃদ্বৈতচন্দ্রাদিভিঃ
সর্ব্বৈর্ভক্তগণৈঃ সমং হরিকথাং পিযূষমাস্বাদয়ন্।
প্রেমানন্দ সমাকুলশ্চ চঞ্চধীঃ সঙ্কীর্ত্তনে লম্পটঃ
কর্ত্তুং কীর্ত্তন মূর্দ্ধমদ্যমপর স্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ৯ ॥
শ্রীবাসাদিভিরাবৃতো নিজগণৈঃ সার্দ্ধং প্রভুভ্যাংনট
ন্নুচ্চৈস্তালমৃদঙ্গবাদনপরৈর্গায়স্তিরুল্লাসয়ন্।
শ্রীমান্ শ্রীলগদাধরেণ সহিতো নক্তং বিভাত্যদ্ভুতং
স্বং গৌরে শয়নালয়ে স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ১০ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গবিধোঃ স্বধামনি নবদ্বীপেহষ্ট কালোদ্ভবাং
ভাব্যাং ভব্যজনেন গোকুল বিধোর্লীলাস্মৃতেরাদিতঃ।
লীলাং দ্যোতয়দেতদত্র দশকং প্রীতান্বিতো যঃ পঠেৎ।
তং প্রীণাতি সদৈব যঃ করুণয়া তং গৌরমধ্যেম্যহং ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীমন্মহাপ্রভুষ্টকালীয় লীলাস্মরণ মঙ্গল স্তোত্রং সমাপ্তং।

শ্রীজগজীবন মিশ্র প্রণীত

মনঃসন্তোষণী।

সম্পূর্ণ।

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ।

মনস্‌সন্তোষণী।

প্রথমস্ সর্গঃ।

মঙ্গলাচরণ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
অদ্বৈতআচার্য্য জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শ্রীশ্রীগুরুদেবের বন্দিয়ে পদদ্বন্দ্ব।
যাঁহার কৃপায় খণ্ডে ভবপাশ বন্ধ॥
তৎপরে বন্দনা করি চৈতন্যচরণ।
যা হৈতে অজ্ঞান তম হয় নিবারণ॥
পূর্ব্ব মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তুর নির্দ্দেশ আশীর্ব্বাদ নমস্কার॥
তাহার সূচনা তবে করি অল্পাক্ষরে।
এ তিন লক্ষণ আছে তাহার ভিতরে॥
পূর্ব্বে ব্রজবিলাসেতে শ্রীনন্দনন্দন।
রাধা সঙ্গে করিলেন প্রেমআস্বাদন॥
রাধা-প্রেম-রত্নে ঋণী হইলা শ্রীকৃষ্ণ।
শোধিতে সে ঋণ চিত্তে রহিলা সতৃষ্ণ॥
আদ্য কলিকালে আসি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
রাধা ভাব কান্তি অঙ্গে করিয়া ধারণ॥

প্রাদুর্ভূত হইলা শ্রীনবদ্বীপ মাঝে।
রাধাঋণচিন্তামণি শোধিবার কাযে॥
এই মাত্র হইলেক বস্তুরনির্দ্দেশ।
শুন এবে আশীর্ব্বাদ সূচনা বিশেষ॥
প্রভুর চরিত্র যেন গম্ভীর সমুদ্র।
সর্ব্বতত্ত্ব নাহি জানেন ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র॥
তার সূচনাতে হৌক জগতে কল্যাণ।
জগত তারণ প্রভু অতি কৃপাবান॥
সর্ব্বঅবতারী প্রভু পতিতপাবন।
তার পাদপদ্মদ্বন্দ্বে করিয়ে বন্দন॥
প্রদ্যুম্নমিশ্রের পদে প্রণতি আমার।
যাহা হৈতে হৈল এই গ্রন্থের প্রচার॥
যত্নক্রমে নানাতন্ত্র এক এক করিয়া।
সে সব গ্রন্থের তাহা সার উঠাইয়া॥
অল্পাক্ষরে চৈতন্য উদয়াবলী নাম।
এই গ্রন্থে কৈলা চৈতন্যের গুণগ্রাম॥
প্রভুর আদেশে এই গ্রন্থ বিরচিলা।
নিজ গ্রন্থ শেষে পরিচয়ে ব্যক্ত হৈলা॥
প্রভুর জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রদ্যুম্ন মিশ্রবর।
তাঁহার পদদ্বন্দ্বে মোর প্রণতি বিস্তর॥
শ্রীজগজীবন মিশ্র দীন হীন যিনি।
তাহার ভাষার্থে কৈল মনঃসন্তোষণী॥

গ্রন্থারম্ভ।

শ্রীহট্ট দেশেতে ছিলেন মধুকর মিশ্র।
যারে মান্য করে কত পণ্ডিত সহস্র॥
পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণী পরমতপস্বী।
জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞতম অত্যন্ততেজস্বী॥
বরেতে পাইলা তিনি কতিপয় গ্রাম।
অত্যন্ত সৎকর সেই গুণে অনুপম॥
বরপ্রাপ্ত হেতু নাম বরগঙ্গা থৈলা।
বহুকাল সুখভোগ সে স্থানে করিলা॥
চারিপুত্র মিশ্রের হইলা গুণবান।
সুব্রহ্মণ্য প্রতাপী সকলি মতিমান॥
সর্প এক জন্মিলা হইলা পঞ্চপুত্র।
সকলেই পূজ্যতম মান্য যত্র তত্র॥
সবার মধ্যস্থ পুত্র ছাড়ি পিতৃস্থান।
তপস্যাতে গেলেন কৈলাশ সন্নিধান॥
শ্রীমান উপেন্দ্র মিশ্র নাম যাঁর খ্যাত।
স্বদেশে মান্য ধন্য তপস্বী বিখ্যাত॥
কৈলাশ নিকটে মহদ্‌গুপ্ত বৃন্দাবন।
সর্ব্বলোকে মান্য স্থান অতি মনোরম॥
ইক্ষু নাম্নী নদী তার পূর্ব্বদিকে স্থিতি।
কালিন্দী সদৃশী রমণীয়া স্রোতস্বতী॥
দক্ষিণেতে বৃদ্ধ গোপেশ্বর শিবলিঙ্গ।
পৃষ্ঠে জটাভার যার দেখিতে সুরঙ্গ॥

শিবগঙ্গাতীরে শিব বাঞ্ছিতার্থ প্রদ।
যারে কৃপা হয় তার অতুল সম্পদ॥
কৈলাশ উত্তরে কুণ্ড গুপ্ত অতিশয়।
অমৃতাখ্য কুণ্ড সেই অলৌকিক হয়॥
কোন ভাগ্যবানে তাহা পূর্ব্বে দৃষ্ট হৈল।
অদ্য মহৎ পাষাণেতে আচ্ছাদিত কৈল॥
তথাতে উপেন্দ্র মিশ্র শোভা ভার্য্যা সঙ্গে।
তপস্যা করিলা বহু মনোনীত রঙ্গে।
অনন্য মনস্ক হইয়া নিরাকুলে রয়।
নারায়ণ পরায়ণ দুহুঁ অতিশয়॥
অতঃপরে মিশ্রের জন্মিলা সপ্তপুত্র।
সুব্রহ্মণ্য বিষ্ণুভক্ত অত্যন্তপবিত্র॥
কংসারি পরমানন্দ জগন্নাথ মিশ্র।
সর্ব্বেশ্বর পদ্মনাভ জনার্দ্দন মিশ্র॥
ত্রিলোকনাথ মিশ্র হন সবার অনুজ।
গুণী গণ্য মান্য ধন্য সর্ব্বে মহাভুজ॥
ইতিমধ্যে জগন্নাথ মিশ্র যিনি হন।
পদ্ম পুরাণেতে আছে তার বিবরণ॥
তাহার প্রমাণ সবে শুনহ সম্প্রতি।
ভগবৎ আদেশ ছিল দেবগণ প্রতি॥
শ্রীজগজীবন মিশ্র যাঁহার আখ্যান।
মনঃসন্তোষণী ভাষা করিলা ব্যাখান॥

তুষ্ট হৈয়া ভগবান, সর্ব্বদেবগণ স্থান,
কহিলেন এই মাত্র বাক্য।

সবে যাঞা ক্ষিতিতলে, জন্ম লও নিরাকুলে,
আমাদের হইয়া সুপক্ষ ॥
আমি যাঞা গৌররূপে, জন্মিব শ্রীনবদ্বীপে,
শচীদেবীর গর্ভ সিন্ধুমাঝে।
হরি নাম সংকীর্ত্তনে, প্রচারিবা সর্ব্বজনে,
নিস্তারিব এই মোর কাযে ॥

তথাহি পাদ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যং ;—

দিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং বৈ সুরেশ্বরাঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

অপি চ ব্রহ্মযামলে ;—

সন্তুষ্টো ভগবান্ কৃষ্ণস্তোত্রেণানেন ব্রহ্মণঃ।
উবাচ স্বমতং বাক্যং দেবানাং মধুসূদনঃ ॥
কেচিদ্যূয়ং দেবগণাঃ জায়ধ্বং পৃথিবীতলে ॥
অথবা ত্রিদশা যান্তু ভূত্বা মদ্ভক্তরূপিণঃ ॥
ভবিষ্যামি চ চৈতন্যঃ কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে।
হরিনাম প্রদানেন লোকন্নিস্তারয়াম্যহং ॥

এই আজ্ঞা হৈল যবে, সর্ব্ব দেব আসি তবে,
ভক্ত বৃন্দ হইয়া জন্মিলা।
কশ্যপ আসিয়া ভূমে, জগন্নাথ মিশ্র নামে,
উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র হৈলা।
অদিতি দেবের মাতা, হৈয়া সর্ব্বগুণান্বিতা,
জন্মিলেন লীলা পরচারে।
নবদ্বীপ মধ্যে আসি, শচী নাম পরকাশি,
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঘরে ॥

ব্রহ্মা শিব আদি যত, মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র কত,
জন্মিলেন ভুবন পাবন।
বৈষ্ণব হইয়া শেষে, রহিলেন দেশে দেশে,
প্রভু জন্ম প্রতীক্ষা কারণ॥
স্বপ্নে প্রভু আজ্ঞা পাঞা, নিজ মন বুঝাইয়া,
শ্রীজগজ্জীবন মিশ্রাখ্যান।
বন্দি প্রভু পদধূলি, চৈতন্য উদয়াবলী,
শ্লোকার্থের করিল ব্যাখান॥

ইতি মনস্‌সন্তোষণী ভাষায়াং প্রথমস্ সর্গঃ।

দ্বিতীয়স্ সর্গঃ।

উপেন্দ্র মিশ্রের, গৃহে নিরন্তর, সাতটী সন্ততি শোভা।
সরোবরে যেন, বিকশে নলিন, হেন জন মনলোভা॥
সকল হইতে, রূপ লাবণ্যেতে, ভাল দেখি জগন্নাথে।
সুবোধ দেখিয়া, সুযশ শুনিয়া, আনন্দিত হৈয়া চিতে॥
ব্যাকরণ আদি, শাস্ত্র নিরবধি, পাঠাইলা যত্ন করি।
শাস্ত্রেতে আবেশ, দেখিয়া হরিষ, পিতার হইল ভারি॥
বিশেষ বিদ্বান, হইতে সন্তান, পিতার লালসা থাকে।
এই অভিলাষে, নবদ্বীপ বাসে, পাঠাইয়া দিলা তাকে॥
সে স্থানেতে যাঞা, সুপণ্ডিত চাঞা, গুরু সন্নিধানে রৈ।
গঙ্গাতীরে টোলে, রহিলেন ফলে, বিদ্যার্থির মান্য হৈ॥
নিরন্তর শ্যাম, বেদ অনুপাম, পড়িলেন মতিমান।
সৃষ্টি স্থিতি লয়, সবের আশ্রয়, নারায়ণ হৈল জ্ঞান॥

পঠনীয় সব, করে অনুভব, পুণ্য নিকেতন তায়।
যুবক সুধন্য, অধ্যাপকে মান্য, সর্ব্বজনে প্রিয় গায়॥
সম রূপবান, নাহি দেখি আন, গুণান্বিত কেবা আছে।
ঈক্ষণে ভাষণে, লক্ষণে ভূষণে, কেবা তুল্য তান কাছে॥
পরস্পর কত, স্ত্রীপুরুষ যত, তাকে প্রসংশয় প্রায়।
চতুর্দ্দিকে নরে, সদালাপ করে, কি আশ্চর্য্য হায় হায়॥
শুনি গুণ রূপ, ভুবনে অনুপ, সুন্দর তাহার কীর্ত্তি।
হরিষ হইয়া, দেখিল আসিয়া, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী॥
দেখিয়া তাহার, শার্দ্দূলের প্রায়, সকল নরের মাঝে।
হ'তে কন্যারত্ন, করিয়া সুযত্ন, সমর্পিব দ্বিজরাজে॥
কন্যা ভাগ্যবতী, যদি তার পতি, অবশ্য হইবে ইনি।
সুশীল সুশীলা, দুহার মিলিলা, চন্দ্রেতে যেন রোহিণী॥
ইহা করি মনে, ভার্য্যার সদনে, যাঞা নিজ নিকেতনে।
মনের আহ্লাদে, কহিল সম্বাদে, যাহা নিজ মনে মনে॥
চক্রবর্ত্তিজায়া, হৃষ্টমনা হৈয়া, ইষ্ট কুটুম্বেতে ভোর।
শ্রীজগজীবনে, বলে কন্যাদানে, যথার্থ সুযোগ্য বর॥

কিয়ৎকাল পরে, আনিয়া মিশ্রেরে, স্বকীয় বাসরে, আনন্দ মনে।
সময় পাইয়া, মঙ্গল করিয়া, সুখে দিলা বিয়া, অতি যতনে॥
পড়ি বেদশাস্ত্র, জগন্নাথ মিশ্র, পণ্ডিত সহস্র, সাক্ষাতে বসি।
যজ্ঞ সমাপন, করিয়া তৎক্ষণ, হৃষ্ট হৈল মন, পাঞা প্রেয়সি॥
বিবাহের পরে, চক্রবর্ত্তিঘরে, রহিলা সাদরে, হইয়া ভোর।
পণ্ডিত হইয়া, রসেতে মজিয়া, শচীয়া লইয়া, আপন কোর॥
কিন্তু সদা কাল, নাহিক জঞ্জাল, গত হৈল কাল, দুহার সুখে।

ধর্ম্মেতে তৎপর, জপ নিরন্তর, গোবিন্দ সুন্দর, তুহার মুখে॥
নারায়ণ তপ, নারায়ণ জপ, নারায়ণ রূপ, সদাই মনে।
তার পুণ্যরাশি, সতত প্রকাশি, পুরে দশ দিশি, তুহার গুণে॥
অতঃপরে রাণী, শচী সুবদনী, হইলা গর্ভিণী, ভাগ্যের ভরে।
ক্রমেতে সন্ততি, প্রসবে সুমতি, বিশ্বরূপ খ্যাতি, সম্প্রতি হয়ে॥
বিশ্বরূপ নাম, অতি গুণধাম, পুরাইল কাম, বালক কালে।
দিব্যজ্ঞান পাঞা, বৈরাগ্য করিয়া, গেলেন চলিয়া, অতি সকালে॥
না দেখে বৎসেরে, হাহাকার করে, কাহার শরীরে, এ জ্বালা সয়।
অনিত্য সংসার, কেবা হয় কার, যার ভার ভার, রহিতে হয়॥
শচী মিশ্র সাতে, পুত্রের শোকেতে, হইল মূর্চ্ছিতে, পড়িল ধরা।
যত বন্ধুজনে, করিলা সান্ত্বনে, মধুর বচনে, আসিয়া ত্বরা॥
শ্রীরামজীবন, সুত অভাজন, শ্রীজগজীবন, মনঃসন্তোষণী।
ভাবার্থ বচনে, প্রভুর চরণে, অযোগ্য বচনে, করিল ধ্বনি॥

বিশ্বরূপ যাইতে জগন্নাথ সুপণ্ডিত।
হইলেন শোকান্বিত হৃদয়ে চিন্তিত॥
স্ফূর্ত্তি হৈল জন্মস্থান জনক জননী।
বিষণ্ণ বদনে কহে ভার্য্যা প্রতি বাণী॥
জন্মস্থান শ্রীহট্টদেশে জনক জননী।
কি জানি কিভাবে আছেন আমিতো না জানি॥
শুন শুন প্রিয়ে মম পিতৃ মাতৃ শাপে।
ঘটিল আমার কিম্বা এত পরিতাপে॥
অতএব যায় আমি দেখিতে তুহারে।
পিতৃ মাতৃ সন্নিধানে তোমা সহকারে॥

তৎকালে উপেন্দ্রমিশ্র পত্রী পাঠাইলা।
পুত্র আগমন বার্ত্তা পত্রীতে লিখিলা॥
পত্রী পাঞা জগন্নাথ ভার্য্যার সহিতে।
শীঘ্র চলিলেন দেশে পিতার সাক্ষাতে॥
এথা আসি মিশ্র পুরন্দর মতিমান।
পিতৃসেবা পরায়ণ হইলা বিদ্বান॥
তান পত্নী শাশুড়ী শুশ্রূষা পরায়ণা।
শ্বশুরের শুশ্রূষণে অতি বিচক্ষণা॥
নারীগণে ধন্যামান্যা শচী প্রজ্ঞাশীলা।
শ্বশ্রূ সন্নিধানে থাকি কার্য্য কর্ম্ম কৈলা॥
পরমানন্দ মিশ্রের ভার্য্যা যিনি হন।
সুশীলা তাঁহার নাম সুহাস্য আনন॥
শচীকে পুত্রীর তুল্য প্রতিপাল্য কৈলা।
ভক্ষ্য ভোজ্য নানা বস্তু ভোজন করাইলা॥
কিছু কাল পরে শচী সর্ব্বদেব মাতা। * *
তার গর্ভে ভগবান কৈলা অধিষ্ঠান॥
সে রাত্রে আকাশ বাণী কৈলা ভগবান।
শচীর শাশুড়ী শোভা দেবী সন্নিধান॥
শুন শোভে নিত্যধর্ম্ম পরায়ণা এবে।
তব স্নুষা গর্ভে আমি হব আবির্ভাবে॥
অতএব পুত্র পুত্রবধূকে একালে।
নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেহ যে সকালে॥
অন্যথাচরণ যদি কর ভাগ্যবতী।
বিপত্তি ঘটিবে তব জানিও সম্প্রতি॥

আকাশ বাণীতে শোভা মনে ভয় পাঞা।
পতিস্থানে কহিলেন প্রভাতে যাইয়া॥
রজনীর বিবরণ অদ্ভুত সকল।
নিবেদিতে হইলেন আখি ছল ছল॥
দুঃখ অতি সকাতর মানস হইয়া।
শোকে হর্ষে পুত্রেরে আনিলা ডাক দিয়া॥
রাত্র জাত বৃত্তান্ত কহিলা পুত্র কাছে।
তুমি নবদ্বীপে গেলে সুমঙ্গল আছে॥
তব পত্নী গর্ভে জগৎকর্ত্তা ভগবান।
অধিষ্ঠিত হইয়াছেন শুনি তুষ্ট প্রাণ॥
তুমি নবদ্বীপে যাবে বৃদ্ধমোরে ছাড়ি।
ইহ দুঃখ প্রাণে মোর সহিতে না পারি॥
শ্রীজগজ্জীবন বলে মিশ্র মহাশয়।
দশরথের দশা এবে ঘটিল নিশ্চয়॥

পিতার আদেশে, নবদ্বীপ দেশে, জগন্নাথ মিশ্র রাই।
ভার্য্যার সহিতে, চলিলা যাইতে, অনেক করিয়া ঠাই॥
যাত্রার সময়, স্বল্পগর্ভা হয়, শচী জগন্নাথ জায়া।
যাইতে ভিন্ন দেশ, সবে পায় ক্লেশ, ছাড়িতে না পারে মায়া॥
প্রাজ্ঞ জগন্নাথ, জোড় করি হাত, প্রণমি পিতার পায়।
মাতার চরণ, ধূলিতে তৎক্ষন, ভূষিত করিয়া কায়॥
জ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠপ্রিয়া, সবাকে বন্দিয়া, যাত্রা করে হরি স্মরি।
যার যেই মনে, মঙ্গল তখনে, করিলেন নর নারী॥
গমন সময়, শোভা দেবী কয়, শচীকে মধুর বাণী।
তুমি বধূ মোর, সুশীলা সুন্দর, মম আজ্ঞানুকারিণী॥

শুন মা তোমার, গর্ভের মাঝার যে পুরুষ জনমিবা।
দেখিতে তাঁহারে, বাসনা অন্তরে, এথা পাঠাইয়া দিবা॥
স্বীকৃতা হইয়া, শ্বশ্রূকে বন্দিয়া, শ্রেষ্ঠ লোকে প্রণমিলা।
ভার্য্যার সহিতে, মিশ্র জগন্নাথে, নবদ্বীপে চলি গেলা॥
প্রভুর চরণে, জীবন জীবনে, করি কর কৃতাঞ্জলি।
দ্বিতীয় সর্গের, ভাষা বিরচিল, মনে হই কুতূহলি॥

ইতি মনঃসন্তোষণী ভাষায়াং দ্বিতীয়স্ সর্গঃ।

তৃতীয়স্ সর্গঃ।

পূর্ণ গর্ভবতি, শচী ভাগ্যবতী, হইলেন কতদিনে।
কলিতে সুধন্য, সর্ব্বজন মান্য, নবদ্বীপে মনোরমে॥
তারিতে জগতে, শচী গর্ভ হৈতে, চৌদ্দশত সপ্ত শকে।
শ্রীচৈতন্য হরি, স্বয়ং রূপ ধরি, অবতীর্ণ হৈলা লোকে॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা, সন্ধ্যা নিরূপমা, তাহাতে গৌরাঙ্গ শশি।
অদ্বৈত ভাবিত, সর্ব্বত্র ব্যাপিত, উদয় হইলা আসি॥
নবদ্বীপ নাম, অতি গুণধাম, হরি সংকীর্ত্তন তায়।
গঙ্গার দক্ষিণে, পুণ্য নিকেতনে, প্রকাশিত নদীয়ায়॥
তন্ত্র বিশ্বসার, প্রমাণ ইহার, কহিলেন মহাদেবে।
চৈতন্য করুণা, মোরে কি হবেনা, শ্রীজগজ্জীবনে ভাবে॥

গৌরচন্দ্রস্য রূপবর্ণনং।

কৈছন রূপ, অনূপ বর কাঞ্চন, মুচকি মুচকি মুখহাস।
দামিন দমক, চমক চিত চঞ্চল, তাঁহি মে করতঃ নিবাস॥

দশ নথ ছন্দ, চান্দ মদ ভঞ্জন, নও নও দারিম ফোর।
অধর লাল, লাল বর সোহন, নিরখু সবহি বিভোর॥
নয়ন বাণ, বাণ পরিশিক্ষণ, সতত বাতাওত কাকে।
ভুক কেহি জোতি, জীতি সউ কার্ম্মুক, পৈঠল আথ উপরমে॥
শ্রউণ বরণ, অরুণাবলি নিন্দিত, গণ্ড মুকুর বিছু ভানু।
সোবরণ সাপকি, পেথম গঞ্জিত, কর যুগ লম্ব আজানু॥
শির পর কেশ, বেশ মন-মোহন, শিথি আনা কণ্ঠকি কাঁতি।
লোহিত থল, কমলা বলি রাজিত, চরণ যুগল কহি ভাতি॥
উরু গুরু চারু, কদলিতরু গঞ্জন, রোমকি বিবর অঙ্গে।
তাহিমে ঐছল, রোম সব শোহন, চিকন রেথ স্থরঙ্গে॥
ঐছল মুরত, আথি ভরি দেথত, মতান্তর হই মাতারি।
ঐছল পতিকো, দেথাওল লানি, ফোকরি শচীবর নারী॥
সব নর নারী, নিরন্তর ভাষণ, রূপ দরশন অনুরাগে।
ঐছে অনূপ পহু, হৃদি নহি পৈঠল, জগত জীবন কি অভাগে॥

নিশি হৈল সুপ্রভাত, মিশ্রবর জগন্নাথ,
মহানন্দে স্বর্ণ দান কৈলা।
আনি সব চক্রবর্ত্তি, যেন শাস্ত্র মূর্ত্তিমতি,
কোষ্ঠিকা গণন করাইলা॥
চিহ্ন মহাপুরুষের, ধ্বজ বজ্র কলেবর,
পীতাম্বর কৌস্তুভাদি শোভা।
বনমালা কণ্ঠদেশে, দেথি কোন প্রাজ্ঞ লোকে,
মিশ্রকে দেথাইল মনলোভা॥
শ্রীবিশ্বম্ভর নাম, রাথিলেন গুণধাম,

মিশ্র পুরন্দর হৃষ্ট হৈয়া।
সর্ব্বদিকে সর্ব্বজন, রূপ লাবণ্য বর্ণন,
করিতে লাগিলা হর্ষ হৈয়া॥
অলৌকিক কর্ম্ম যত, দেখি হৈলা চমকিত,
আকাশেতে হরি সংকীর্ত্তন।
গ্রামবাসী যত লোক, খণ্ডিলেক দুঃখ শোক,
পরম বিস্ময় হৈল মন॥
জনার্দ্দন মিশ্রসুত, শ্রীজগজ্জীবন হত,
ভক্তিহীন—চৈতন্যের যেহো।
চৈতন্য উদয়াবলী, শ্লোকার্থের ভাষাবলি,
রচি চিত্ত প্রবোধিল সেহো॥

অতঃপরে জগন্নাথ মিশ্র মহাশয়।
স্বদেহ ত্যজিয়া পরম্পদ প্রাপ্ত হয়॥
তান শ্রাদ্ধ আদি ক্রিয়া গৌরাঙ্গ সুন্দর।
করিলেন যত্নক্রমে লোকে সুগোচর॥
তৎপরে শ্রীশচীমাতার আজ্ঞা অনুসারে।
বঙ্গদেশে গেলা প্রভু প্রয়োজনান্তরে॥
গৌরাঙ্গের ভার্য্যা নাম লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
বিরহে দেহ ত্যজিলা হৈয়া অভিমানী॥
ঘরে আসি মহাপ্রভু নবদ্বীপ শশী!
তান শ্রাদ্ধ আদি কৈলা মনে হর্ষ ভাষি॥
তৎপর জননী আজ্ঞা বশীভূত হৈয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বিভা কৈলা মঙ্গল করিয়া॥

কিন্তু সর্ব্বকাল প্রভু ভক্তবৃন্দ সঙ্গে।
হরিনাম সংকীর্ত্তন করেন বহু রঙ্গে॥
ইহাতে পাষণ্ড লোক সদা নিন্দা করে।
তাহা দেখি চিন্তা প্রভু পাইলা অন্তরে॥
উদ্বিগ্ন মানস প্রভু হৈলা পরিপূর্ণ।
জীব নিস্তারের হেতু মোর অবতীর্ণ॥
এক্ষণে দেখিয়ে তাহা বিপর্য্যয় হয়।
ইহা ঘুচাইব আমি মনে হেন লয়॥
উদ্ধব সদৃশ আমি সন্ন্যাস করিব।
ধরণীতে দুষ্ট লোক কিছু না রাখিব॥
নিশ্চয় করিয়া মনে ভাবয়ে বিরলে।
কেশব ভারতী প্রাপ্ত হৈলা সেইকালে॥
রাত্রে চলি গেলা প্রভু ভারতীর স্থানে।
সন্ন্যাসী হইলা প্রভু জীব নিস্তারণে॥
শান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘরে গৌর রায়।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যাঞা রহিলা তথায়॥
নিত্যানন্দ শচীমাকে এথা আনাইলা।
দেখি মহাপ্রভু মনে বিষয় পাইলা॥
শচীদেবী রোদন করেন দুঃখমনা॥
মিষ্ট বাক্যে প্রভু তাকে করিলা সান্ত্বনা।
সে সময়ে শচীমাতা নিকটে বসাইয়া।
পুত্রেরে কহিলা বাক্য খেদান্বিত হৈয়া॥
শুন বাছা নিমাই আমার প্রাণধন।
বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ মোর না রহে জীবন॥

আর এক কথা কহি শুন বাছাধন।
তব পিতামহী সঙ্গে প্রতিজ্ঞা বচন॥
তুমি মোর গর্ভে যবে বসতি করিলা।
আমাকে প্রতিজ্ঞা তেহো তখনে করাইলা॥
শুন বধূ তোমা গর্ভে পুরুষ যে হবে।
তাকে পাঠাইয়া তুমি মোরে দেখাইবে॥
ইহা অঙ্গীকার করি আইনু নবদ্বীপে।
ইহা যদি পূর্ণ তুমি কর কোনরূপে॥
তবে সে প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্টা না হইব আমি।
ইহ পারত্রিকে বাপ ত্রাণকারী তুমি॥
এই মাতৃ বাক্য শুনি শ্রীচৈতন্য হরি।
অঙ্গীকার কৈলা বাক্য বাঞ্ছা পূর্ণ করি॥
গুপ্তভাবে উপক্রম যাইতে করিলা।
তাতে কত পণ্ডিত পামর নিস্তারিলা॥
আদ্যে বরগঙ্গা আসি দিলা দরশন।
প্রপিতামহের যেই পালিত শাসন॥
তাহে কোন লীলা প্রভু কৈলা প্রকটন।
তাহার বৃত্তান্ত এবে করহ শ্রবণ॥
শ্রীজগজ্জীবন দীন শ্রোতাগণ প্রতি।
কৃতাঞ্জলি করি কহে ঐ যে ভারতী॥
গুণি জনে অজ্ঞ জ্ঞানে তুচ্ছ না করিবা।
চৈতন্যের তত্ত্ব জ্ঞানে ইহ আদরিবা॥
আমি অজ্ঞ নির্লজ্জ চৈতন্যে ভক্তিহীন।
সর্ব্বদা শঠের ন্যায় অতি কুপ্রবীণ॥

শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্রের শ্লোকাবলী সুধা।
পানে নাহি গেল মোর বৈষয়িক ক্ষুধা॥
চৈতন্য উদয়াবলী সমুদ্রের কণা।
না স্পর্শিল মরুপ্রায় শুষ্ক এ বাসনা॥
চৈতন্য করুণা কণা আশা মনে ধরি।
রচিলাম ভাষার্থ আপন মনোহারি॥

মহাপ্রভুর বর গঙ্গা গমন।

প্রথমতঃ গৌর হরি, বরগঙ্গা নাম পুরী,
আসিয়া করিলা ভূপ্রবেশ।
প্রভু গৌরবর রায়, জানিলেন অভিপ্রায়,
প্রপিতামহের এই দেশ॥
হরি হরি হরি বলি, আনন্দেতে বাহু তুলি,
রাজপথে প্রভুর গমন।
মধ্যাহ্ন সময়ে প্রায়, চাসা লোকে হাল বায়,
দেখিয়া বিস্ময় হৈল মন॥
প্রভু কহেন মৃদু ভাষে, চাষা সকলের পাশে,
শুন শুন ওরে প্রাণ ভাই।
গরু সবে ক্লেশ পায়, দেখি প্রাণ বাহিরায়,
দয়া ধর্ম্ম তোমা সবের নাই॥
যদি থাকে মনে স্নেহ, গরু সবে ছাড়ি দেহ,
এই মাত্র আমি চাই ভিক্ষা।
তোমার হইবে পুণ্য, কৃষিতে যথেষ্ট ধান্য,
পাইবে সকলে হবে রক্ষা॥

ইহা শুনি চাষাগণ, তুচ্ছ করি সর্ব্বজন,
কহিলেন প্রভু সন্নিধান।
আমার নিয়ম ভাই, দুপ্রহর হাল বাই,
কে শুনিবে বাউল বিধান॥
যদি হরি হরি রব, করে এই গরু সব,
তুমি যাহা কর উচ্চারণ।
তবেত হালের গরু, মুই ছাড়ি দিতে পারু,
শিরে ধরি তুমার চরণ॥
এই বাক্য শুনি প্রভু, আনন্দ পাইয়া তবু,
হরি বোল বলিয়া উঠিলা।
এ সময়ে হরি বলি, আনন্দেত পুচ্ছ তুলি,
গরু সবে নাচিতে লাগিলা॥
ইহা দেখি চাষা সবে, চমৎকার পাইয়া তবে,
গ্রাম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া।
মধুকর মিশ্রবংশে, অতিশয় প্রশংসে,
দ্রুতগতি দেখাইলা আনিয়া॥
প্রভুর আশ্চর্য্য লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
বিস্ময় হইলা সর্ব্বজন।
দেখি প্রভু রূপগুণ, যত ব্যক্তি সুনিপুণ,
বন্দিলেন প্রভুর চরণ॥
আদর করিয়া পরে, মধুকর মিশ্রঘরে,
লৈয়া গেলা প্রভুকে সকলে।
তাহা একদিন থাকি, সকলেরে করি সুখি,
পশ্চাৎ আসিয়া বৃক্ষমূলে॥

পিতৃ জন্মস্থলে শেষে, গুপ্ত বৃন্দাবন দেশে,
গৌর হরি প্রয়াণ করিলা।
উপেন্দ্র মিশ্রের ভার্য্যা, বৃদ্ধা ধর্ম্মপরা আর্য্যা,
সর্ব্বদা চিন্তয়ে মনে মনে॥
কতদিনে নাতি মোর, আসিবে আপন ঘর,
দেখি জুড়াইবে মন প্রাণে॥
বৃদ্ধার চরণ তলে, শ্রীজগজ্জীবন বলে,
করপুটে করিয়া বিনয়।
চিন্ত চিন্তামণি হরি, অবশ্য করুণা করি,
দেখা দিবে হইয়া সদয়॥

তদন্তর তথা হৈতে শ্রীশচী নন্দন।
উপেন্দ্র মিশ্রের পুরে দিলা দরশন॥
হরি হরি শব্দ মুখে করি উচ্চারণ।
করিতে লাগিলা ইতস্ততঃ পর্য্যটন॥
দণ্ডীরূপে প্রভুকে দেখিয়া অকস্মাৎ।
সুশীলা আসিলা দ্রুত প্রভুর সাক্ষাৎ॥
মিশ্র পরমানন্দের পত্নী তিনি হন।
প্রভুর পিতৃব্য পত্নী শাশুড়ীকে কন॥
শীঘ্র আসি ঠাকুরাণী দেখহ আশ্চর্য্য।
ভিক্ষার্থে আসিল এক দণ্ডী ধীরবর্য্য॥
অল্প বয়স তার গৌর বর্ণ তনু।
নখ মধ্যে খেলে কত কোটী কোটী ভানু॥
যে দেখেছে নেত্র-কোণে বারেক উহারে।
আজন্ম জাগিবে তার চিত্তের মাঝারে॥

যদি বিধি, এই নিধি, দিত মোর ঘরে গো।
পুত্র সম, করি মম, পালিতু তাহারে গো॥
বাল্যকালে, যোগী হৈলে, কিশের অভাবে গো।
আহা মরি, দণ্ড ধরি, ইথে কি সম্ভবে গো॥
পিতা মাতা, সুহৃৎ ভ্রাতা, যদি কেহ ছিল গো।
এরে ছাড়ি, ঝুরি ঝুরি, তখনে মরিল গো॥
ইহা শুনি, ঠাকুরাণী, আসিয়া বাহিরে গো।
দেখি রূপ, অপরূপ, মানিলা অন্তরে গো॥
ঈশ্বরের, অবতার, এ বুঝি আসিলা গো।
গদ গদ, চিত্রপদ, বহু স্তব কৈল গো॥
কুশাসন, সমর্পণ, করি হরি কাছে গো।
ছল ছল, নেত্রে জল, হইলা তখনে গো॥
ঠাকুরাণী, বাক্য শুনি, জগৎ-জীবন গো।
মোর মন, দুঃখ কেন, বলা নাহি যায় গো॥

নম নররূপ হরি, তোমাকে প্রণাম করি,
রক্তপদ্ম দলকান্তি নেত্র।
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সুবর্ণের বর্ণ সেহ,
বিষ্ণু মূর্ত্তি আসিয়াছ অত্র॥
নমস্তে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, বাঞ্ছিতার্থ প্রদইষ্ট,
নারায়ণ স্বরূপ আপনে।
মোর বাঞ্ছা কর পূর্ণ, নাতিকে আনিয়া তূর্ণ,
দেখাও বাসনা এই মনে॥

পিতামহী আকিঞ্চন, শুনি শ্রীশচীনন্দন,
কৃপা করি কৃপার নিলয়।
শুন আর্য্যে তুমা কহি, আমি তোমার নাতি হই,
এইরূপ দিলা পরিচয়॥
শোভা কহে মৃদুস্বরে, ভাষিয়ে আনন্দনীরে,
আজি হৈল জনম সফল।
তুমি প্রভু সর্ব্বাধার, তুমি পুত্র পৌত্র কার,
আমি কহি ভ্রান্ত এ সকল॥
এত শুনি গৌরশশী, আর্য্যাকে কহিলা হাসি,
আপনে যে বলিলা বচন।
এই বাক্য পঞ্চামৃত, পান করি মোর চিত,
শীতল হইল প্রাণ মন॥
শ্রীকৃষ্ণেতে নিষ্ঠাভাব, তোমার হইয়াছে লাভ,
সর্ব্বোত্তম আশ্চর্য্য মহিমা।
যোগ শাস্ত্র আদি যত, তুমি সব অবগত,
ভক্তি তত্ত্ব তোমাতেই সীমা॥
করি এই বাক্য স্ফূর্ত্তি, হয়ে প্রভু কৃষ্ণ মূর্ত্তি,
শোভার সাক্ষাতে দাঁড়াইলা।
নবীন জলদ শ্যাম, লাবণ্যেতে কোটী কাম,
মাধুর্য্যকে তুচ্ছান্বিত কৈলা॥
শ্রীমুখে সুন্দর বংশী, অধরের সুধা শংসী,
সুন্দর মধুর ধ্বনী তায়।
সে শব্দ শুনিয়া কানে, কুল-গৌরবিনীগণে,
কুল-লজ্জা দূরে চলি যায়॥

ময়ূর পুচ্ছের চাক, বসাইয়া থাক থাক,
কেশ মধ্যে সুশ্রেণী বন্ধন।
নবীন জলদমাঝে, যেমন আশ্চর্য্য সাজে,
ইন্দ্র ধনু শ্রেণী বিনিন্দন॥
বঙ্কিম নয়ন-বাণ, হেরি যুবতীর প্রাণ,
স্থিরভাব ধরিবারে নারে।
দৃগঞ্চল পাতি তায়, গণ্ডের উপরে ভায়,
দেখি ধৈর্য্য বলি কেহ ধরে॥
অধর পল্লব তুল, লোহিত বন্ধুক ফুল,
তাহাতে মধুহাসি শোভা।
দেখি অধরের ছাঁদ, অর্দ্ধ বস্ত্র হয় ধান্দ,
গোপীমুখ চুম্বনের শোভা॥
মণি মকর কুন্তল, জ্যোতি দীপ্ত গণ্ডস্থল,
দর্পণে বিদ্যুৎ সম ভায়।
কর পদ বক্ষস্থলে, কৌস্তভাদি মণি দুলে,
কিরণে তমিশ্র দূরে যায়॥
হস্ত দেখি হয় ভ্রম, কন্দর্পের শ্রুব সম,
সাধ্বী ধর্ম্ম ঘৃতাহুতি দানে।
স্পর্শমাত্র করে যারে, সে কি রহিবারে পারে,
পূর্ণাহুতি দিতে চায় প্রাণে॥
কিবা দয়াল অবতার, জগতে কি আছে আর,
সর্ব্বত্রেতে সদয় হৃদয়।
তবে কেন মুই দীনে, কর প্রভু বঞ্চনে,
জগৎ জীবনে এই কয়॥

দেখি এই রূপদ্বয় শোভা ভগবতি।
বিস্ময় হইয়া রন শ্রীচৈতন্য প্রতি ॥
প্রভু দরশনে মনে ভ্রান্তি দূর হৈলা।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি কৃতার্থ মানিলা ॥
পুলকে পূর্ণিত হৈলা সাত্বিকী ভাবে।
চক্ষু জলধার আর অধৈর্য্য স্বভাবে ॥
তুষ্ট হৈয়া প্রভু তানে প্রবোধ করিলা।
গোপন করিতে রূপ, এবাক্য বলিলা ॥
তোমাকে যে দেখাইহ মোর নিজরূপে।
ইহা নাহি প্রকাশিবা তুমি কোন রূপে ॥
সর্ব্বযুগ অবতারী দেখি নিজ ঘরে।
শোভা পুনর্নতি স্তুতি করিলা বিস্তরে ॥
কারে প্রচারিব আমি প্রভু তব লীলা।
যাহা দেখি নেত্র মন সব জুড়াইলা ॥
কিন্তু এক নিবেদন করো অবধান।
তব পিতামহে যেই করিলা বিধান ॥
পূর্ব্ব স্থান ছাড়ি এই গুপ্ত বৃন্দাবনে।
তপস্যা করিলা আসি থাকিয়া নির্জ্জনে ॥
বৃত্তি হীন হৈয়া পঞ্চ পুত্র সহকারে।
সমাধি পাইলা তিনি দেহত্যাগ করে ॥
ভাল যেই দুই পুত্র ছিলা বর্ত্তমান।
অদ্য ভাল যেই সব আছয়ে সন্তান ॥
বৃত্তি হীন হৈয়া তারা করিবে কিমতে।
তাহার উপায় প্রভু করহ আপনে ॥

তুমি প্রভু সর্ব্বাধার কে তুমার ভিন্ন।
ইহা শুনি তুষ্ট হইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥
বৃদ্ধা সম্বোধিয়া প্রভু বলিলা বচন।
অবশ্য পালিব আমি তব পৌত্রগণ॥
সন্তানানুক্রমে ইহা থাকিয়া পালিব।
তদর্থে ভাবনা দেবি তুমি নাহি ভাব॥
ইহা শুনি আনন্দে ভাসিলা ভগবতি।
হর্ষে পরিপূর্ণ মনা হইলা সম্প্রতি॥
বর দিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপালয়।
গৃহেতে রহিলা প্রভু হইয়া সদয়॥
কৈলাশ দেখিতে প্রভু একদিন গেলা।
অমৃত কুণ্ডেতে স্নান তখনে করিলা॥
বৃদ্ধ গোপেশ্বর দেখি হইলা আবেশ।
পিতামহ পুরে পাছে করিলা প্রবেশ॥
মিশ্র পরমানন্দের ভার্য্যা যে সুশীলা।
ভক্তি যুক্ত হৈয়া বহু সেবা আরম্ভিলা॥
নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন পায়সাদি।
প্রস্তুত করিলা দ্রব্য শাক শূপ আদি॥
ভিক্ষা করাইলা যত্নে মাতৃতুল্য ভাবে।
মনের বাসনা কিছু না রহিল তবে॥
পূর্ব্বকৃত বাক্য প্রভু করি অঙ্গীকার।
তোষিলেন পিতামহী পিতৃব্য পত্নী আর।
বাঞ্ছা পূর্ণ করি প্রভু স্বয়ং ভগবান।
দুই মূর্ত্তি হৈয়া এথা কৈলা অবস্থান॥

অদ্যাপিহ স্বগোত্রেরে পালিতে আছয়।
নানা স্থানে নানা লীলা করি সর্ব্বময়॥
গুপ্ত বৃন্দাবন অতি মনোরম স্থানে।
গুপ্ত পার্শ্বদের যুক্ত হইয়া গোপনে॥
অতি গুপ্ত বিহার করেন আত্মারাম।
নিরন্তর পূর্ণ করেন যার যেই কাম॥
এই গুপ্ত লীলা সদা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥
এই শ্রীচৈতন্য প্রভুর চরিত্র বর্ণন।
পরম অদ্ভুত এই ভুবন পাবন॥
শ্রদ্ধা করি যেই নর শুনে কর্ণ ভরি।
অবশ্য তাহারে কৃপা করে গৌরহরি॥
আমি অতি অজ্ঞ শাস্ত্রে নিপুণতা নাই।
জিহ্বার লালসে চৈতন্যের গুণ গাই॥
ন্যূনাধিক্য ব্যত্যয়ার্থ হইবারে পারে।
শোধিবেন সাধুগণ কৃপা করি মোরে॥
প্রভু কৃপা অমৃতের আশা মনে ধরি।
পূর্ণ কৈনু মনঃ সন্তোষণী ব্যাখ্যা করি॥
যে কেহ প্রভুর দাস তার অনুদাস।
তাহার দাসের সঙ্গে যার হয় বাস॥
তার সঙ্গে হৌক মোর সতত নিবাস।
শ্রীজগ জীবন মনে এই অভিলাষ॥

ইতি মনস্সন্তোষণী ভাষায়াং তৃতীয়স্ সর্গঃ।

অথ গ্রন্থঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিত

মূল।

সূচীপত্রং।

শ্রীষোড়শ-গ্রন্থ।

যমুনাষ্টকম্।

নমামি যমুনামহং সকলসিদ্ধিহেতুং মুদা
মুরারি পদপঙ্কজ স্ফুরদমন্দরেণূৎকটাম্।
তটস্থ নবকানন-প্রকট মোদ পুষ্পাম্বুনা
সুরাসুর সুপূজিত স্মরপিতুঃ শ্রিয়ং বিভ্রতীম্ ॥১॥
কালিন্দগিরিমস্তকে পতদমন্দপূরোজ্জ্বলা
বিলাসগমনোল্লসৎপ্রকট গণ্ডশৈলোন্নতা।
সঘোষগতিদন্তুরা সমধিরূঢ় দোলোত্তমা
মুকুন্দরতিবর্দ্ধিনী জয়তি পদ্মবন্ধোঃ সুতা ॥ ২ ॥
ভুবং ভুবনপাবনীমধিগতা মনেকস্বনৈঃ,
প্রিয়াভি রিব সেবিতাং শুকময়ূরহংসাদিভিঃ।
তরঙ্গ ভুজকঙ্কণ প্রকট মুক্তিকা বালুকা
নিতম্বতটসুন্দরীং নমত কৃষ্ণতুর্য্যপ্রিয়াম্ ॥ ৩ ॥
অনন্তগুণভূষিতে শিববিরঞ্চিদেবস্তুতে
ঘনাঘননিভে সদাধ্রুবপরাশরাভীষ্টদে।
বিশুদ্ধ মথুরাতটে সকল গোপগোপীবৃতে
কৃপাজলধি সংশ্রিতে মম মনঃ সুখং ভাবয় ॥ ৪ ॥
যয়া চরণপদ্মজা মুররিপোঃ প্রিয়ং ভাবুকা
সমাগমনতোঽভবৎ সকল সিদ্ধিদা সেবতাং

তয়া সদৃশতামিয়াৎ কমলজা সপত্নীব যৎ
হরিপ্রিয়কলিন্দয়া মনসি মে সদা স্থীয়তাং ॥ ৫ ॥
নমস্তু যমুনে সদা তব চরিত্র মত্যদ্ভুতং
নজাতু যমযাতনা ভবতি তে পয়ঃ পানতঃ।
যমোপি ভগিনীসুতান্ কথমুহন্তি দুষ্টানপি
প্রিয়ো ভবতি সেবনাত্তব হরে র্যথা গোপিকাঃ ॥৬॥
মমাস্তু তব সন্নিধৌ নন্নুনবত্বমেতাবতা
ন দুর্লভতমা রতি র্মুররিপৌ মুকুন্দপ্রিয়ে।
অতোস্তু তব ললনা সুরধুনী পরং সঙ্গমা-
ত্তবৈব ভুবি কীর্ত্তিতা ন তু কদাপি পুষ্টিস্থিতৈঃ ॥ ৭ ॥
স্তুতিং তব করোতি কঃ কমলজা সপত্নি প্রিয়ে
হরে র্যদনুসেবয়া ভবতি সৌখ্য মামোক্ষতঃ।
ইয়ং তব কথাধিকা সকল গোপিকা সঙ্গম
স্মরশ্রম জলাণুভিঃ সকল গাত্রজৈঃ সঙ্গমঃ ॥ ৮ ॥
তবাষ্টকমিদং মুদা পঠতি সূরসূতে সদা
সমস্ত দুরিতক্ষয়ো ভবতি বৈ মুকুন্দে রতিঃ।
তয়া সকল সিদ্ধয়ো মুররিপুশ্চ সন্তুষ্যতি
স্বভাববিজয়ো ভবেদ্বদতি বল্লভঃ শ্রীহরেঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং শ্রীযমুনাষ্টকস্তোত্রং।

বালবোধঃ।

নত্বা হরিং সদানন্দং সর্ব্বসিদ্ধান্তবিগ্রহং।
বাল প্রবোধনার্থায় বদামি সুবিনিশ্চিতং ॥ ১ ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যা শ্চত্বারোর্থা মনীষিণাম্ ।
জীবেশ্বর বিচারেণ দ্বিধা তে হি বিচারিতাঃ ॥ ২ ॥
অলৌকিকাস্তু বেদোক্তাঃ সাধ্যসাধন সংযুতা ।
লৌকিকা ঋষিভিঃ প্রোক্তা স্তথৈবেশ্বর শিক্ষয়া ॥৩॥
লৌকিকাংস্তু প্রবক্ষ্যামি বেদাদাদ্যায়তঃ স্থিতাঃ ।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি নীতিশ্চ কামশাস্ত্রাণি চ ক্রমাৎ ॥ ৪ ॥
ত্রিবর্গসাধকানীতি ন তন্নির্ণয় উচ্যতে ।
মোক্ষে চত্বারি শাস্ত্রাণি লৌকিকে পরতঃ স্বতঃ ॥৫॥
দ্বিধা দ্বে দ্বে স্বতস্তত্র সাংখ্যযোগৌ প্রকীর্ত্তিতৌ ।
ত্যাগাত্যাগ বিভাগেন সাংখ্যে ত্যাগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৬॥
অহংতা মমতা নাশে সর্ব্বথা নিরহঙ্কৃতৌ ।
স্বরূপস্থো যদা জীবঃ কৃতার্থঃ স নিগদ্যতে ॥ ৭ ॥
তদর্থং প্রক্রিয়া কাচিৎ পুরাণেঽপি নিরূপিতা ।
ঋষিভির্বহুধা প্রোক্তা ফলমেকমবাহৃতঃ ॥ ৮ ॥
অত্যাগে যোগমার্গো হি ত্যাগোপি মনসৈব হি ।
যমাদয়স্তু কর্ত্তব্যাঃ সিদ্ধে যোগে কৃতার্থতা ॥ ৯ ॥
পরাশ্রয়েণ মোক্ষস্তু দ্বিধাসোপি নিরূপ্যতে ।
ব্রহ্মা ব্রাহ্মণতাং যাত স্তদ্রূপেণ চ সেব্যতে ॥ ১০ ॥
তে সর্ব্বার্থা ন চাদ্যেন শাস্ত্রং কিঞ্চিদুদীরিতং ।
অতঃ শিবশ্চ বিষ্ণুশ্চ জগতো হিতকারকৌ ॥ ১১ ॥
বস্তুনঃ স্থিতিসংহারৌ কার্য্যৌ শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকৌ ।
ব্রহ্মৈব তাদৃশং যস্মাৎ সর্ব্বাত্মকতয়োদিতৌ ॥ ১২ ॥
নির্দোষ পূর্ণগুণতা তত্তচ্ছাস্ত্রে তয়োঃ কৃতা ।
ভোগমোক্ষফলে দাতুং শক্তৌ দ্বাবপি যদ্যপি ॥ ১৩ ॥

ভোগঃ শিবেন মোক্ষস্তু বিষ্ণুনেতি বিনিশ্চয়ঃ।
লোকেপি যৎ প্রভুর্ভুঙ্‌ক্তে তন্ন যচ্ছতি কর্হিচিৎ।
অতিপ্রিয়ায় তদপি দীয়তে ক্বচিদেব হি ॥ ১৪ ॥
নিয়তার্থ প্রদানেন তদীয়ত্বং তদাশ্রয়ঃ।
প্রত্যেকং সাধনং চৈতৎ দ্বিতীয়ার্থে মহান্ শ্রমঃ ॥১৫॥
জীবাঃ স্বভাবতো দুষ্টা দোষাভাবায় সর্ব্বদা।
শ্রবণাদি ততঃ প্রেম্না সর্ব্বং কার্য্যং হি সিধ্যতি ॥ ১৬ ॥
মোক্ষস্তু সুলভো বিষ্ণোর্ভোগশ্চ শিবত স্তথা।
সমর্পণেনাত্মনো হি তদীয়ত্বং ভবেদ্ধ্রুবং ॥ ১৭ ॥
অতদীয়তয়া চাপি কেবল শ্চেৎসমাশ্রিতঃ।
তদাশ্রয়তদীয়ত্ব বুদ্ধ্যৈ কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ ॥ ১৮ ॥
স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ বৈ ভারাদ্ বৈগুণ্যমন্যথা।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং নৈতজ্জ্ঞানে ভ্রমঃপুনঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতো বালবোধঃ সম্পূর্ণঃ।

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

নত্বা হরিং প্রবক্ষ্যামি স্বসিদ্ধান্ত বিনিশ্চয়ং।
কৃষ্ণসেবা যদা কার্য্যা মানসী সা পরামতা ॥ ১ ॥
চেতস্তৎপ্রবণং সেবা তৎসিদ্ধৈ তনুবিত্তজা।
ততঃ সংসার দুঃখস্য নিবৃত্তির্ব্রহ্মবোধনং ॥ ২ ॥
পরং ব্রহ্ম তু কৃষ্ণোহি সচ্চিদানন্দকং বৃহৎ।
দ্বিরূপং তদ্ধি সর্ব্বং স্যাদেকং তস্মাদ্‌বিলক্ষণং ॥ ৩ ॥

অপরং তত্র পূর্ব্বস্মিন্ বাদিনো বহুধা জগুঃ।
মায়িকং সগুণং কার্য্যং স্বতন্ত্রং চেতি নৈকধা ॥ ৪ ॥
তদেবৈতৎ প্রকারেণ ভবতীতি শ্রুতের্ম্মতং।
দ্বিরূপং চাপি গঙ্গাবজ্ জ্ঞেয়ং সা জলরূপিণী ॥ ৫ ॥
মাহাত্ম্যসংযুতা নৃণাং সেবতাং ভক্তিমুক্তিদা।
মর্য্যাদামার্গবিধিনা তথা ব্রহ্মাপি বুধ্যতাং ॥ ৬ ॥
তত্রৈব দেবতামূর্ত্তি ভক্ত্যা যা দৃশ্যতে কচিৎ।
গঙ্গায়াং চ বিশেষেণ প্রবাহাভেদবুদ্ধয়ে ॥ ৭ ॥
প্রত্যক্ষা সা ন সর্ব্বেষাং প্রাকাম্যং স্যাত্তয়া জলে।
বিহিতাচ্চ ফলাত্তদ্ধি প্রতীত্যাপি বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥
যথা জলং তথা সর্ব্বং যথা শক্তা তথা বৃহৎ।
যথা দেবো তথা কৃষ্ণ স্তত্রাপ্যেতদিহোচ্যতে ॥ ৯ ॥
জগত্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাস্ততঃ।
দেবতারূপবৎপ্রোক্তা ব্রহ্মণীথং হরির্মতঃ ॥ ১০ ॥
কামচারস্ত লোকেস্মিন্ ব্রহ্মাদিভ্যো ন চান্যথা।
পরমানন্দরূপেতু কৃষ্ণে স্বাত্মনি নিশ্চয়ঃ ॥ ১১ ॥
অতস্ত ব্রহ্মবাদেন কৃষ্ণে বুদ্ধি র্বিধীয়তাং।
আত্মনি ব্রহ্মরূপেতু ছিদ্রা ব্যোম্নীব চেতনাঃ ॥ ১২ ॥
উপাধিনাশেবিজ্ঞানে ব্রহ্মাত্মত্বাববোধনে।
গঙ্গাতীরস্থিতো যদ্বদ্দেবতাং তত্র পশ্যতি ॥ ১৩ ॥
তথা কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম স্বস্মিন্ জ্ঞানী প্রপশ্যতি।
সংসারী যস্ত ভজতে স দূরস্থো যথা তথা ॥ ১৪ ॥
অপেক্ষিতজলাদীনামভাবাত্তত্র দুঃখভাক্।
তস্মাচ্ছ্রীকৃষ্ণমার্গস্থো বিমুক্তঃ সর্ব্বলোকিতঃ ॥ ১৫ ॥

আত্মানন্দ সমুদ্রস্থং কৃষ্ণমেব বিচিন্তয়েৎ।
লোকার্থো চেদ্ভজেৎকৃষ্ণং ক্লিষ্টো ভবতি সর্ব্বথা ॥১৬॥
ক্লিষ্টোপি চেদ্ভজেৎ কৃষ্ণং লোকো নশ্যতি সর্ব্বথা।
জ্ঞানাভাবে পুষ্টিমার্গী তিষ্ঠেৎপূজোৎসবাদিষু॥ ১৭ ॥
মর্য্যাদাস্থস্তু গঙ্গায়াং শ্রীভগবততৎপরঃ।
অনুগ্রহঃ পুষ্টিমার্গে নিয়ামক ইতি স্থিতিঃ॥ ১৮ ॥
উভয়োস্তু ক্রমেণৈব পূর্ব্বোক্তৈব ফলিষ্যতি।
জ্ঞানাধিকো ভক্তিমার্গ এবং তস্মান্নিরূপিতঃ॥ ১৯ ॥
ভক্ত্যাভাবেতু তীরস্থো যথা দুষ্টৈঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
অন্নথাভাবমাপন্ন স্তস্মাৎস্থানাচ্চ নশ্যতি॥ ২০ ॥
এবং স্বশাস্ত্রসর্ব্বস্বং ময়াগুপ্তং নিরূপিতং।
এতদ্বুধ্বা বিমুচ্যেত পুরুষঃ সর্ব্বসংশয়াৎ॥ ২১ ॥
ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমাপ্তা।

পুষ্টিপ্রবাহমর্য্যাদাভেদঃ।

পুষ্টিপ্রবাহমর্য্যাদা বিশেষেণ পৃথক্ পৃথক্।
জীবদেহ ক্রিয়াভেদৈঃ প্রবাহেণ ফলেন চ॥ ১ ॥
বক্ষ্যামি সর্ব্বসন্দেহা ন ভবিষ্যন্তি যচ্ছ্রুতেঃ।
ভক্তিমার্গস্য কথনাৎ পুষ্টি রস্তীতি নিশ্চয়ঃ॥ ২ ॥
দ্বৌ ভূতসর্গাবিত্যুক্তেঃ প্রবাহোপি ব্যবস্থিতঃ।
বেদস্য বিদ্যমানত্বাৎ মর্য্যাদাপি ব্যবস্থিতা॥ ৩ ॥
কশ্চিদেব হি ভক্তো হি যো মদ্ভক্ত ইতীরণাৎ।
সর্ব্বত্রোৎকর্ষকথনাৎ পুষ্টিরস্তীতি নিশ্চয়ঃ॥ ৪ ॥

ন সর্ব্বোতঃ প্রবাহাদ্ধি ভিন্নো বেদাচ্চভেদতঃ।
যদা যস্যেতি বচনান্নাহং বেদৈরিতীরণাৎ ॥ ৫ ॥
মার্গৈকত্বেপি চেদন্ত্যৌ তনু ভক্ত্যাগমৌ মতৌ।
ন তদ্‌যুক্তং সূত্রতো হি ভিন্নো যুক্ত্যা হি বৈদিকঃ ॥৬॥
জীবদেহকৃতীনাঞ্চ ভিন্নত্বং নিত্যতা শ্রুতেঃ।
যথা তদ্বৎ পুষ্টিমার্গে দ্বয়োরপি নিষেধতঃ ॥ ৭ ॥
প্রমাণভেদাদ্ভিন্নো হি পুষ্টি মর্গো নিরূপিতঃ।
সর্গভেদং প্রবক্ষ্যামি স্বরূপাঙ্গক্রিয়াযুতং ॥ ৮ ॥
ইচ্ছামাত্রেণ মনসা প্রবাহং সৃষ্টবান্ হরিঃ।
বচসা বেদমার্গং হি পুষ্টিং কায়েন নিশ্চয়ঃ ॥ ৯ ॥
মূলেচ্ছাতং ফলং লোকে বেদোক্তং বৈদিকেপি চ।
কায়েন তু ফলং পুষ্টৌ ভিন্নেচ্ছাতোপি নৈকতা ॥ ১০ ॥
তানহং দ্বিষতো বাক্যাদ্ভিন্না জীবাঃ প্রবাহিণঃ।
অতএবেতরৌ ভিন্নৌ সান্তৌ মোক্ষ প্রবেশতঃ ॥ ১১ ॥
তস্মাজ্জীবাঃ পুষ্টিমার্গে ভিন্না এব ন সংশয়ঃ।
ভগবদ্রূপসেবার্থং তৎ সৃষ্টির্নান্যথা ভবেৎ ॥ ১২ ॥
স্বরূপেণাবতারেণ লিঙ্গেন চ গুণেন চ।
তারতম্যং ন স্বরূপে দেহে বা তৎক্রিয়াসু বা ॥ ১৩ ॥
তথাপি যাবতা কার্য্যং তাবত্তস্য করোতি হি।
তে হি দ্বিধা শুদ্ধমিশ্রভেদান্মিশ্রাস্ত্রিধা পুনঃ ॥ ১৪ ॥
প্রবাহাদি বিভেদেন ভগবৎকার্য্য সিদ্ধয়ে।
পুষ্ট্যা বিমিশ্রাঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ প্রবাহেণ ক্রিয়ারতাঃ ॥ ১৫ ॥
মর্য্যাদয়া গুণজ্ঞাস্তে শুদ্ধাঃ প্রেম্নাতি দুর্লভাঃ।
এবং সর্গস্তু তেষাং হি ফলং ত্বত্র নিরূপ্যতে ॥ ১৬ ॥

ভগবানেব হি ফলং স যথাবির্ভবেদ্ভুবি।
গুণস্বরূপভেদেন তথা তেষাং ফলং ভবেৎ ॥ ১৭ ॥
আসক্তৌ ভগবানেব শাপং দাপয়তি ক্বচিৎ।
অহঙ্কারেথবা লোকে তন্মার্গ স্থাপনায় হি ॥ ১৮ ॥
ন তে পাষণ্ডতাং যান্তি ন চ রোগহ্যপদ্রবাঃ :
মহানুভাবাঃ প্রায়েণ শাস্ত্রং শুদ্ধত্ব হেতবে ॥ ১৯ ॥
ভগবত্তারতম্যেন তারতম্যং ভজন্তি হি।
বৈদিকত্বং লৌকিকত্বং কাপট্যাত্তেষু নান্যথা ॥ ২০ ॥
বৈষ্ণবত্বং হি সহজং ততোন্যত্র বিপর্য্যয়ঃ।
সম্বন্ধিনস্তু যে জীবাঃ প্রবাহস্থা স্তথাপরে ॥ ২১ ॥
চর্ষণীশব্দবাচ্যা স্তে তে সর্ব্বে সর্ব্ববর্ত্মসু।
ক্ষণাৎ সর্ব্বত্বমায়ান্তি রুচিস্তেষাং ন কুত্রচিৎ ॥ ২২ ॥
তেষাং ক্রিয়ানুসারেণ সর্ব্বত্র সকলং ফলম্।
প্রবাহস্থান্ প্রবক্ষ্যামি স্বরূপাঙ্গ ক্রিয়াযুতান্ ॥ ২৩ ॥
জীবাস্তে হ্যাসুরাঃ সর্ব্বে প্রবৃত্তিং চেতি বর্ণিতাঃ।
তে চ দ্বিধা প্রকীর্ত্ত্যন্তে হ্যজ্ঞদুর্জ্ঞ বিভেদতঃ ॥ ২৪ ॥
দুর্জ্ঞাস্তে ভগবৎপ্রোক্তা হ্যজ্ঞাস্তেনন্বয়ে পুনঃ।
প্রবাহেপি সমাগত্য পুষ্টিস্থ স্তৈ র্ন যুজ্যতে ॥ ২৫ ॥
সোপিতৈস্তৎকুলে জাতঃ কর্ম্মণা জায়তে যতঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতঃ পুষ্টিপ্রবাহমর্য্যাদা-
ভেদঃ সমাপ্তঃ।

সিদ্ধান্তরহস্যং ।

শ্রাবণস্যামলে পক্ষে একাদশ্যাং মহানিশি ।
সাক্ষাদ্ ভগবতা প্রোক্তং তদক্ষরশ উচ্যতে ॥ ১ ॥
ব্রহ্মসম্বন্ধকরণাৎ সর্ব্বেষাং দেহজীবয়োঃ ।
সর্ব্বদোষ নিবৃত্তি র্হি দোষাঃ পঞ্চবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২ ॥
সহজা দেশকালোত্থা লোক-বেদ-নিরূপিতাঃ ।
সংযোগজাঃ স্পর্শজাশ্চ ন মন্তব্যাঃ কথঞ্চন ॥ ৩ ॥
অন্যথা সর্ব্বদোষাণাং ন নিবৃত্তিঃ কথঞ্চন ।
অসমর্পিত বস্তূনাং তস্মাদ্বর্জন মাচরেৎ ॥ ৪ ॥
নিবেদিভিঃ সমর্প্যৈব সর্ব্বং কুর্য্যাদিতি স্থিতিঃ ।
ন মতং দেবদেবস্য সামিভুক্ত সমর্পণম্ ॥ ৫ ॥
তস্মাদাদৌ সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্ববস্তু সমর্পণম্ ।
দত্তাপহার বচনং তথা চ সকলং হরেঃ ॥ ৬ ॥
ন গ্রাহ্যমিতি বাক্যং হি ভিন্ন মার্গপরং মতম্ ।
সেবকানাং যথা লোকে ব্যবহারঃ প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ৭ ॥
তথা কার্য্যং সমর্প্যৈব সর্ব্বেষাং ব্রহ্মতা ততঃ ।
গঙ্গাত্বং সর্ব্বদোষাণাং গুণদোষাদি বর্ণনা ॥ ৮ ॥
গঙ্গাত্বেন নিরূপ্যা স্যাত্তদ্বদত্রাপি চৈবহি ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং সিদ্ধান্তরহস্যং সমাপ্তম্ ।

নবরত্ন স্তোত্রং ।

চিন্তাকাপি ন কার্য্যা নিবেদিতাত্মভিঃ কদাপীতি ।
ভগবানপি পুষ্টিস্থো ন করিষ্যতি লৌকিকীং চ গতিম্ ॥ ১ ॥

নিবেদনং তু স্মর্ত্তব্যং সর্ব্বথা তাদৃশৈর্জনৈঃ।
সর্ব্বেশ্বরশ্চ সর্ব্বাত্মা নিজেচ্ছাতঃ করিষ্যতি ॥ ২ ॥
সর্ব্বেষাং প্রভু সম্বন্ধো ন প্রত্যেকমিতি স্থিতিঃ।
অতোঽন্য বিনিযোগেপি চিন্তা কা স্বস্য সোপিচেৎ ॥ ৩ ॥
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাৎ কৃতমাত্মনিবেদনং।
যৈঃ কৃষ্ণ সাৎকৃত প্রাণৈস্তেষাং কা পরিবেদনা ॥ ৪ ॥
তথা নিবেদনে চিন্তা ত্যাজ্যা শ্রীপুরুষোত্তমে।
বিনিয়োগেপি সা ত্যাজ্যা সমর্থো হি হরিঃ স্বতঃ ॥ ৫ ॥
লোকে স্বাস্থ্যং তথা বেদে হরিস্তু ন করিষ্যতি।
পুষ্টিমার্গ স্থিতো যস্মাৎ সাক্ষিণো ভবতাঽখিলাঃ ॥ ৬ ॥
সেবাকৃতির্গুরো রাজ্ঞাঽবাধনং বা হরীচ্ছয়া।
অতঃ সেবাপরং চিত্তং বিধায় স্থীয়তাং সুখং ॥ ৭ ॥
চিত্তোদ্বেগং বিধায়াপি হরি র্যৎ যৎ করিষ্যতি।
তথৈব তস্য লীলেতি মত্বা চিন্তাং দ্রুতং ত্যজেৎ ॥ ৮ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নিত্যং শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম।
বরদ্ভিরেবং সততং স্থেয়মিত্যেব মে মতিঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং নবরত্নস্তোত্রং সমাপ্তং।

অন্তঃকরণপ্রবোধঃ।

অন্তঃকরণ মদ্বাক্যং সাবধানতয়া শৃণু।
কৃষ্ণাৎপরং নাস্তি দৈবং বস্তুতো দোষবর্জিতং ॥ ১ ॥
চাণ্ডালো চেদ্ রাজপত্নী জাতা রাজ্ঞা চ মানিতা।
কদাচিদপমানেপি মূলতঃ কা ক্ষতি র্ভবেৎ ॥ ২ ॥

সমর্পণাদহং পূর্ব্বমুত্তমঃ কিং সদা স্থিতঃ।
কা মমাহধমতা ভাব্যা পশ্চাত্তাপো যতোভবেৎ॥ ৩॥
সত্যসংকল্পতো বিষ্ণু র্নান্যথা তু করিষ্যতি।
আজ্ঞৈব কার্য্যা সততং স্বামিদ্রোহোন্যথা ভবেৎ॥ ৪॥
সেবকস্যতু ধর্ম্মোহয়ং স্বামী স্বস্য করিষ্যতি।
আজ্ঞা পূর্ব্বংতু যা জাতা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥ ৫॥
যাপি পশ্চান্মধুবনে ন কৃতং তদ্‌দ্বয়ং ময়া।
দেহদেশপরিত্যাগ স্তৃতীয়ো লোকগোচরঃ॥ ৬॥
পশ্চাত্তাপঃ কথন্তত্র সেবকোহং ন চান্যথা।
লোকিক প্রভুবৎ কৃষ্ণো ন দ্রষ্টব্যঃ কদাচন॥ ৭॥
সর্ব্বং সমর্পিতং ভক্ত্যা কৃতার্থোসি সুখীভব।
প্রৌঢ়াপি দুহিতা যদ্ বৎস্নেহান্ন প্রেষ্যতে বরে॥ ৮॥
তথা দেহে ন কর্ত্তব্যং বরস্তুষ্যতি নান্যথা।
লোক বচ্চেৎ স্থিতি র্মে স্যাৎ কিং স্যাদিতি বিচারয়॥ ৯॥
অশক্যে হরি রেবাস্তি মোহং মাগাঃ কথঞ্চন।
ইতি শ্রীকৃষ্ণদাসস্য বল্লভস্য হিতং বচঃ॥ ১০॥
চিত্তং প্রতি যদাকর্ণ্য ভক্তো নিশ্চিন্ততাং ব্রজেৎ॥ ১১॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতোন্তঃকরণপ্রবোধঃ সমাপ্তঃ।

বিবেকধৈর্য্যাশ্রয়ঃ।

বিবেকধৈর্য্যে সততং রক্ষণীয়ে তথাশ্রয়ঃ।
বিবেক স্তু হরিঃ সর্ব্বং নিজেচ্ছাতঃ করিষ্যতি॥ ১॥
প্রার্থিতে বা ততঃ কিং স্যাৎ স্বাম্যভিপ্রায় সংশয়াৎ।
সর্ব্বত্র তস্য সর্বং হি সর্বসামর্থ্যমেব চ॥ ২॥

অভিমানশ্চ সংত্যাজ্যঃ স্বাম্যাধীনত্বভাবনাৎ।
বিশেষতশ্চেদাজ্ঞা স্যাদন্তঃকরণগোচরঃ ॥ ৩ ॥
তদা বিশেষগত্যাদিভাব্যং ভিন্নং তু দৈহিকাৎ।
আপদ্গত্যাদিকার্য্যেষু হঠস্ত্যাজ্যশ্চ সর্বথা ॥ ৪ ॥
অনাগ্রাহশ্চ সর্বত্র ধর্ম্মাধর্ম্মাগ্রদর্শনম্।
বিবেকোয়ং সমাখ্যাতো ধৈর্য্যং তু বিনিরূপ্যতে ॥ ৫ ॥
ত্রিদুঃখসহনং ধৈর্য্যমামৃতেঃ সর্বতঃ সদা।
তক্রবদ্দেহবদ্ভাব্যং জড়বদ্গোপভার্য্যবৎ ॥ ৬ ॥
প্রতীকারো যদৃচ্ছাতঃ সিদ্ধশ্চেন্ন গ্রহীভবেৎ।
ভার্যাদীনাং তথান্যেষামসতশ্চাক্রমং সহেৎ ॥ ৭ ॥
স্বয়মিন্দ্রিয়কার্যাণি কায়বাঙ্মনসা ত্যজেৎ।
অশূরেণাপি কর্ত্তব্যং স্বস্যাসামর্থ্যভাবনাৎ ॥ ৮ ॥
অশক্যে হরিরেবাস্তি সর্বমাশ্রয়তো ভবেৎ।
এতৎসহনমত্রোক্ত মাশ্রয়োতো নিরূপ্যতে ॥ ৯ ॥
ঐহিকে পারলোকে চ সর্বথা শরণং হরিঃ।
দুঃখহানৌ তথা পাপে ভয়ে কামাদ্যপূরণে ॥ ১০ ॥
ভক্তদ্রোহে ভক্ত্যভাবে ভক্তৈশ্চাতিক্রমে কৃতে।
অশক্যে বা সুশক্যে বা সর্বথা শরণং হরিঃ ॥ ১১ ॥
অহংকারকৃতে চৈব পোষ্যপোষণরক্ষণে।
পোষ্যাতিক্রমণে চৈব তথান্তেবাস্যতি ক্রমে ॥ ১২ ॥
অলৌকিক মনঃ সিদ্ধৌ সর্বার্থে শরণং হরিঃ।
এবং চিত্তে সদা ভাব্যং বাচা চ পরিকীর্ত্তয়েৎ ॥ ১৩ ॥
অন্যস্য ভজনং তত্র স্বতো গমনমেবচ।
প্রর্থনা কার্য্যমাত্রেঽপি ততোঽন্যত্র বিবর্জয়েৎ ॥ ১৪ ॥

অবিশ্বাসো ন কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বাধকস্তু সঃ।
ব্রহ্মাস্ত্র চাতকৌ ভাব্যৌ প্রাপ্তং সেবেত নির্মমঃ ॥ ১৫ ॥
যথাকথঞ্চিৎকার্য্যাণি কুর্য্যাদুচ্চাবচান্যপি।
কিংবা প্রোক্তেন বহুনা শরণং ভাবয়েদ্ধরিং ॥ ১৬ ॥
এবমাশ্রয়ণং প্রোক্তং সর্বেষাং সর্বদা হিতং।
কলৌভক্ত্যাদিমার্গা হি দুঃসাধ্যা ইতি মে মতিঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতং বিবেকধৈর্য্যাশ্রয়নিরূপণং সমাপ্তং।

কৃষ্ণাশ্রয়ঃ।

সর্ব্বমার্গেষু নষ্টেষু কলৌ চ খলধর্ম্মিণি।
পাষণ্ডপ্রচুরে লোকে কৃষ্ণ এব গতি র্মম ॥ ১ ॥
ম্লেচ্ছাক্রান্তেষু দেশেষু পাপৈক নিলয়েষু চ।
সৎপীড়া ব্যগ্রলোকেষু কৃষ্ণ এব গতি র্মম ॥ ২ ॥
গঙ্গাদিতীর্থবর্য্যেষু দুষ্টে রেবাবৃতেষ্বিহ।
তিরোহিতাধিদৈবেষু কৃষ্ণ এব গতি র্মম ॥ ৩ ॥
অহঙ্কার বিমূঢ়েষু সৎসু পাপানুবর্ত্তিষু।
লাভ পূজার্থ যত্নেষু কৃষ্ণ এব গতি র্মম ॥ ৪ ॥
অপরিজ্ঞান নষ্টেষু মন্ত্রেষ্বব্রতযোগিষু।
তিরোহিতার্থ দৈবেষু কৃষ্ণ এব গতি র্মম ॥ ৫ ॥
নানাবাদবিনষ্টেষু সর্ব্ব কর্ম্ম ব্রতাদিষু।
পাষণ্ডৈক প্রযত্নেষু কৃষ্ণ এব গতি র্মম ॥ ৬ ॥
অজামিলাদি দোষাণাং নাশকোনুভবে স্থিতঃ।
জ্ঞাপিতাখিল মাহাত্ম্যঃ কৃষ্ণ এব গতি র্মম ॥ ৭ ॥

প্রাকৃতাঃ সকলা দেবা গণিতানন্দকং বৃহৎ।
পূর্ণানন্দো হরিস্তস্মাৎ কৃষ্ণ এব গতি র্মম ॥ ৮ ॥
বিবেক ধৈর্য্যভক্ত্যাদি রহিতস্য বিশেষতঃ।
পাপাসক্তস্য দীনস্য কৃষ্ণ এব গতি র্মম ॥ ৯ ॥
সর্ব্বসামার্থ্য সহিতঃ সর্ব্বত্রৈ বাখিলার্থ কৃৎ।
শরণস্থ সমুদ্ধারং কৃষ্ণং বিজ্ঞাপয়াম্যহম্ ॥ ১০ ॥
কৃষ্ণাশ্রয় মিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ কৃষ্ণসন্নিধৌ।
তস্যাশ্রয়োভবেৎ কৃষ্ণ ইতি শ্রীবল্লভোঽব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং কৃষ্ণাশ্রয় স্তোত্রং সমাপ্তং।

চতুঃশ্লোকী।

সর্ব্বদা সর্ব্বভাবেন ভজনীয়ো ব্রজাধিপঃ।
স্ব স্যায়মেব ধর্ম্মোহি নান্যঃ ক্বাপি কদাচন ॥ ১ ॥
এবং সদাস্য কর্ত্তব্যং স্বয়মেব করিষ্যতি।
প্রভুঃ সর্ব্ব সমর্থো হি ততো নিশ্চিন্ততাং ব্রজেৎ ॥ ২ ॥
যদি শ্রীগোকুলাধীশো ধৃতঃ সর্ব্বাত্মনা হৃদি।
ততঃ কিমপরং ব্রূহি লৌকিকৈ র্বৈদিকৈ রপি ॥ ৩ ॥
অতঃ সর্ব্বাত্মনা শশ্বৎ গোকুলেশ্বর পাদয়োঃ।
স্মরণং ভজনং চাপি ন ত্যাজ্যমিতি মে মতিঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতা চতুঃশ্লোকী সমাপ্তা।

ভক্তিবর্দ্ধিনী।

যথা ভক্তিঃ প্রবৃদ্ধা স্যাত্তথোপায়ো নিরূপ্যতে।
বীজ ভাবে দৃঢ়ে তু স্যাত্ত্যাগাচ্ছ্রবণকীর্ত্তনাৎ ॥ ১ ॥

বীজ দার্ঢ্য প্রকারস্তু গৃহে স্থিত্বা স্ব ধর্ম্মতঃ।
অব্যাবৃত্তো ভজেৎ কৃষ্ণং পূজয়া শ্রবণাদিভিঃ ॥ ২ ॥
ব্যাবৃত্তোপি হরৌ চিত্তং শ্রবণাদৌ যতেৎ সদা।
ততঃ প্রেম তথাসক্তি র্ব্যসনং চ যদা ভবেৎ ॥ ৩ ॥
বীজং তদুচ্যতে শাস্ত্রে দৃঢ়ং যন্নাপি নশ্যতি।
স্নেহাদ্রাগ বিনাশঃ স্যাদাসক্ত্যা স্যাদ্ গৃহারুচিঃ ॥ ৪ ॥
গৃহস্থানাং বাধকত্ব মনাত্মত্বং চ ভাসতে।
যদা স্যাদ্ ব্যসনং কৃষ্ণে কৃতার্থঃ স্যাত্তদৈব হি ॥ ৫ ॥
তাদৃশস্যাপি সততং গৃহস্থানাং বিনাশকম্।
ত্যাগং কৃত্বা যতেদ্যস্তু তদর্থার্থৈক মানসঃ ॥ ৬ ॥
লভতে সুদৃঢ়াং ভক্তিং সর্ব্বতোপ্যধিকাং পরাম্।
ত্যাগে বাধক ভূয়স্ত্বং দুঃসংসর্গা ত্তথান্নতঃ ॥ ৭ ॥
অতঃ স্থেয়ং হরি স্থানে তদীয়ৈঃ সহ তৎপরৈঃ।
অদূরে বিপ্রকর্ষে বা যথা চিত্তং ন দুষ্যতি ॥ ৮ ॥
সেবায়াং বা কথায়াং বা যস্যাসক্তি র্দৃঢ়া ভবেৎ।
যাবজ্জীবং তস্য নাশো ন কাপীতি মতি র্মম ॥ ৯ ॥
বাধসম্ভাবনায়াং তু নৈকান্তে বাস ইষ্যতে।
হরিস্তু সর্ব্বতো রক্ষাং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥
ইত্যেবং ভগবচ্ছাস্ত্রং গূঢ়তত্ত্বং নিরূপিতং।
য এতৎ সমধীয়ীত তস্যাপি স্যাৎ দৃঢ়া রতিঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতা ভক্তিবর্দ্ধিনী সমাপ্তা।

জলভেদঃ।

নমস্কৃত্য হরিং বক্ষ্যে তদ্‌গুণানাং বিভেদকান্।
ভাবান্ বিংশতিধা ভিন্নান্ সর্ব্ব সন্দেহ বারকান্॥ ১ ॥
গুণভেদাস্তু তাবন্তো যাবন্তো হি জলে মতাঃ।
গায়কাঃ কূপ সংকাশা গন্ধর্ব্বা ইতি বিশ্রুতাঃ॥ ২ ॥
কূপ ভেদাস্তু যাবন্ত স্তাবন্ত স্তেপি সম্মতাঃ।
কুল্যাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তাঃ পারম্পর্য্য যুতা ভুবি॥ ৩ ॥
ক্ষেত্রপ্রবিষ্টাস্তে চাপি সংসারোৎপত্তি হেতবঃ।
বেশ্যাদি সহিতা মত্তা গায়কা গর্ত্ত সংজ্ঞিতাঃ॥ ৪ ॥
জলার্থমেব গর্ত্তাস্তু নীচা গানোপজীবিনঃ।
হ্রদাস্তু পণ্ডিতাঃ প্রোক্তা ভগবচ্ছাস্ত্রতৎপরাঃ॥ ৫ ॥
সন্দেহবারকাস্তত্র স্থদা গম্ভীরমানসাঃ।
সরঃ কমল সংপূর্ণাঃ প্রেম যুক্তা স্তথা বুধাঃ॥ ৬ ॥
অল্প শ্রুতাঃ প্রেম যুক্তা বেশন্তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
কর্ম্ম শুদ্ধাঃ পল্বলানি তথাল্প শ্রুতি ভক্তয়ঃ॥ ৭ ॥
যোগ ধ্যানাদি সংযুক্তা গুণা বর্ষ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তপো জ্ঞানাদি ভাবেন স্বেদজাস্তু প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৮ ॥
অলৌকিকেন জ্ঞানেন যে তু প্রোক্তা হরের্গুণাঃ।
কাদাচিৎকাঃ শব্দগম্যাঃ পতচ্ছব্দাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৯ ॥
দেবাদ্যুপাসনোদ্ভূতাঃ পৃষ্বাভূমেরিবোদ্গতাঃ।
সাধনাদি প্রকারেণ নবধা ভক্তি মার্গতঃ॥ ১০ ॥
প্রেম পূর্ত্ত্যা স্ফুরদ্ধর্ম্মাঃ স্যন্দমানাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যাদৃশাস্তাদৃশাঃ প্রোক্তা বৃদ্ধি ক্ষয় বিবর্জ্জিতাঃ॥ ১১ ॥

স্থাবরাস্তে সমাখ্যাতা মর্য্যাদৈক প্রতিষ্ঠিতাঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধা জন্মপ্রভৃতি সর্ব্বদা ॥ ১২ ॥
সঙ্গাদি-গুণদোষাভ্যাং বুদ্ধিক্ষয়যুতা ভুবি।
নিরন্তরোদ্গমযুতা নদ্যস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৩ ॥
এতাদৃশাঃ স্বতন্ত্রাশ্চেৎ সিন্ধবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
পূর্ণা ভগবদীয়া যে শেষ ব্যাসাগ্নিমারুতাঃ ॥ ১৪ ॥
জড়নারদমৈত্রাদ্যাস্তে সমুদ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
লোকবেদগুণৈর্ম্মিশ্রভাবেনৈকে হরের্গুণান্ ॥ ১৫ ॥
বর্ণয়ন্তি সমুদ্রাস্তে ক্ষারাদ্যাঃ ষট্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
গুণাতীত তয়া শুদ্ধান্ সচ্চিদানন্দরূপিণঃ ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বানেব গুণান্বিষ্ণোর্বর্ণয়ন্তি বিচক্ষণাঃ।
তেঽমৃতোদাঃ সমাখ্যাতাস্তদ্বাক্পানং সুদুর্লভম্ ॥ ১৭ ॥
তাদৃশানাং ক্বচিদ্বাক্যং দূতানামিব বর্ণিতম্।
অজামিলাকর্ণ নববিন্দুপানং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ১৮ ॥
রাগাজ্ঞানাদিভাবানাং সর্ব্বথা নাশনং যদা।
তদা লেহনমিত্যুক্তং স্বানন্দোদ্গমকারণং ॥ ১৯ ॥
উদ্ধৃতোদকবৎসর্ব্বে পতিতোদকবত্তথা।
উক্তাতিরিক্তবাক্যানি ফলং চাপি তথা ততঃ ॥ ২০ ॥
ইতি জীবেন্দ্রিয়গতা নানাভাবং গতা ভুবি।
রূপতঃ ফলতশ্চৈব গুণাবিষ্ণো নিরূপিতা ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতজলভেদঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্চপদ্যানি।

শ্রীকৃষ্ণরসবিক্ষিপ্ত মানসা রতি বর্জ্জিতাঃ।

অনির্ব্বৃতা লোকবেদে তে মুখ্যাঃ শ্রবণোৎসুকাঃ ॥ ১ ॥
বিক্লিন্ন মনসো যে তু ভগবৎ স্মৃতিবিহ্বলাঃ ।
অর্থৈকনিষ্ঠাস্তে চাপি মধ্যমাঃ শ্রবণোৎসুকাঃ ॥ ২ ॥
নিঃসন্দিগ্ধং কৃষ্ণতত্ত্বং সর্ব্বভাবেন যে বিদুঃ ।
তে ত্বাবেশাত্তু বিকলা নিরোধাদ্বা ন চান্যথা ॥ ৩ ॥
পূর্ণভাবেন পূর্ণার্থাঃ কদাচিন্ন তু সর্ব্বদা ।
অন্যাসক্তাস্তু যে কেচিদধমাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪ ॥
অনন্যমনসো মর্ত্ত্যা উত্তমাঃ শ্রবণাদিষু ।
দেশকালদ্রব্যকর্ত্তৃমন্ত্রকর্মপ্রকারতঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতানি পঞ্চপদ্যানি সমাপ্তানি ।

সন্ন্যাস নির্ণয়ঃ ।

পশ্চাত্তাপনিবৃত্ত্যর্থং পরিত্যাগো বিচার্য্যতে ।
সমার্গদ্বিতয়ে প্রোক্তো ভক্তৌ জ্ঞানে বিশেষতঃ ॥ ১ ॥
কর্ম্মমার্গে ন কর্ত্তব্যঃ সুতরাং কলিকালতঃ ।
অত আদৌ ভক্তিমার্গকর্ত্তব্যত্বাদ্বিচারণা ॥ ২ ॥
শ্রবণাদিপ্রবৃত্ত্যর্থং কর্ত্তব্যস্থেন নেষ্যতে ।
সহায় সঙ্গসাধ্যত্বাৎ সাধনানাং চ রক্ষণাৎ ॥ ৩ ॥
অভিমানান্নিয়োগাচ্চ তদ্ধর্ম্মৈশ্চ বিরোধতঃ ।
গৃহাদের্বাধকত্বেন সাধনার্থং তথা যদি ॥ ৪ ॥
অগ্রেপি তাদৃশৈরেব সঙ্গো ভবতি নান্যথা ।
স্বয়ং চ বিষয়াক্রান্ত পাষণ্ডী স্যাত্তু কালতঃ ॥ ৫ ॥
বিষয়াক্রান্ত দেহানাং নাবেশঃ সর্ব্বদা হরেঃ ।
অতোত্র সাধনে ভক্তৌ নৈব ত্যাগঃ সুখাবহঃ ॥ ৬ ॥

বিরহানুভবার্থং তু পরিত্যাগঃ প্রশস্যতে।
স্বীয়বন্ধনিবৃত্ত্যর্থং বেষঃ সোত্র ন চান্যথা॥ ৭ ॥
কৌণ্ডিণ্যো গোপিকাঃ প্রোক্তা গুরবঃ সাধনং চ তৎ।
ভাবো ভাবনয়া সিদ্ধঃ সাধনং নান্যদিষ্যতে॥ ৮ ॥
বিকলত্বং তথাঽস্বাস্থ্যং প্রকৃতিঃ প্রাকৃতং ন হি।
জ্ঞানে গুণাশ্চ তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য বাধকাঃ॥ ৯ ॥
সত্যলোকে স্থিতির্জ্ঞানাৎ সন্ন্যাসেন বিশেষিতাৎ।
ভাবনাসাধনং যত্র ফলং চাপি তথা ভবেৎ॥ ১০ ॥
তাদৃশাঃ সত্যলোকাদৌ তিষ্ঠন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।
বহিশ্চেৎ প্রকটঃ স্বাত্মা বহ্নিবৎ প্রবিশেদ্যদি॥ ১১ ॥
তদৈব সকলো বন্ধো নাশমেতি ন চান্যথা।
গুণাস্তু সঙ্গরাহিত্যাজ্জীবনার্থং ভবন্তি হি॥ ১২ ॥
ভগবান্ ফলরূপত্বান্নাত্র বাধক ইষ্যতে।
স্বাস্থ্যবাক্যং ন কর্ত্তব্যং দয়ালু র্ন বিরুধ্যতে॥ ১৩ ॥
দুর্লভোয়ং পরিত্যাগঃ প্রেম্না সিদ্ধ্যতি নান্যথা।
জ্ঞানমার্গে তু সন্ন্যাসোদ্বিবিধোপি বিচারিতঃ॥ ১৪ ॥
জ্ঞানার্থমুত্তরাঙ্গং চ সিদ্ধির্জন্মশতৈঃ পরম্।
জ্ঞানঞ্চ সাধনাপেক্ষং যজ্ঞাদিশ্রবণান্ মতম্॥ ১৫ ॥
অতঃ কলৌ স সন্ন্যাসঃ পশ্চাত্তাপায় নান্যথা।
পাষণ্ডিত্বং ভবেচ্চাপি তস্মাজ্ জ্ঞানে ন সন্ন্যসেৎ॥ ১৬ ॥
সুতরাং কলিদোষাণাং প্রবলত্বাদিতি স্থিতিঃ।
ভক্তিমার্গেপি চেদ্দোষস্তদা কিং কার্য্যমুচ্যতে॥ ১৭ ॥
অত্রারম্ভে ন নাশঃ স্যাদ্দৃষ্টান্তস্যাপ্যভাবতঃ।
স্বাস্থ্যহেতোঃ পরিত্যাগাৎ বাধঃ কেনাস্য সম্ভবেৎ॥ ১৮ ॥

হরিরত্র ন শক্নোতি কর্ত্তুং বাধাং কুতোপরে।
অন্যথা মাতরো বালান্ন স্তন্যৈঃ পুপুষুঃ ক্বচিৎ ॥ ১৯ ॥
জ্ঞানিনামপি বাক্যেন ন ভক্তং মোহয়িষ্যতি।
আত্মপ্রদঃ প্রিয়শ্চাপি কিমর্থমোহয়িষ্যতি ॥ ২০ ॥
তস্মাদুক্তপ্রকারেণ পরিত্যাগো বিধীয়তাং।
অন্যথা ভ্রশ্যতে স্বার্থাদিতি মে নিশ্চিতামতিঃ ॥ ২১ ॥
ইতি কৃষ্ণপ্রসাদেন বল্লভেন বিনিশ্চিতং।
সন্ন্যাসবরণং ভক্তাবন্যথা পতিতো ভবেৎ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যবিরচিতঃ সন্ন্যাসনির্ণয়ঃ।

নিরোধ-লক্ষণম্।

যচ্চ দুঃখং যশোদায়া নন্দাদীনাং চ গোকুলে।
গোপিকানাং তু যদ্দুঃখং তদ্দুঃখং স্যান্মম ক্বচিৎ ॥ ১ ॥
গোকুলে গোপিকানাং চ সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাং।
যৎ সুখং সমভূত্তন্মে ভগবান্ কিং বিধাস্যতি ॥ ২ ॥
উদ্ধবাগমনে জাত উৎসবঃ সুমহান্ যথা।
বৃন্দাবনে গোকুলে বা তথা মে মনসি ক্বচিৎ ॥ ৩ ॥
মহতাং কৃপয়া যদ্বদ্ভগবান্ দয়য়িষ্যতি।
তাবদানন্দসন্দোহঃ কীর্ত্ত্যমানঃ সুখায় হি ॥ ৪ ॥
মহতাং কৃপয়া যদ্বৎ কীর্ত্তনং সুখদং সদা।
ন তথা লৌকিকানাং তু স্নিগ্ধভোজন রূক্ষবৎ ॥ ৫ ॥
গুণগানে সুখাবাপ্তির্গোবিন্দস্য প্রজায়তে।
যথা তথা শুকাদীনাং নৈবাত্মনি কুতোঽন্যতঃ ॥ ৬ ॥

ক্লিশ্যমানাঞ্জনান্ দৃষ্ট্বা কৃপাযুক্তো যথাভবেৎ।
তদা সর্ব্বং সদানন্দহৃদিস্থং নির্গতং বহিঃ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বানন্দময়স্যাপি কৃপানন্দঃ সুদুর্লভঃ।
হৃদ্‌গতঃ স্বগুণাঞ্ছ্রুত্বা পূর্ণঃ প্লাবয়তে জনান্ ॥ ৮ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্যনিরুদ্ধৈঃ সর্ব্বদাগুণাঃ।
সদানন্দপরৈর্গেয়াঃ সচ্চিদানন্দতা ততঃ ॥ ৯ ॥
অহং নিরুদ্ধোরোধেন নিরোধপদবীং গতঃ।
নিরুদ্ধানাং তু রোধায় নিরোধং বর্ণয়ামি তে ॥ ১০ ॥
হরিণা যে বিনির্ম্মুক্তাস্তে মগ্না ভবসাগরে।
যে নিরুদ্ধাস্ত এবাত্র মোদমায়াস্ত্যহর্নিশম্ ॥ ১১ ॥
সংসারাবেশদুষ্টানামিন্দ্রিয়াণাং হিতায় বৈ।
কৃষ্ণস্য সর্ব্ববস্তূনি ভূম্ন ঈশস্য যোজয়েৎ ॥ ১২ ॥
গুণেষ্বাবিষ্টচিত্তানাং সর্ব্বদা মুরবৈরিণঃ।
সংসারবিরহক্লেশৌ ন স্যাতাং হরিবৎসুখং ॥ ১৩ ॥
তদা ভবেদ্দয়ালুত্বমন্যথা ক্রূরতা মতা।
বাধশঙ্কাপি নাস্ত্যত্র তদধ্যাসোপি সিদ্ধ্যতি ॥ ১৪ ॥
ভগবদ্ধর্ম্মসামর্থ্যাদ্বিরাগো বিষয়ে স্থিরং।
গুণৈর্হরেঃ সুখস্পর্শান্ন দুঃখং ভাতি কর্হিচিৎ ॥ ১৫ ॥
এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞানমার্গাদুৎকর্ষো গুণবর্ণনে।
অমৎসরৈরলুব্ধৈশ্চ বর্ণনীয়াঃ সদা গুণাঃ ॥ ১৬ ॥
হরিমূর্ত্তিঃ সদা ধ্যেয়া সঙ্কল্পাদপি তত্র হি।
দর্শনং স্পর্শনং স্পষ্টং তথা কৃতিগতী সদা ॥ ১৭ ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং স্পষ্টং পুত্রে কৃষ্ণপ্রিয়ে রতিঃ।
পায়োর্ম্মলাংশত্যাগেন শেষভাগং তনৌ নয়েৎ ॥ ১৮ ॥

যস্ত বা ভগবৎ কার্য্যং যদা স্পষ্টং ন দৃশ্যতে।
তদা বিনিগ্রহস্তস্ত কর্ত্তব্য ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥
নাতঃ পরতরো মন্ত্রো নাতঃ পরতরঃ স্তবঃ।
নাতঃ পরতরা বিদ্যা তীর্থং নাতঃ পরাৎপরম্ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং নিরোধ লক্ষণং।

সেবা ফলম্।

যাদৃশী সেবনা প্রোক্তা তৎসিদ্ধৌ ফল মুচ্যতে।
অলৌকিকস্ত দানে হি চাদ্যঃ সিদ্ধ্যেন্মনোরথঃ ॥ ১ ॥
ফলং বা হ্যধিকারো বা ন কালোত্র নিয়ামকঃ।
উদ্বেগঃ প্রতিবন্ধো বা ভোগো বা স্যাত্তু বাধকম্ ॥ ২ ॥
অকর্ত্তব্যং ভগবতঃ সর্ব্বথা চেদ্গতির্নহি।
যথা বা তত্ত্বনির্দ্ধারো বিবেকঃ সাধনং মতম্ ॥ ৩ ॥
বাধকানাং পরিত্যাগো ভোগেপ্যেকং তথা পরং।
নিঃপ্রত্যূহং মহান্ ভোগঃ প্রথমে বিশতে সদা ॥ ৪ ॥
সবিঘ্নোল্পো ঘাতকঃ স্যাদ্বলাদেতৌ সদা মতৌ।
দ্বিতীয়ে সর্ব্বথা চিন্তা ত্যাজ্যা সংসার নিশ্চয়াৎ ॥ ৫ ॥
নত্বাদ্যে দাতৃতা নাস্তি তৃতীয়ে বাধকং গৃহং।
অবশ্যেয়ং সদা ভাব্যা সর্ব্ব মন্যন্ মনোভ্রমঃ ॥ ৬ ॥
তদীয়ৈ রপি তৎকার্য্যং পুষ্টৌ নৈব বিলম্বয়েৎ।
গুণক্ষোভোপি দ্রষ্টব্য মেতদেবেতি মে মতিঃ ॥ ৭ ॥
কুসৃষ্টিরত্র বা কাচিদুৎপদ্যেত সবৈ ভ্রমঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্য বিরচিতং সেবা ফল নিরূপণং সমাপ্তম্।

শ্রীগুণরাজখান কৃত।

শ্রীলক্ষ্মীচরিত্র।

। । । ।.। সঙ্গিনী ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবায় নমঃ।

শ্রীগুণরাজখান কৃত।

লক্ষ্মীচরিত্র।

প্রণমহে নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত পতি।
তদন্তরে প্রণমহে দেবি সরস্বতী ॥ ১ ॥
গণেশ দেবতা বন্দো গৌরীর নন্দন।
হরগৌরী প্রণমহ যত দেবগণ ॥ ২ ॥
আদ্যগুরু বন্দো পিতৃ মাতৃর চরণে।
সরস্বতীদেবী কৃপা করহ আমারে ॥ ৩ ॥
সে বাক্য না আইসে মুখে লওয়াইবা সত্বরে।
তুমার চরণে আমি করি নমস্কারে ॥ ৪ ॥
যেবা পড়ে যেবা শুনে শুদ্ধ হয় মতি।
যেবা পূজে সরস্বতী পুরুষ তেজস্বি ॥ ৫ ॥
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন সাবধানে।
লক্ষ্মীর চরিত্র কিছু শুন এক মনে ॥ ৬ ॥
মেরু সিংহাসনে প্রভু আছএ বসিয়া।
লক্ষ্মীরে জিজ্ঞাসা কৈলা কৌতুক করিয়া ॥৭॥
সব পুরে বেড়াও তুমি ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।

কোন দোষে যাও তুমি পুরুষ তেজিয়া ॥ ৮ ॥
তার বিবরণ কিছু কহত আপনে।
তোমার চরিত্র কিছু শুনি এ শ্রবণে ॥ ৯ ॥
এতেক শুনিয়া তবে লক্ষ্মীদেবী হাঁসে।
আমার চরিত্র কথা শুন হৃষীকেশে ॥ ১০ ॥
চিন্তাযুক্ত হইয়া যেবা থাকে নিরন্তর।
পদের উপরে পদ রাখয়ে দুষ্কর ॥ ১১ ॥
বাসি পুষ্প পৈরে যেবা নিদ্রা যায় ঊষাতে।
ভগ্ন আসনে বসি যেবা খায় ভাতে ॥ ১২ ॥
অকুমারী নারী যেবা জনে বল করে।
তাহারে ত্যজিয়ে আমি শুন দামোদরে ॥১৩॥
মায় সতমায় যেবা বল করে।
পুনি পুনি বলি আমি ছাড়িয়ে তাহারে ॥১৪॥
ত্রাসিত হইয়া যেবা করয়ে ভোজন।
স্নান করিয়া যেবা করে তৈল আচরণ ॥ ১৫ ॥
অন্ধকারে শুতে যেঁবা তৃণ ছিড়ে নোখে।
আপন কুবেশ করে ভূমিতলে লেখে ॥ ১৬ ॥
আপন অঙ্গেতে যেবা অঙ্গ বাজায়।
সঞ্চরিত ধন তার বিনাশ হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥
পামর জনের সনে বিবাদ করয়ে।

তাহারে ছাড়িয়ে আমি শুন নারায়ণে ॥ ১৮ ॥
আপনে খাইতে যে ব্যাজন আচরে।
তাহার শরীরে আমি না যাই কোন কালে॥১৯॥
সর্ব্বক্ষণ ভোজন বিস্তর করে যেবা জনে।
এমত লক্ষণ যার দেখি সর্ব্বক্ষণে ॥
তার ঘরে না যাই আমি শুন নারায়ণে ॥ ২০ ॥
নৈসুত তুরণ জল দ্বারে ছুসারে পালায়।
ত্রাসিত হইয়া যেবা বড় গ্রাসে খায় ॥ ২১ ॥
নিরবধি চিন্তাযুক্ত থাকে যেবা জন।
তিতা খাটে বসি যেবা করয় ভোজন ॥ ২২ ॥
প্রদীপের তৈল যেবা অঙ্গেতে লাগায়।
সঞ্চরিত ধন তার বিনাশেতে যায় ॥ ২৩ ॥
আপনে তুলিয়া পুষ্প যেবা গাঁথি গলে পৈরে।
সন্ধ্যাকালে প্রদীপ না দেখি যার ঘরে ॥ ২৪ ॥
আপনে চন্দন পিষি পৈরে যেবা জন।
তাহারে ত্যজিযে আমি শুন গদাধর ॥ ২৫ ॥
পুরুষ চরিত্র এবে হৈল সমাধান।
নারীর চরিত্র কথা শুন ভগবান ॥ ২৬ ॥
স্বামী করি চিন্তা করে যেবা জন।
পতিব্রতা বলি তারে শুন নারায়ণ ॥ ২৭ ॥

দেব পূজা আদির ফল শত গুণ হয়।
স্বামীর সেবা করিলে বহু ফল হয় ॥ ২৮ ॥
স্বামী ইচ্ছা যেবা পালে সর্ব্বক্ষণ।
তাহার ঘরে থাকি আমি শুন নারায়ণ ॥ ২৯ ॥
আরাধিবে স্বামী যেই পতিব্রতা নারী।
দেবতা আদির প্রিয় সত্ত্ব গুণে করি ॥ ৩০ ॥
বিধিমতে দেব পূজি যেই ফল পাই।
তাহা হতে অধিক এই শুনহ গোসাঞি ॥৩১॥
স্বামী বিনে নারীর নাহিক দেবতা।
স্বরূপে তোমাতে কহি সুতত্ত্ব কথা ॥ ৩২ ॥
শুদ্ধ বাদী নারী কহে প্রিয়বাদিনী।
স্বামীতে মুখ্য তত্ত্ব নারীর ভাজনি ॥ ৩৩ ॥
নাভি গভীর যার দশন সম যুতি।
তাহার শরীরে সত্য আমার বসতি ॥ ৩৪ ॥
স্বামীর আজ্ঞা যে পালে সর্ব্বক্ষণ।
সেইত সুভাগ্য নারী আমার লক্ষণ ॥ ৩৫ ॥
গোগৃহ পুরস্কার করে যেই জন।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়ে অনুক্ষণ ॥ ৩৬ ॥
স্বামীরে ভকতি করি ভোজন করায়।
তাহার ঘরেত থাকি আমি সর্ব্বদায় ॥ ৩৭ ॥

এই সব তত্ত্ব যেই নারীগণে জানে।
তাহার শরীরে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণে ॥ ৩৮ ॥
ধৌত বস্ত্র পরিধান নিত্য অভিলাষি।
শুন প্রভু সর্ব্বক্ষণ তথা আমি বসি ॥ ৩৯ ॥
পতিব্রতা দৃঢ়ভাব হয় যেই জন।
দুই কুল উদ্ধারিবে রাখিবে আপন ॥ ৪০ ॥
সুতন্বী আশয়ে যার চিকন দশন।
অলক্ষী চরিত্র গোসাঞি হয়ত সেজন ॥ ৪১ ॥
উচ্চ কপোল যার মলিন বদন।
পিঙ্গল কেশ যার ডাগর লোচন ॥ ৪২ ॥
পৃথিবীতে ভর দেয় খায় বড় গ্রাসে।
তিলেক না থাকি আমি সেই নারীর পাশে॥৪৩॥
পায়ে পায়ে ঘষে যেবা বাক্য গড়া জানি।
সেই নারী বলি গোসাই বড় অলক্ষিণী ॥ ৪৪ ॥
স্বামীর বচন যেবা নাহি লয় মনে।
অলক্ষণী সেই নারী শুন নারায়ণে ॥ ৪৫ ॥
তোমাতে কহিনু গোসাই স্বরূপ বচন।
স্বামী সেবা বিনে নারীর কি ফল জীবন ॥৪৬॥
কাণে বাহি যার দুই গুটা গণ্ড ॥
অলক্ষণী সেই নারী বিহা হৈলে রণ্ড ॥ ৪৭ ॥

গুহ্যমূল বড় যার ডাগর লোচন।
সেই নারী অলক্ষীণী শুন নারায়ণ ॥ ৪৮ ॥
পাপেতে যেই নারীর নিত্য যায় চিত।
দুর্ভাগিনী সেই নারীকুল বিবর্জ্জিত ॥ ৪৯ ॥
নানা অলঙ্কার পৈরে সুবেশ করিয়া।
পাপ জন্য মাত্র যে দূষ্যাকৃতি হইয়া ॥ ৫০ ॥
স্বামীকে নিন্দে যেই সেবে অন্য জন।
অলক্ষিনী সেই নারী শুন নারায়ণ ॥ ৫১ ॥
স্বামীর বাক্য অন্যথা করে যেই জন।
দুষ্টমতি সেই জন শুন নারায়ণ ॥ ৫২ ॥
স্বামীর ইচ্ছা না পালে যেই অভাগিনী।
সেই নারী ছাড়ি আমি শুন চক্রপাণি ॥ ৫৩ ॥
স্বামীরে গালি দেয় গুরুজন দূষে।
তাহার ঘরেত আমি না থাকি কোন অংশে॥৫৪॥
আর যত দোষ গুণ কহিতে না পারি।
বিষ্ণু বলে আর কিছু কহত সুন্দরী ॥ ৫৫ ॥
লক্ষ্মী বলে আর কিছু শুন গদাধর।
অল্পমাত্র কহিবাম না পারি বিস্তর ॥ ৫৬ ॥
আকাশের তারা যদি করিযে গণন।
তবে সে কহিতে পারি সে সব বচন ॥ ৫৭ ॥

কুক্কুর পরশে যেবা চণ্ডাল পরশে।
মত্ত হৈয়া যায় যেবা রজস্বলা পাশে ॥ ৫৮ ॥
নাপিত বাড়ীতে গিয়া ক্ষুর কর্ম্ম করে।
আছুক মনুষ্যের কায ইন্দ্রের প্রাণ হরে ॥৫৯॥
মোর এক নিবেদন শুন দামোদর।
যেবা তিথিতে যেবা ফল না করি ভোজন ॥৬০॥
প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড না করিব ভোজন।
দ্বিতীয়াতে ব্যাকুড় না খাইব বুদ্ধ জন ॥ ৬১ ॥
তৃতীয়াতে পরলতি খাইলে চক্ষু হয় শূন্য।
চতুর্থীতে মূলা খাইলে হয়ত নির্ম্মূল ॥ ৬২ ॥
পঞ্চমীতে শ্রীফল খাইলে কলঙ্কিনী হয়।
যষ্ঠিতে জামীর খাইলে উদর ভঙ্গ হয়ে ॥ ৬৩ ॥
সপ্তমীতে তাল খাইলে পায় বড় দুঃখ।
অষ্টমীতে নারিকেল খাইলে হয় মহারোগ ॥৬৪॥
নবমীতে লাউ খাইলে গোমাংস ভক্ষণ।
দশমীতে কলা খাইলে হয় শুক্র ক্ষরণ ॥৬৫॥
একাদশীতে অন্ন খাইলে স্বর্গেতে না যায়।
দ্বাদশীতে শশা খাইলে বড় লজ্জা পায় ॥ ৬৬ ॥
ত্রয়োদশীতে করিল খাইলে বড় পায় দুঃখ।
চতুর্দ্দশীতে মান খাইলে বড় পায় দুঃখ ॥ ৬৭ ॥

অমাবস্যাতে মাংস খায় বড় হয় রোগ।
সঞ্চিত ধন তার হয়ত নির্মূল ॥ ৬৮ ॥
শুন গোসাই তোমার সেবা করে ভক্তজনে।
তাহারে না ছাড়ি আমি শুন নারায়ণে ॥ ৬৯ ॥
তুমারে পূজয়ে যেবা হইয়া সদয়।
তাকে বড় তুষ্ট আমি কহিনু নিশ্চয় ॥ ৭০ ॥
বিরল দশন যার ফলা দুই দাঁত।
নিরবধি থাকি আমি তাহার সাক্ষাৎ ॥ ৭১ ॥
হাত পাও ছোট বড় প্রণমে যে নারী।
আমার লক্ষণ সেই শুন প্রাণ হরি ॥ ৭২ ॥
নাভী গম্ভীর যার পদ্মলোচন।
শ্যামবর্ণ ধারা সেই হংস গমন ॥ ৭৩ ॥
এসব লক্ষণ যেবা নারীগণে ধরে।
নিরবধি থাকি আমি তাহার শরীরে ॥ ৭৪ ॥
এসব চরিত্র যেবা করে নিরন্তরে।
নিরবধি থাকি আমি তাহার বাসরে ॥ ৭৫ ॥
লক্ষ্মী চরিত্র যেবা লিখিয়া রাখয়।
ধনে ধান্যে পুত্র পৌত্রে সদায় বাড়য় ॥ ৭৬ ॥
তার ঘরে লক্ষ্মীদেবী সদা অধিষ্ঠান।
কহিলাম তত্ত্ব কথা শুন ভগবান ॥ ৭৭ ॥

দিবারাত্রি পড়ে যেবা প্রভাত বিকালে।
যে জনে শুনে পড়ে তুষ্ট আমি তারে ॥ ৭৮ ॥
শ্রীহরি চরণযুগে আমার নমস্কার।
যাহার চরণে লক্ষ্মী হইলা প্রচার ॥ ৭৯ ॥
গুণরাজ খান ভণে গোবিন্দ চরণে।
লক্ষ্মীর চরিত্র কথা হৈল সমাধানে ॥ ৮০ ॥

ইতি গুণরাজখান কৃত লক্ষ্মীচরিত্র সমাপ্ত।

স্কন্ধপুরাণের মূল অবলম্বনে যে গুণরাজখান লক্ষ্মীচরিত রচনা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিম্নে স্কন্ধপুরাণস্থ লক্ষ্মী কেশব সম্বাদ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ;—

শ্রীসূতউবাচ। মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনাং লক্ষ্মীং পৃচ্ছতি কেশবঃ। কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃণাং ভবসি নিশ্চলা ॥ ১ ॥ শ্রীরুবাচ—শুক্লাঃ পারাবতা যত্র গৃহিণী যত্র বোজ্জ্বলা। অকলহা বসতির্যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্ ॥ ২ ॥ ধান্যং সুবর্ণসদৃশং তণ্ডুলা রজতোপমাঃ। অন্নাঞ্চবাতুষং যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্ ॥ ৩ ॥ যঃ সম্বিভাগী প্রিয়বাক্যভাষী বৃদ্ধোপসেবী প্রিয়দর্শনশ্চ। অল্পপ্রলাপী নচ দীর্ঘসূত্রী, তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি ॥ ৪ ॥ চিরং

স্নাতি দ্রুতং ভুঙ্‌্তে, পুষ্পং প্রাপ্য ন জিঘ্রতি। যো ন পশ্যেৎ স্ত্রীয়ং নগ্নাং নিয়তং সচ মে প্রিয় ॥ ৫ ॥ যো ধর্ম্মশীল বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ বিদ্যাবিনীতো ন পরোপতাপী। অগর্ব্বিতো যশ্চ জনানুরাগী, তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি ॥ ৬ ॥ ত্যাগঃ সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ ত্রয়ঃ এতে মহাগুণাঃ। যঃ প্রাপ্নোতি গুণানেতান্ শ্রদ্ধাবান্ সচ মে প্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥ সর্ব্ব-লক্ষণ মধ্যেতু ত্যাগ এব বিশিষ্যতে। কালে দেশেচ পাত্রেচ সচ ত্যাগ প্রশস্যতে ॥ ৭ ॥ নিত্যমামলকে লক্ষ্মীর্নিত্যবসতি গোময়ে। নিত্যং শঙ্খে চ পদ্মেচ নিত্যং শ্রীশুক্লবাসসি ॥ ৯ ॥ বসামি পদ্মোৎপল মধ্যভাগে বসামি চন্দ্রেচ মহেশ্বরে চ। নারায়ণেচৈব বসুন্ধরায়াং, বসামি নিত্যোৎসব মন্দিরেষু ॥ ১০ ॥ যথোপদিষ্টা গুরুভক্তিযুক্তা পত্যুর্ব্বচো নাক্রমতে চ নিত্যম্। নিত্যঞ্চ ভুঙ্‌্তে পতি ভুক্ত শেষং, তস্যা শরীরে নিয়তং বসামি ॥১১॥ তুষ্টা তথা যা প্রিয়বাদিণী চ, সৌভাগ্যযুক্তা চ সুশোভনা চ। লাবণ্যযুক্তা প্রিয়দর্শনা যা, পতি-ব্রতা যা চ বসামি তাসু ॥ ১২ ॥ ইত্যাদি—

মূল

শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা।

১৪শ স্তবকে সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীগোপাল

সহস্রনাম

স্তোত্রম্।

অথ ধ্যানম্।

কস্তুরীতিলকং ললাটপটলে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং
নাসাগ্রে বরমৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণং।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলিং
গোপস্ত্রীপরিবেষ্টিতা বিজয়তে গোপাল চূড়ামণিঃ॥

ফুল্লেন্দী বরকান্তি মিন্দুবদনং বর্হাবতং সপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিততনু গো গোপো সংঘাবৃতং
গোবিন্দং কলরেণু বাদনপরং দিব্যাঙ্গ ভূষন্তজে॥

শ্রীগোপাল সহস্রনাম।

ওঁ ক্লীং দেবঃ কামদেবঃ কামবীজ শিরোমণিঃ।

শ্রীগোপালো মহীপালঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ। ধরণীপালকো ধন্যঃ পুণ্ডরীকং সনাতনম্॥ ১॥ গোপতি ভূপতিঃ শাস্তা প্রহর্ত্তা বিশ্বতো মুখঃ। আদি কর্ত্তা মহাকর্ত্তা মহাকালঃ প্রতাপবান্॥ ২॥ জগজ্জীবো জগদ্ধাতাজগদ্ভর্ত্তা জগদ্বসুঃ। মৎস্যো ভীমঃ কুহূভর্ত্তা, হর্ত্তা বারাহ মূর্ত্তিমান্॥ ৩॥ নারায়ণো হৃষীকেশো গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃ। গোকুলেন্দ্রো মহাচন্দ্রঃ শর্ব্বরীপ্রিয় কারকঃ॥ ৪॥ কমলামুখলোলাক্ষঃ পুণ্ডরীক শুভাবহঃ। দুর্ব্বাসাঃ কপিলো ভৌমঃ সিন্ধু সাগর সঙ্গমঃ॥ ৫॥ গোবিন্দো গোপতির্গোত্রঃ কালিন্দী প্রেম পূরকঃ। গোপস্বামী গোকুলেন্দ্রো গোবর্দ্ধন বরপ্রদঃ॥ ৬॥ নন্দাদি গোকুলত্রাতা দাতা দারিদ্র্য ভঞ্জনঃ। সর্ব্বমঙ্গল দাতাচ সর্ব্ব-কাম প্রদায়কঃ॥ ৭॥ আদি কর্ত্তা মহী ভর্ত্তা সর্ব্ব সাগর সিন্ধুজঃ। গজ গামী গজোদ্ধারী কামী কাম কলানিধিঃ॥৮॥ কলঙ্ক রহিতশ্চন্দ্রো বিম্বাস্যো বিম্বসত্তমঃ। মালাকারঃ কৃপাকারঃ কোকিলাম্বর ভূষণঃ॥ ৯॥ রামো নীলাম্বরো দেবো হলী দুর্দ্দম মর্দ্দনঃ। সহস্রাক্ষঃ পুরীভেত্তা মহামারী বিনাশনঃ॥ ১০॥ শিবঃ শিবতমো ভেত্তা বলারাতি প্রপূজকঃ। কুমারী বরদায়ী চ বরেণ্যো মীন-কেতনঃ॥ ১১॥ নরো নারায়ণো ধীরো রাধাপতি রুদারধীঃ। শ্রীপতিঃ শ্রীনিধিঃ শ্রীমান্মাপতিঃ প্রতিরাজ হা॥ ১২॥ বৃন্দাপতিঃ কুল গ্রামী ধামী ব্রহ্ম সনাতনঃ। রেবতীরমণো রামশ্চঞ্চলশ্চারু-লোচনঃ॥ ১৩॥ রামায়ণ শরীরোয়ং রামী ১০০ রামশ্রিয়ঃ পতিঃ।

শর্ব্বরঃ শর্ব্বরী শর্ব্বঃ সর্ব্বত্র শুভদায়কঃ॥ ১৪ ॥ রাধারাধায়িতো রাধী রাধাচিত্ত প্রমোদকঃ। রাধারতি সুখোপেতো রাধামোহন তৎপরঃ॥ ১৫ ॥ রাধাবশীকরো রাধাহৃদয়াম্ভোজ ষট্পদঃ। রাধালিঙ্গন সম্মোহো রাধানর্ত্তন কৌতুকঃ॥ ১৬ ॥ রাধাসঞ্জাত সম্প্রীতী রাধাকাম ফলপ্রদঃ। বৃন্দাপতিঃ কোশনিধিঃ কোক-শোক বিনাশকঃ॥ ১৭ ॥ চন্দ্রাপতিশ্চন্দ্রপতিশ্চণ্ডকো দণ্ডভঞ্জনঃ। রামো দাশরথী রামো ভৃগু বংশ সমুদ্ভবঃ॥ ১৮ ॥ আত্মারামো জিতক্রোধো মোহো মোহান্ধভঞ্জনঃ। বৃষভানুর্ভবোভাবঃ কাশ্যপিঃ করুণানিধিঃ॥ ১৯ ॥ কোলাহলোহলীহালীহেলী হলধর প্রিয়ঃ। রাধামুখাব্জ মার্ত্তণ্ডোভাস্করো রবিজো বিধুঃ॥ ২০ ॥ বিধি র্বিধাতা-বরুণো বারুণো বারুণীপ্রিয়ঃ। রোহিণী হৃদয়ানন্দী বসুদেবাত্মজো-বলিঃ॥ ২১ ॥ নীলাম্বরো রৌহিণেয়ো জরাসন্ধবধোহমলঃ। নাগো-নবাম্ভো বিরুদো বীরহাবরদো বলী॥ ২২ ॥ গোপথো বিজয়ী বিদ্বান্ শিপিবিষ্টঃ সনাতনঃ। পর্শুরামবচো গ্রাহী বরগ্রাহী শৃগাল হা॥ ২৩ ॥ দমঘোষোপদেষ্টাচ রথগ্রাহী সুদর্শনঃ। বীর-পত্নী যশস্ত্রাতা জরাব্যাধি বিঘাতকঃ॥ ২৪ ॥ দ্বারকা বাসতত্ত্বজ্ঞো হুতাশন বরপ্রদঃ। যমুনা বেগসংহারী নীলাম্বর ধরঃ প্রভুঃ॥ ২৫ ॥ বিভুঃ শরাসনো ধন্বীগণেশো গণনায়কঃ। লক্ষ্মণো লক্ষ্মণো লক্ষ্যো-রক্ষো বংশ বিনাশনঃ॥ ২৬ ॥ বামনো বামনীভূতো বমনো বম-নারুহঃ। যশোদানন্দনঃ কর্ত্তাযমলার্জ্জুন মুক্তিদঃ॥২৭॥ উলূখলী মহামানী দামবদ্ধাহ্বয়ী শমী। ভক্তানুকারী ভগবান্ ২০০ কেশ-বোহচল ধারকঃ॥২৮॥ কেশিহামধুহামোহী বৃষাসুর বিঘাতকঃ। অঘাসুর বিনাশী চ পূতনা মোক্ষদায়কঃ॥ ২৯॥ কুব্জা বিনোদী ভগবান্ কংস মৃত্যু র্মহা মখী॥ ৩০ ॥

অশ্বমেধো বাজাপেয়ো গোমেধো নরমেধবান্। কন্দর্পকোটিলাবণ্য শ্চন্দ্রকোটিসুশীতলঃ ॥ ৩১ ॥ রবিকোটি প্রতীকাশো বায়ুকোটি-মহাবলঃ। ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা চ কমলাবাঞ্ছিত প্রদঃ ॥ ৩২ ॥ কমলীকমলাক্ষশ্চ কমলামুখলোলুপঃ। কমলা ব্রতধারী চ কম-লাভ পুরন্দরঃ ॥ ৩৩ ॥ সৌভাগ্যাধিকচিত্তোয়ং মহামায়ী মহোৎ-কটঃ। তারকারিঃ সুরত্রাতা মারীচক্ষোভকারকঃ ॥ ৩৪ ॥ বিশ্বা-মিত্র প্রিয়ো দান্তো রামো রাজীবলোচনঃ। লঙ্কাধিপকুলধ্বংশী বিভীষণবরপ্রদঃ ॥ ৩৫ ॥ সীতানন্দকরো রামো বীরো বারিধি-বন্ধনঃ। খরদূষণসংহারী সাকেতপুরবাসনঃ ॥ ৩৬ ॥ চন্দ্রাবলী-পতিঃ কূলঃ কেশীকংসবধোঽমরঃ। মাধবো মধুহা মাধবী মাধ্বীকো-মাধবো মধুঃ ॥ ৩৭ ॥ মুঞ্জাটবীগাহমনো ধেনুকারির্ধরাত্মজঃ। বংশীবটবিহারী চ গোবর্দ্ধন বনাশ্রয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ তথাতালবনোদ্দেশী ভাণ্ডীরবনসংখহা। তৃণাবর্ত্তকথাকারী বৃষভানুসুতাপতিঃ ॥ ৩৯ ॥ রাধাপ্রাণময়ো রাধাবদনাব্জ মধুব্রতঃ। গোপীরঞ্জনদৈবজ্ঞো লীলাকমলপূজিতঃ ॥ ৪০ ॥ ক্রীড়াকমলসন্দোহো গোপিকা প্রীতি-রঞ্জনঃ। রঞ্জকো রঞ্জনো রঙ্গো রঙ্গীরঙ্গমহীরুহ ॥ ৪১ ॥ কামঃ কামারিভক্তোঽয়ং পুরাণ পুরুষঃ কবিঃ। :নারদো দেবলো ভীমো বালো বালমুখাম্বুজঃ ॥ ৪২ ॥ অম্বুজো ব্রহ্মসাক্ষী চ যোগিদত্ত-বরো মুনিঃ। ঋষভঃপর্ব্বতো গ্রামো নদীপবনবল্লভঃ ॥ ৪৩ ॥ পদ্মনাভঃ সুরজ্যেষ্ঠো ব্রহ্মা (৩০০) রুদ্রোঽহিভূষিতঃ। গণানাং ত্রাণকর্ত্তা চ গণেশো গ্রহিলো গ্রহী ॥ ৪৪ ॥ গণাশ্রয়ো গণাধ্যক্ষঃ ক্রোড়ীকৃত জগত্রয়ঃ। যাদবেন্দ্রো দ্বারকেন্দ্রো মথুরাবল্লভোধুরী ॥৪৫॥ ভ্রমরঃ কুন্তলীকুন্তীসুতরক্ষী মহামণী। যমুনা বরদাতা চ কাশ্য-পস্য বরপ্রদ ॥ ৪৬ ॥ শঙ্খচূড়বধোদ্দামো গোপীরক্ষণ তৎপরঃ।

পাঞ্চজন্য করোরামী ত্রিরামী বনজো জয়ঃ। ৪৭ ॥ ফাল্গুনঃ ফাল্গুন-সখো বিরাধবধকারকঃ। রুক্মিণীপ্রাণনাথশ্চ সত্যভামাপ্রিয়ঙ্কর ॥ ৪৮ ॥ কল্পবৃক্ষো মহাবৃক্ষো দানবৃক্ষো মহাফলঃ। অঙ্কুশো ভূসুরো ভামো ভামকো ভ্রামকো হরিঃ ॥ ৪৯ ॥ সবলঃ শাশ্বতো বীরো যদুবংশীশিবাত্মকঃ। প্রদ্যুম্নবলকর্ত্তা চ প্রহর্ত্তা দৈত্যহা প্রভুঃ ॥ ৫০ ॥ মহাধনো মহাবীরো বলমালাবিভূষণঃ। তুলসীদাম শোভাঢ্যো জালন্ধর বিনাশনঃ ॥ ৮১ ॥ শূরঃ সূর্য্যোমৃকণ্ডশ্চ ভাস্করো বিশ্বপূজিতঃ। রবিস্তমোহা বহ্নিশ্চ বাড়বো বড়বানলঃ ॥৫২॥ দৈত্যদর্পবিনাশী চ গোরুড়ো গোরুড়াগ্রজঃ। গোপীনাথো মহীনাথো বৃন্দানাথোঽবরোধকঃ ॥ ৫৩ ॥ প্রপঞ্চীপঞ্চরূপশ্চ লতাগুল্মশ্চ গোপতিঃ। গঙ্গা চ যমুনারূপো গোদাবেত্রবতি তথা ॥ ৫৪ ॥ কাবেরী নর্ম্মদা তাপী গণ্ডকী সরযূ স্তথা। রাজসস্তামসঃ সত্বী সর্ব্বাঙ্গী সর্ব্বলোচনঃ ॥ ৫৫ ॥ সুধাময়ো মৃতময়ো যোগিনীবল্লভং শিবঃ। বুদ্ধো বুদ্ধিমতাংশ্রেষ্ঠো বিষ্ণু জিষ্ণুঃ (৪০০) শচীপতিঃ ॥ ৫৬ ॥ বাশী বংশধরো লোকো বিলোকো মোহনাশনঃ। রবরাবো রবোরাবো বালো বালবলাহকঃ ॥ ৫৭ ॥ শিবো রুদ্রোনলো নীলো লাঙ্গুলী লাঙ্গুলাশ্রয়ঃ। পারদঃ পাবনো হংসো হংসারূঢ়ো জগৎপতিঃ ॥ ৫৮ ॥ মোহিনীমোহনোমায়ী মহামায়ো মহামখী। বৃষো বৃষাকপিঃ কালঃ কালোদমন কারকঃ ॥ ৫৯ ॥ কুব্জাভাগ্যপ্রদো বীরো রজক ক্ষয়কারকঃ। কোমলো বারুণো রাজা জলজো জলধারকঃ ॥ ৬০ ॥ হারকঃ সর্ব্বপাপঘ্নঃ পরমেষ্ঠো পিতামহঃ। খড়্গধারী কৃপাকারী রাধারমণ সুন্দরঃ ॥ ৬১ ॥ দ্বাদশারণ্য সম্ভোগো শেষ নাগ ফণালয়ঃ। কামঃ শ্যামঃ সুখঃ শ্রীদং শ্রীপতি শ্রীনিধিঃ কৃতি ॥ ৬২ ॥

হরির্হরো নরো নারো নমোত্তম ইষুপ্রিয়ঃ। গোপালী চিত্তহর্ত্তা চ কর্ত্তা সংসার তারকঃ॥ ৬৩॥ আদিদেবো মহাদেবো গৌরী গুরুরনাশ্রয়ঃ। সাধুর্মধুর্বিধুর্ধাতা ভ্রাতাহক্রূর পরায়ণ॥ ৬৪॥ রোলম্বী চ হয়গ্রীবো বানরারি র্বনাশ্রয়ঃ। বনং বনী বনাধ্যক্ষো মহাবন্দ্যো মহামুনিঃ॥ ৬৫॥ স্যমন্তকমণি প্রাজ্ঞো বিজ্ঞো বিঘ্নবিঘাতকঃ। গোবর্দ্ধনোবর্দ্ধনীয়ো বর্দ্ধনী বর্দ্ধনপ্রিয়ঃ॥ ৬৬॥ বর্দ্ধন্যো বর্দ্ধনো বর্দ্ধী বার্দ্ধিন্যঃ সুমুখপ্রিয়ঃ। বর্দ্ধিতো বৃদ্ধকো বৃদ্ধো বৃন্দারকজনপ্রিয়ঃ॥ ৬৭॥ গোপালরমণীভর্ত্তা সাম্বকুষ্ঠ বিনাশনঃ। রুক্মিণীহরণঃ (৫০০) প্রেমপ্রেমী চন্দ্রাবলীপতিঃ॥ ৬৮॥ শ্রীকর্ত্তা বিশ্বভর্ত্তা চ নারায়ণো নরোবলী। গণোগণপতিশ্চৈব দত্তাত্রেয়ো মহামুনিঃ॥ ৬৯॥ ব্যাসো নারায়ণোদিব্যো ভব্যো ভাবুকধারকঃ। শ্বঃশ্রেয় সংশিবং ভদ্রং ভাবুকং ভবিকং শুভং॥ ৭০॥ শুভাত্মকঃ শুভঃ শাস্তা প্রশাস্তা মেঘনাদহা। ব্রহ্মণ্য দেবো দীনানামুদ্ধারক রণক্ষমঃ॥ ৭১॥ কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ। কৃষ্ণঃ কামীসদাকৃষ্ণঃ সমস্তপ্রিয়কারকঃ॥ ৭২॥ নন্দো নন্দীমহানন্দী মাদীমাদনকঃ কিলী। মিলীহিলীগিলী গোলী গেলো গোলালয়ো গুলী॥ ৭৩॥ গুগ্‌গুলীমারকীশাখী বটঃ পিপ্পলকঃ কৃতী। ম্লেচ্ছহা কালহর্ত্তা চ যশোদা যশএব চ॥ ৭৪॥ অচ্যুতঃ কেশবো বিষ্ণু র্হরিঃ সত্যোজনার্দ্দনঃ। হংসো নারায়ণো লীলো নীলো ভক্তিপরায়ণঃ॥৭৫॥ জানকীবল্লভো রামো বিরামো বিঘ্ননাশনঃ। সহস্রাংশু র্মহাভানু র্বীরবাহু র্মহোদধিঃ॥ ৭৬॥ সমুদ্রোব্ধিরকূপারঃ পারাবারঃ সরিৎ-পতিঃ। গোকুলানন্দকারী চ প্রতিজ্ঞা পরিপালকঃ॥৭১॥ সদারামঃ কৃপারামো মহারামো ধনুর্দ্ধরঃ। পর্ব্বতঃ পর্ব্বতাকারো গয়োগেয়ো দ্বিজপ্রিয়ঃ॥৭৮॥ কম্বলাশ্চতরোরামো রামায়ণ প্রবর্ত্তকঃ। দ্যোদি-

বৌদিবসোদিব্যো ভব্যোভাবি ভয়াপহঃ॥ ৭৯ ॥ পার্ব্বতীভাগ্য সহিতো ভ্রাতা (৬০০) লক্ষ্মীবিলাসবান্। বিলাসী সাহসী সর্ব্বী গর্ব্বী গর্ব্বিতলোচনঃ॥ ৮০ ॥ মুরারি র্লোক ধর্ম্মজ্ঞো জীবনো জীবনান্তকঃ। যমো যমাদির্যমনো যামী যামবিধায়কঃ॥ ৮১ ॥ বস্থলীঃ পাংস্থলীঃ পাংসুঃ পাণ্ডুরর্জ্জুনবল্লভঃ। ললিতা চন্দ্রিকা মালী মালীমালাম্বুজাশ্রয়ঃ॥ ৮২ ॥ অম্বুজাক্ষো মহাযক্ষো দক্ষশ্চিন্তা-মণি প্রভুঃ। মণির্দ্দিনমণিশ্চৈব কেদারো বদরীশ্রয়ঃ॥ ৮৩ ॥ বদরীবনসংপ্রীতো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ। অমরারিনিহন্তা চ সুধাসিন্ধুবিধূদয়ঃ॥ ৮৪ ॥ চন্দ্রোরবিঃ শিবঃশূলী চক্রীচৈব গদাধরঃ। শ্রীকর্ত্তা শ্রীপতিঃ শ্রীদঃ শ্রীদেবো দেবকীসুতঃ॥ ৮৫ ॥ শ্রীপতিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পদ্মনাভো জগৎপতিঃ। বাসুদেবোঽপ্রমেয়াত্মা কেশবো গরুড়ধ্বজঃ॥ ৮৬ ॥ নারায়ণঃ পরং ধাম দেবদেবো মহেশ্বরঃ। চক্রপাণিঃ কলাপূর্ণো বেদবেদ্যো দয়ানিধিঃ॥ ৮৭ ॥ ভগবান্ সর্ব্বভূতেশো গোপালঃ সর্ব্বপালকঃ। অনন্তো নির্গুণো-ঽনন্তো নির্ব্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ॥ ৮৮ ॥ নিরাধারো নিরাকারো নিরাভাসো নিরাশ্রয়ঃ। পুরুষঃ প্রণবাতীতো মুকুন্দঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৮৯ ॥ ক্ষণাবনিঃ সার্ব্বভৌমো বৈকুণ্ঠো ভক্তবৎসলঃ। বিষ্ণুর্দামো-দরঃ কৃষ্ণো মাধবো মথুরাপতিঃ॥ ৯০ ॥ দেবকী গর্ভ সম্ভূতো যশোদাবৎসলো হরিঃ। শিবঃ সঙ্কর্ষণঃ শম্ভুর্ভূতনাথো দিবস্পতিঃ ॥ ৯১ ॥ অব্যয়ঃ সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞো নির্ম্মলো নিরুপদ্রবঃ (৭০০)। নির্ব্বাণ নায়কো নিত্যো নীলজীমূতসন্নিভঃ॥ ৯২ ॥ কলাক্ষয়শ্চ সর্ব্বজ্ঞঃ কমলারূপতৎপরঃ। হৃষীকেশঃ পীতবাসাবসুদেব প্রিয়া-ত্মজঃ॥ ৯৩ ॥ নন্দগোপকুমারার্য্যো নবনীতাশনঃ প্রভুঃ। পুরাণ পুরুষঃ শ্রেষ্ঠঃ শঙ্খপাণিঃ সুবিক্রমঃ ॥ ৯৪ ॥

অনিরুদ্ধ শ্চক্ররথঃ শাঙ্গ´পাণি শ্চতুর্ভুজঃ। গদাধরঃ সুরার্ত্তিঘ্নো গোবিন্দো নন্দকায়ুধঃ ॥ ৯৫ ॥ বৃন্দাবনচরঃ শৌরির্বেণুবাদ্য বিশারদঃ। তৃণাবর্ত্তান্তকো ভীম সাহসো বহু বিক্রমঃ ॥ ৯৬ ॥ শকটাসুর সংহারী বকাসুর বিনাশনঃ। ধেনুকাসুর সংঘাতঃ পূতনারি নৃকেশরী ॥ ৯৭ ॥ পিতামহোগুরুঃ সাক্ষী প্রত্যাগাত্মা সদাশিবঃ। অপ্রমেয় প্রভুঃ প্রাজ্ঞো প্রতর্ক্যঃ স্বপ্নবর্দ্ধনঃ ॥ ৯৮ ॥ ধন্যো মান্যো-ভবো ভাবো ধীরঃ শান্তো জগদ্গুরুঃ। অন্তর্যামীশ্চরো দিব্যো দৈবজ্ঞো দেবতাগুরুঃ ॥ ৯৯ ॥ ক্ষীরাব্ধি শয়নো ধাতা লক্ষীবাঁল্লক্ষ্মণাগ্রজঃ। ধাত্রী পতি রমেয়াত্মা চন্দ্রশেখর পূজিতঃ ॥ ১০০ ॥ লোকসাক্ষী জগচ্চক্ষুঃ পুণ্যচারিত্র কীর্ত্তনঃ। কোটি মন্মথ সৌন্দর্য্যো জগন্মোহনবিগ্রহঃ ॥ ১০১ ॥ মন্দস্মিত তমো গোপো গোপিকা পরিবেষ্টিতঃ। ফুল্লারবিন্দনয়নশ্চাণুরান্ধ্র নিসূদনঃ ॥ ১০২ ॥ ইন্দীবরদলশ্যামো বর্হিবর্হাবতংসকঃ। মুরলী নিনদাহ্লাদো দিব্য মাল্যো বরাশ্রয়ঃ ॥ ১০৩ ॥ সুকপোল যুগঃ সুভ্রূযুগলঃ সুললাটকঃ। কম্বুগ্রীবো বিশালাক্ষোলক্ষীবান্ শুভলক্ষণঃ ॥১০৪॥ পীনবক্ষা শ্চতুর্বাহুশ্চতুমূর্ত্তিস্ত্রিবিক্রমঃ। কলঙ্করহিতঃ শুদ্ধো দুষ্ট শত্রু নিবর্হণঃ ॥ ১০৫ ॥ কিরীট কুণ্ডল ধরঃ কটকাঙ্গদমণ্ডিতং। মুদ্রিকা ভরণো পেতঃ কটি সূত্র বিরাজিতঃ ॥১০৬॥ মঞ্জীররঞ্জিত পদঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ। বিন্যস্ত পাদ যুগলো দিব্য মঙ্গল বিগ্রহঃ (৮০০) ॥১০৭॥ গোপিকা নয়নানন্দঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ। সমস্তজগদানন্দঃ সুন্দরো-লোক নন্দনঃ ॥ ১০৮ ॥ যমুনা তীর সঞ্চারী রাধা মন্মথ বৈভবঃ। গোপনারী প্রিয়ো দান্তো গোপী বস্ত্রাপহারকঃ ॥ ১০৯ ॥ শৃঙ্গার মূর্ত্তিঃ শ্রীধামাতারকো মূলকারণং। সৃষ্টিসংরক্ষণোপায়ঃ ক্রূরাসুরবিভঞ্জনঃ ॥ ১১৪ ॥ নরকাসুরহারী চ মুরারি বৈরি মর্দ্দনঃ।

আদিতেয় প্রিয়ো দৈত্য ভীকরশ্চেন্দুশেখরঃ॥ ১১১॥ জরাসন্ধ কুলধ্বংসী কংসারাতিঃ সুবিক্রমঃ। পুণ্যলোকঃ কীর্ত্তনীয়ো যাদবেন্দ্রো জগন্নুতঃ॥ ১১২॥ রুক্মিণীরমণঃ সত্যভামা জাম্ববতীপ্রিয়ঃ। মিত্রং বিন্দানাগ্নজিতী লক্ষ্মণা সমুপাসিতঃ॥ ১১৩॥ সুধাকর কুলে জাতোঽনন্ত প্রবলবিক্রমঃ। সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্নো দ্বারকায়ামুপস্থিতঃ॥ ১১৪॥ ভদ্রা সূর্য্য সুতানাথো লীলা মানুষ বিগ্রহঃ। সহস্র ষোড়শ স্ত্রীশোভোগ মোক্ষৈক দায়কঃ॥ ১২৫॥ বেদান্তবেদ্যঃ সম্বেদ্যো বৈধ ব্রহ্মাণ্ডনায়কঃ। গোবর্দ্ধন ধরোনাথঃ সর্ব্বজীব দয়াপরঃ॥ ১১৬॥ মূর্ত্তিমান্ সর্ব্বভূতাত্মা আর্ত্তত্রাণ পরায়ণঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বসুলভঃ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ॥ ১১৭॥ ষড়্গুণৈশ্বর্য্য সম্পন্নঃ পূর্ণ কামোধুরন্ধরঃ। মহানুভাবঃ কৈবল্যদায়কো লোকনায়কঃ॥ ১১৮॥ আদিমধ্যান্ত রহিতঃ শুদ্ধ সাত্ত্বিক বিগ্রহঃ। অসমান সমস্তাত্মা শরণাগত বৎসলঃ॥ ১১৯॥ উৎপত্তি স্থিতি সংহার কারণং সর্ব্বকারণং। গম্ভীরঃ সর্ব্বভাবজ্ঞঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ॥১২০॥ বিষ্বক্‌সেনঃ সত্যসন্ধঃ সত্যবান্ সত্যবিক্রমঃ। সত্যব্রতঃ সত্যসংজ্ঞঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণঃ॥ ১২১॥ আপন্নার্ত্তি প্রশমনোদ্রৌপদীমানরক্ষকঃ। কন্দর্পজনকঃ প্রাজ্ঞো জগন্নাটক বৈভবঃ॥ ১২২॥ ভক্তিবশ্যো গুণাতীতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদায়কঃ। দমঘোষ সুতদ্বেষী বাণবাহু বিখণ্ডনঃ॥ ১২৩॥ ভীষ্মভক্তিপ্রদোদিব্যঃ কৌরবান্বয়নাশনঃ। কৌন্তেয় প্রিয়বন্ধুশ্চ পার্থস্যন্দন সারথিঃ॥১২৪॥ নারসিংহো মহাবীর স্তম্ভজাতো মহাবলঃ। প্রহ্লাদবরদঃ সত্যোদেব পূজ্যো (৯০০) ভয়ঙ্করঃ॥ ১২৫॥ উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজো বামনো বলিবন্ধনঃ। গজেন্দ্রবরদঃ স্বামী সর্ব্বদেব নমস্কৃতঃ॥ ১২৬॥

শেষপর্য্যঙ্কশয়নো বৈনতেয় রথো জয়ী। অব্যাহতবলৈশ্বর্য্য সম্পন্নঃ পূর্ণমানসঃ॥ ১২৭॥ যোগেশ্বরেশ্বরঃ সাক্ষীক্ষেত্রজ্ঞো জ্ঞান দায়কঃ। যোগি হৃৎপঙ্কজাবাসোযোগমায়া সমন্বিতঃ॥ ১২৮॥ নাদবিন্দুকলাতীত শ্চতুর্বর্গ ফলপ্রদঃ। সুষুম্নামার্গসঞ্চারী দেহস্থা-ন্তর সংস্থিতঃ॥ ১২৯॥ দেহেন্দ্রিয় মনঃ প্রাণসাক্ষীচেতঃ প্রসাদকঃ। সূক্ষ্মঃ সর্ব্বগতো দেহো জ্ঞান দর্পণগোচরঃ॥ ১৩০॥ তত্ত্বত্রয়াত্মকো ব্যক্তঃ কুণ্ডলীসমুপাশ্রিতঃ। ব্রহ্মণ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ শান্তো দান্তো গতক্লমঃ॥ ১৩১॥ শ্রীনিবাসঃ সদানন্দী বিশ্বমূর্ত্তির্মহাপ্রভুঃ। সহস্র-শীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ॥ ১৩২॥ সমস্ত ভুবনাধারঃ সমস্ত-প্রাণরক্ষকঃ। সমস্তসর্ব্বভাবজ্ঞো গোপিকা প্রাণবল্লভঃ॥ ১৩৩॥ নিত্যোৎসবো নিত্যসৌখ্যো নিত্য শ্রীর্নিত্যমঙ্গলঃ। ব্যূহার্চ্চিতো জগন্নাথঃ শ্রীবৈকুণ্ঠ পুরাধিপঃ॥ ১৩৪॥ পূর্ণানন্দ ঘনীভূতো গোপ-বেশধরো হরিঃ॥ ১৩৪॥ কলাপ কুসুমশ্যামঃ কোমলঃ শান্ত-বিগ্রহঃ॥ ১৩৫॥ গোপাঙ্গনাবৃতোঽনন্তো বৃন্দাবন সমাশ্রয়ঃ। বেণুবাদরতঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং হিতকারকঃ॥ ১৩৬॥ বালক্রীড়া সমাসক্তো নবনীতস্য তস্করঃ। গোপাল কামিনী জারশ্চৌর জার শিখামণিঃ॥ ১৩৭॥ পরংজ্যোতিঃ পরাকাশঃ পরাবাসঃ পরিস্ফুটঃ। অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রো ব্যাপকো লোকপাবনঃ॥ ১৩৮॥ সপ্তকোটি মহামন্ত্র শেখরো দেবশেখরঃ। বিজ্ঞান জ্ঞান সন্ধান স্তেজোরাশি র্জগৎপতিঃ॥ ১৩৯॥ ভক্তলোক প্রসন্নাত্মা ভক্ত মন্দার বিগ্রহঃ। ভক্ত দারিদ্র্য দমনো ভক্তানাং প্রীতিদায়কঃ॥ ১৪০॥ ভক্তাধীন মনাঃ পূজ্যোভক্তলোক শিবঙ্করঃ। ভক্তাভীষ্টপ্রদ সর্ব্বভক্তাঘৌঘ নিকৃন্তনঃ॥১৪১॥ অপার করুণাসিন্ধু র্ভগবান্ ভক্ততৎপরঃ॥ ১৪২॥ (১০০০)॥

ইতি শ্রীরাধিকানাথ সহস্রনামকীর্ত্তিতং। স্মরণাৎ পাপরাশীনাং খণ্ডনং মৃত্যুনাশনং ॥ ১ ॥ বৈষ্ণবানাং প্রিয়করং মহারোগ নিবারণং। মানসং বাচিকং কায়ং যৎ পাপং পাপসম্ভবং ॥ ২ ॥ সহস্রনামপঠনাৎ সর্ব্বং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ। মহাদারিদ্র্যযুক্তো যো বৈষ্ণবোবিষ্ণু ভক্তিমান্ ॥ ৩ ॥ কার্ত্তিক্যাং সংপঠেদ্রাত্রৌ শতমষ্টোত্তরং ক্রমাৎ। পীতাম্বর ধরো ধীমান্ সুগন্ধি পুষ্পচন্দনৈঃ ॥ ৪ ॥ পুস্তকং পুজয়িত্বা তু নৈবেদ্যাদিভিরেব চ। রাধাধ্যানস্থিতো ধীরো বনমালা-বিভূষিতঃ ॥ ৫ ॥ শতমষ্টোত্তরং দেবি পঠেন্নাম সহস্রকং। চৈত্র শুক্লে চ কৃষ্ণে চ কুহু সংক্রান্তিবাসরে ॥ ৬ ॥ পঠিতব্যং প্রযত্নেন ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ। তুলসীমালয়াযুক্তো বৈষ্ণবো ভক্তি তৎপরঃ ॥ রবিবারে চ শুক্রে চ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে ॥ ৭ ॥ ব্রাহ্মণং পূজয়িত্বা চ ভোজয়িত্বা বিধানতঃ। পঠেন্নাম সহস্রঞ্চ ততঃ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৮ ॥ মহানিশায়াং সততং বৈষ্ণবো যঃ পঠেৎ-সদা। দেশান্তর গতা লক্ষ্মীঃ সমায়াতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥ ত্রৈলোক্যে চ মহা-দেবি সুন্দর্য্যঃ কামমোহিতাঃ। মুগ্ধাঃ স্বয়ং সমায়ান্তি বৈষ্ণবং চ ভজন্তি তাঃ ॥ ১০ ॥ রোগী রোগাৎ সমুচ্চেতে বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। গুর্ব্বিণী জনয়েৎ পুত্রং কন্যাবিন্দতি সৎপতিং। রাজানো বশ্যতাং যান্তি কিং পুনঃ ক্ষুদ্র-মানবাঃ ॥ ১১ ॥ সহস্রনাম শ্রবণাৎ পঠনাৎ পূজনাৎ প্রিয়ে। ধারণাৎ সর্ব্ব-মাপ্নোতি বৈষ্ণবোনাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥ বংশীবটেচান্য বটে তথা পিপ্পলকেথবা। কদম্বপাদপতলে গোপাল মূর্ত্তি সন্নিধৌ। যঃ পঠেৎ বৈষ্ণবো নিত্যং সযাতি হরিমন্দিরং ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণেনোক্তং রাধিকায়ৈঃ ময়ি প্রোক্তং পুরা শিবে। নার-দায় ময়াপ্রোক্তং নারদেন প্রকাশিতং ॥ ১৪ ॥ ময়াত্বয়ি বরারোহে প্রোক্তমেতৎ সুদুর্লভং। গোপনীয়ং প্রযত্নেন প্রকাশ্যং ন কথংচন ॥ ১৫ ॥ শঠায় পাপিনে চৈব লম্পটায় বিশেষতঃ। ন দাতব্যং ন দাতব্যং ন দাতব্যং কদাচন। দেবং শিষ্যায় শান্তায় বিষ্ণুভক্তিরতায় চ ॥ ১৬ ॥ গোদান ব্রহ্ম যজ্ঞাদের্বাজপেয় শতস্য চ। অশ্বমেধ সহস্রস্য ফলং পাঠে ভবেদ্ ধ্রুবং ॥ ১৭ ॥ একাদশ্যাং নরঃস্নাত্বা সুগন্ধি দ্রব্যতৈলকৈঃ। আহারং ব্রাহ্মণে দত্বা দক্ষিণাং স্বর্ণভূষণং। ততঃ আরম্ভ কর্ত্তাসৌ সর্ব্বং প্রাপ্নোতিমানবঃ ॥ ১৮ ॥ শতাবৃতং সহস্রঞ্চ যঃ পঠেৎ বৈষ্ণবো জনঃ ॥ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রস্য প্রসাদাৎ সর্ব্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৯ ॥ যদ্ গৃহে পুস্তকং দেবি পূজিতং চৈব তিষ্ঠতি। ন মারী ন চ দুর্ভিক্ষং নোপসর্গ ভবং কচিৎ। সর্পাদিভূত যক্ষাদ্যানশ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥ শ্রীগোপাল-মহাদেবি বসেৎতস্য গৃহে সদা। গৃহে যত্র সহস্রং চ নাম্নাং তিষ্ঠতি পূজিতং ॥২৪ ॥

শ্রীশ্রীগোক্রমচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগোপাল সহস্রনাম স্তোত্রম্।

কৈলাস শিখরে রম্যে গৌরী পৃচ্ছতি শঙ্করং। ব্রহ্মাণ্ডাখিল নাথস্ত্বং সৃষ্টিসংহারকারকঃ। ত্বমেব পূজ্যসে লোকৈর্ব্রহ্মবিষ্ণু-সুরাদিভিঃ॥ নিত্যং পঠসি দেবেশ কস্য স্তোত্রং মহেশ্বর। আশ্চর্য্য মিদমত্যন্তং জায়তে মম শঙ্কর। তৎপ্রাণেশ মহাপ্রাজ্ঞ সংশয়ং ছিন্ধি শঙ্কর॥ শ্রীমহাদেব উবাচ। ধন্যাসিকৃত পুণ্যাসি পার্ব্বতি প্রাণবল্লভে। রহস্যাতিরহস্যঞ্চ যৎপৃচ্ছসি বরাননে॥ স্ত্রীস্বভা-বান্মহাদেবি পুনস্ত্বং পরিপৃচ্ছসি। গোপনীয়ং গোপনীয়ং গোপ-নীয়ং প্রযত্নতঃ॥ দত্তেচ সিদ্ধি হানিঃ স্যাত্তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ। ইদং রহস্যং পরমং পুরুষার্থ প্রদায়কং। ধন রত্নৌঘ মাণিক্য তুরঙ্গ-মগজাদিকং। দদাতি স্মরণাদেব মহামোক্ষ প্রদায়কং॥ ততেহং সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বাবহিতা প্রিয়ে। যোসৌ নিরাঞ্জনোদেব শ্চিৎ-স্বরূপী জনার্দ্দনঃ॥ সংসার সাগরোত্তারকারণায় সদা নৃণাং। শ্রীরঙ্গাদিক রূপেণ ত্রৈলোক্যং ব্যাপ্যতিষ্ঠতি। ততোলোকা মহা মূঢ়া বিষ্ণু ভক্তি বিবর্জিতাঃ॥ নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি পুনর্নারায়ণো হরিঃ॥ নিরঞ্জনো নিরাকারো ভক্তানাং প্রীতি কামদঃ। বৃন্দাবন

বিহারায় গোপালং রূপমুদ্বহন্॥ মুরলী বাদনাধারী রাধায়ৈ প্রীতি মাবহন্। অংশাংশেভ্যঃ সমুন্মীল্য পূর্ণরূপকলাযুতঃ॥ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রোভগবান্নন্দ গোপবরোদ্যতঃ॥ ধরণী রূপিণী মাতা যশোদা-নন্দদায়িনী। দ্বাভ্যাং প্রযাচিতো নাথো দেবক্যাং বসুদেবতঃ। ব্রহ্মণাভ্যর্থিতো দেবো দেবৈরপি সুরেশ্বরি॥ জাতোবন্যাং মুকু-ন্দোপি মুরলী বেদরেচিকা। তয়া সার্দ্ধং বচঃ কৃত্বা ততো জাতো মহীতলে॥ সংসার সার সর্ব্বস্বং শ্যামলং মহদুজ্জ্বলং। এতজ্জ্যোতি রহং বেদ্যং চিন্তয়ামি সনাতনং॥ গৌরতেজোবিনা যস্তু শ্যামতেজঃ সমর্চ্চয়েৎ। জপেৎবা ধ্যায়তে বাপি সভবেৎ পাতকী শিবে। সব্রহ্মহাসুরাপী চ স্বর্ণস্তেয়ী চ পঞ্চমঃ। এতৈ র্দোষৈ র্বিলিপ্যেত তেজোভেদান্মহেশ্বরি॥ তস্মাজ্জ্যোতিরভূদ্দ্বেধা রাধামাধবরূপকং॥ তস্মাদিদং মহাদেবি গোপালেনৈব ভাষিতং। দুর্ব্বাসসোমুনে র্মোহে কার্ত্তিক্যাং রাসমন্ডলে॥ ততঃ পৃষ্টবতী রাধা সন্দেহ ভেদ মাত্মনঃ। নিরঞ্জনাৎ সমুৎপন্নং ময়াধীতং জগন্ময়ি। শ্রীকৃষ্ণেন ততঃ প্রোক্তং রাধায়ৈ নারদায় চ। ততোনারদতঃ সর্ব্বং বিরলা বৈষ্ণবাস্তথা। কলৌজানন্তি দেবেশি গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥ শঠায় কৃপণায়াথ দাম্ভিকায় সুরেশ্বরি। ব্রহ্মহত্যামবাপ্নোতি তস্মাৎ যত্নেন গোপয়েৎ॥

[অস্য শ্রীগোপাল সহস্রনাম স্তোত্রমন্ত্রস্য, শ্রীনারদ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ছন্দঃ, শ্রীগোপালো দেবতা, কামোবীজং, মায়া শক্তিঃ, চন্দ্রঃ কীলকং, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রভক্তি-রূপ ফল প্রাপ্তয়ে শ্রীগোপালসহস্রনাম জপে বিনিয়োগঃ।]

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রীয়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তর শত নাম স্তোত্রং।

॥ওঁ॥ শ্রীকৃষ্ণঃ কমলানাথো বাসুদেবঃ সনাতনঃ। বসুদেবাত্মজঃ পুণ্যো লীলামানুষবিগ্রহঃ॥ শ্রীবৎসকৌস্তুভধরো যশোদাবৎসলো হরিঃ। চতুর্ভুজাত্তচক্রাসি গদাশঙ্খাম্বুজায়ুধঃ॥ দৈবকীনন্দনঃ শ্রীশো নন্দগোপপ্রিয়াত্মজঃ। যমুনাবেগসংহারী বলভদ্রপ্রিয়ানুজঃ॥ পূতনাজীবিত হরঃ শকটাসুরভঞ্জনঃ। নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ॥ নবনীতনবাহারী মুচুকুন্দপ্রসাদকঃ। ষোড়শ স্ত্রী সহস্রেশ স্ত্রিভঙ্গো মধুরাকৃতিঃ॥ শুকবাগমৃতাব্ধীন্দু র্গোবিন্দো গোবিদাং পতিঃ। বৎস পালনসঞ্চারী ধেনুকাসরভঞ্জনঃ॥ তৃণীকৃততৃণাবর্ত্তো যমলার্জুন ভঞ্জনঃ। উত্তানতালভেত্তা চ তমালশ্যামলাকৃতিঃ॥ গোপগোপীশ্বরো যোগী সূর্য্যকোটী সমপ্রভঃ। ইলাপতিঃ পরং জ্যোতি র্যাদবেন্দ্রো যদূদ্বহঃ॥ বনমালী পীতবাসাঃ পারিজাতাপহারকঃ। গোবর্দ্ধনাচলোদ্ধর্ত্তা গোপালঃ সর্ব্বপালকঃ॥ অজো নিরঞ্জনঃ কামজনকঃ কঞ্জলোচনঃ। মধুহা মথুরানাথো দ্বারকানায়কো বলী॥ বৃন্দাবনান্ত সঞ্চারী তুলসীদাম ভূষণঃ। স্যমন্তকমণের্হর্ত্তা নর নারায়ণাত্মকঃ॥ কুব্জাকৃষ্ণাম্বরধরো মায়ী পরমপূরুষঃ। মুষ্টিকাসুর চানূরমহাযুদ্ধবিশারদঃ॥ সংসারবৈরিঃ কংসারি র্মুরারি র্নরকান্তকঃ। অনাদি ব্রহ্মচারী চ কৃষ্ণাব্যসন

কর্ষকঃ ॥ শিশুপাল শিরশ্ছেত্তা দুর্য্যোধনকুলান্তকৃৎ। বিদুরাক্রূর-বরদো বিশ্বরূপ প্রদর্শকঃ ॥ সত্যবাক্ সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যভামারতো জয়ী। সুভদ্রাপূর্ব্বজো বিষ্ণু র্ভীষ্মমুক্তি প্রদায়কঃ। জগদ্‌গুরু র্জগন্নাথো বেণুবাদ্য বিশারদঃ। বৃষভাসুর বিধ্বংসী বাণাসুর-বলান্তকৃৎ॥ যুধিষ্ঠির প্রতিষ্ঠাতা বর্হিবর্হাবতংসকঃ। পার্থসারথি রব্যক্তো গীতামৃত মহোদধিঃ ॥ কালীয় ফণীমাণিক্য রঞ্জিত শ্রীপদা-ম্বুজঃ। দামোদরো যজ্ঞভোক্তা দানবেন্দ্র বিনাশনঃ। নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম পন্নগাসন বাহনঃ। জলক্রীড়াসমাসক্ত গোপীবস্ত্রাপ-হারকঃ। পুণ্যশ্লোকস্তীর্থকরো বেদবিদ্যা দয়ানিধিঃ। সর্ব্বতীর্থা-ত্মকঃ সর্ব্বগ্রহরূপী পরাৎপরঃ ॥ ইত্যেবং কৃষ্ণদেবস্য নাম্নামষ্টোত্তরং শতং। কৃষ্ণেণ কৃষ্ণভক্তেন শ্রুত্বা গীতামৃতং পুরা ॥ স্তোত্রং কৃষ্ণ প্রিয়করং কৃতং তস্মান্ময়া পরং। কৃষ্ণ নামামৃতং নাম পরমানন্দ দায়কং ॥ * * * ॥ কৃষ্ণায় যাদবেন্দ্রায় জ্ঞানমুদ্রায় যোগিনে। নাথায় রুক্মিণীশায় নমো বেদান্তবেদিনে ॥ওঁ॥

[শ্রীকৃষ্ণস্যাষ্টোত্তর শত নাম্নাং শ্রীশেষ ঋষি রনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা]

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থ রাত্রে উমা মহেশ্বর সংবাদে ধরণীশেষ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তর শত নামস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রোদ্ধৃতং

শ্রীবালকৃষ্ণসহস্রনাম

স্তোত্রং ।

অথ গোপাল স্তোত্রং। নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনং। বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণং॥ স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধনীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজং। কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধবনমালা-বিভূষিতং॥ গণ্ডমণ্ডলসংসর্গিচলৎকুঞ্চিতকুন্তলং। স্থূলমুক্তা-ফলোদারহারোদ্দ্যোতিতবক্ষসং॥ হেলাঙ্গদতুলাকোটিকিরী-টোজ্জ্বলবিগ্রহং। মন্দমারুতসংক্ষোভচলিতাম্বরসঞ্চয়ং॥ রুচি-রৌষ্ঠপুটন্যস্ত বংশীমধুরনিঃস্বনৈঃ। লসদ্‌গোপালিকাচেতো মোহয়ন্তং পুনঃ পুনঃ॥ বল্লবীবদনাম্ভোজ মধুপানমধুব্রতং। ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সস্মেরাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ॥ যৌবনোদ্ভিন্ন-দেহাভিঃ সংসক্তাভিঃ পরস্পরং। বিচিত্রাম্বরভূষাভির্গোপনারী-ভিরাবৃতং॥ প্রভিন্নাঞ্জনকালিন্দীজলকেলিকলোৎসুকং। যোধ-য়ন্তং ক্বচিদ্গোপান্ ব্যাহরন্তং গবাঙ্গণং॥ কালিন্দীজলসংসর্গি শীতলানিলসেবিতে। কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে ক্বচিৎ॥ রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাসনপরিগ্রহং। কল্পপাদপমধ্যস্থহেমমণ্ড-পিকাগতং॥ বসন্তকুসুমামোদসুরভীকৃতদিঙ্মুখে। গোবর্দ্ধন-গিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকং। সব্যহস্ততলন্যস্ত গিরি-বর্য্যাতপত্রকং। খণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্তমুক্তাসারঘনাঘনং॥ বেণু-বাদ্যমহোল্লাসকৃতহুঙ্কারনিঃস্বনৈঃ। সবৎসৈরুন্মুখৈঃ শশ্বদ্‌গোকুলৈ-রভিবীক্ষিতং॥ কৃষ্ণমেবানুগায়দ্ভিস্তচ্চেষ্টাবশবর্ত্তিভিঃ। দণ্ড-পাশোদ্যতকরৈঃ গোপালৈরুপশোভিতং॥ নারদাদ্যৈর্মুনি-শ্রেষ্ঠৈর্ব্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ। প্রীতিসুস্নিগ্ধয়া বাচা স্তূয়মানং পরাৎপরং॥

শ্রীবালকৃষ্ণ সহস্রনাম।

বালকৃষ্ণঃ সুরাধীশো ভূতাবাসো ব্রজেশ্বরঃ। ব্রজেন্দ্রনন্দনো নন্দী ব্রজাঙ্গনবিহারণঃ॥ গোগোপগোপিকানন্দকারকো ভক্ত-বর্দ্ধনঃ। গোবৎসপুচ্ছ সংকর্ষ জাতানন্দভরোহজয়ঃ॥ রিঙ্গমাণ গতিঃ শ্রীমানতিভক্তিপ্রকাশনঃ। ধূলিধূষরসর্ব্বাঙ্গো ঘটীপীতপরিচ্ছদঃ॥ পুরটাভরণঃ শ্রীশো গতির্গতিমতাং সদা। যোগীশো যোগবন্দ্যশ্চ যোগাধীশো যশঃপ্রদঃ॥ যশোদানন্দনঃ কৃষ্ণো গোবৎস পরিচারকঃ। গবেন্দ্রশ্চ গবাক্ষশ্চ গবাধ্যক্ষো গবাম্পতিঃ॥ গবেশশ্চ গবীশশ্চ গোচারণপরায়ণঃ। গোধূলিধামপ্রিয়কো গোধূলিকৃতভূষণঃ॥ গোরাস্থো গোরসাশোগো গোরসাঞ্চিতধামকঃ। গোরসাস্বাদকো বৈদ্যো বেদাতীতো বসুপ্রদঃ॥ বিপুলাংশো রিপুহরো বিক্ষরো জয়দো জয়ঃ। জগদ্বন্দ্যো জগন্নাথো জগদারাধ্যপাদকঃ॥ জগদীশো জগৎকর্ত্তা জগৎপূজ্যো জয়ারিহা। জয়তাং জয়শীলশ্চ জয়াতীতো জগদ্বলঃ॥ জগদ্ধর্ত্তা পালয়িতা পাতা ধাতা মহেশ্বরঃ। রাধিকানন্দনো রাধাপ্রাণনাথো রসপ্রদঃ॥ রাধাভক্তিকরঃ শুদ্ধো রাধারাধ্যো রমাপ্রিয়ঃ। গোকুলানন্দদাতা চ গোকুলানন্দরূপধৃক্॥ গোকুলেশ্বরকল্যাণো গোকুলবরনন্দনঃ। গোলোকাভিরতিঃ স্রগ্বী গোলোকেশ্বর-নায়কঃ। নিত্যং গোলোকবসতি নিত্যং গোগোপনন্দনঃ। গণেশ্বরো গণাধ্যক্ষো গণানাং পরিপূরকঃ। গুণীগুণোৎকরো গণ্যো গুণাতীতো গুণাকরঃ। গুণপ্রিয়ো গুণাধারো গুণারাধ্যো গণা-

গ্রণীঃ ॥ গণনায়কো বিঘ্নহরো হেরম্ব পার্ব্বতীসুতঃ। পর্ব্বতাধি-নিবাসী চ গোবর্দ্ধনধরো গুরুঃ ॥ গোবর্দ্ধনপতিঃ শান্তো গোবর্দ্ধন-বিহারকঃ। গোবর্দ্ধনো গীতগতি র্গবাক্ষো গোবৃষেক্ষণ ॥ গভস্তি-নেমির্গীতাত্মা গীতগম্যো গতিপ্রদঃ। গবাময়ো যজ্ঞনেমি র্যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞরূপধৃক্ ॥ যজ্ঞপ্রিয়ো যজ্ঞহর্ত্তা যজ্ঞগম্যো যজুর্গতিঃ। যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞগম্যশ্চ যজ্ঞ প্রাপ্যো বিমৎসরঃ ॥ যজ্ঞান্তকৃৎ যজ্ঞগুহ্যো যজ্ঞা-তীতো যজুঃপ্রিয়। মনুর্মন্বাদিরূপী চ মন্বন্তর বিহারকঃ ॥ মনু-প্রিয়ো মনোর্বংশধার মাধবমাপতিঃ। মায়াপ্রিয়ো মহামায়ো মায়াতীতো ময়ান্তকঃ ॥ মায়াভিগামীমায়াখ্যো মহামায়াবরপ্রদঃ। মহামায়াপ্রদো মায়ানন্দো মায়েশ্বরঃ কবিঃ ॥ করণং কারণং কর্ত্তা কার্য্যং কর্ম্ম ক্রিয়া মতিঃ। কার্য্যাতীতো গবাং নাথো জগন্নাথো গুণাকরঃ ॥ বিশ্বরূপো বিরূপাখ্যো বিদ্যানন্দো বসুপ্রদঃ। বাসু-দেবো বশিষ্ঠেশো বাণীশো বাক্‌পতির্মহঃ ॥ বসুদেবো বসুশ্রেষ্ঠো দেবকীনন্দনোঽরিহা। বসুপাতা বসুপতি র্বসুধাপরিপালকঃ ॥ কংসারি কংসহন্তা চ কংসারাধ্যো গতি র্গবাং। গোবিন্দো গোমতাংপালো গোপনারীজনাধিপঃ ॥ গোপীরতো রুরুনখধারী হরিজগদ্‌গুরুঃ। জানুজঙ্ঘান্তরালশ্চ পীতাম্বরধরোহরিঃ ॥ হৈয়ঙ্গ-বীন সম্ভোক্তা পায়সাশো গবাং গুরুঃ। ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মণাঽরাধ্যো নিত্যং গোবিপ্রপালকঃ ॥ ভক্তপ্রিয়ো ভক্তলভ্যো ভক্ত্যাতীতো ভুবাঙ্গতিঃ। ভূর্লোকপাতা হর্ত্তা চ ভূগোলপরিচিন্তকঃ ॥ নিত্যং ভূর্লোকবাসী চ জনলোক নিবাসকঃ। তপোলোকনিবাসী চ বৈকুণ্ঠো বিষ্টরশ্রবাঃ ॥ বিকুণ্ঠবাসো বৈকুণ্ঠবাসী হাসী রসপ্রদঃ। রসিকাগোপিকানন্দদায়কো বালধৃগ্বপুঃ। যশস্বী যমুনাতীর পুলিনে হতীবমোহনঃ। বস্ত্রহর্ত্তা গোপিকানাং মনোহারী বরপ্রদঃ ॥

দধিভক্ষো দয়াধারো দাতা পাতা হুতাহুতঃ। মণ্ডপো মণ্ডলাধীশো রাজরাজেশ্বরো বিভুঃ। বিশ্বধৃক্ বিশ্বভুক্ বিশ্বপালকো বিশ্বমোহনঃ। বিদ্বৎপ্রিয়ো বীতহব্যো হব্যগব্যকৃতাশনঃ॥ কব্যভুক্ পিতৃবর্ত্তী চ কব্যাত্মা কব্যভোজনঃ। রামো বিরামো রতিদো রতিভর্ত্তা রতিপ্রিয়ঃ॥ প্রদ্যুম্নোঽক্রূরদম্যশ্চ ক্রূরাত্মা ক্রূরমর্দ্দনঃ। কৃপালুশ্চ দয়াসুশ্চ শয়ালুঃ সরিতাংপতিঃ॥ নদীনদবিধাতা চ নদীনদবিহারকঃ। সিন্ধুঃ সিন্ধুপ্রিয়ো দান্তঃ শান্তঃ কান্তঃ কলানিধিঃ॥ সন্ন্যাসকৃৎ সতাংভর্ত্তা সাধূচ্ছিষ্ঠকৃতাশনঃ। সাধুপ্রিয়ঃ সাধুগম্যো সাধ্বাচার নিষেবকঃ॥ জন্মকর্ম্মফলত্যাগী যোগী ভোগী মৃগীপতিঃ। মার্গাতীতো যোগমার্গো মার্গমাণো মহোরবিঃ॥ রবিলোচনো রবেরংশভাগী দ্বাদশরূপধৃক্। গোপাল বালগোপালো বালকানন্দদায়কঃ॥ বালকানাংপতিঃ শ্রীশো বিরতিঃসর্ব্বপাপিনাং। শ্রীলঃ শ্রীশ্চ শ্রীযুতশ্চ শ্রীনিবাসঃ শ্রিয়ঃপতিঃ॥ শ্রীদঃ শ্রীশঃ শ্রিয়ঃকান্তো রমাকান্তো রমেশ্বরঃ। শ্রীকান্তো ধরণীকান্তো উমাকান্তপ্রিয়ঃ প্রভুঃ॥ ইষ্টোঽভিলাষীবরদো বেদগম্যো দুরাশয়ঃ। দুঃখহর্ত্তা দুঃখনাশো ভবদুঃখ নিবারকঃ॥ যথেচ্ছাচারনিরতো যথেচ্ছাচার সুপ্রিয়ঃ। যথেচ্ছালাভসন্তুষ্টো যথেচ্ছস্থমনোঽন্তরঃ॥ নবীননীরদাভাসো নীলাঞ্জনচয়প্রভঃ। নবদুর্দ্দিনমেঘাভো নবমেঘচ্ছবিঃ রুচিৎ॥ স্বর্ণবর্ণো হ্রাসধারী দ্বিভুজো বহুবাহুকঃ। কিরীটধারীমুকুটো মূর্ত্তিপঞ্জরসুন্দরঃ॥ মনোরথপথাতীতকারকো ভক্তবৎসলঃ। কম্বান্নভোক্তা কপিলো কপিশো গরুড়াত্মকঃ॥ সুবর্ণঃ পর্ণো হেমাভঃ পূতনান্তক ইত্যপি। পূতনাস্তনপাতাচ প্রাণান্তকরণো রিপোঃ॥ বৎসনাশো বৎসপালো বৎসেশ্বর বসূত্তমং। হেমাভো হেমকণ্ঠশ্চ শ্রীবৎসঃ শ্রীমতাংপতিঃ॥ সনন্দনপথারাধ্যো ধাতু র্ধাতুমতাংপতিঃ।

সনৎকুমার যোগাত্মা সনকেশ্বররূপধৃক্ ॥ সনাতনপদোদাতা নিত্যৈঞ্চবসনাতনঃ। ভাণ্ডীর বনবাসী চ শ্রীবৃন্দাবননায়কঃ ॥ বৃন্দাবনেশ্বরীপূজ্যো বৃন্দারণ্যবিহারকঃ। যমুনাতীরগোধেনুপালকো মেঘমন্মথঃ॥ কন্দর্পদর্পহরণো মনোনয়ননন্দনঃ। বালকেলিপ্রিয়ঃ কান্তো বালক্রীড়াপরিচ্ছদঃ॥ বালানাংরক্ষকো বাল্য ক্রীড়াকৌতুককারকঃ। বাল্যরূপধরো ধন্বী ধানুষ্কী শূলধৃক্ বিভুঃ॥ অমৃতাংশোহমৃতবপুঃ পীযূষপরিপালকঃ। পীযূষপায়ী পৌরব্যানন্দনো নন্দিবৰ্দ্ধনঃ॥ শ্রীদামাংশুকপাতা চ শ্রীদামপরিভূষণঃ। বৃন্দারণ্যপ্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ কিশোরকান্তরূপধৃক্ ॥ কামরাজঃ কলাতীতো যোগিনাং পরিচিন্তকঃ। বৃষেশ্বরঃ কৃপাপালো গায়ত্রীগতিবল্লভঃ॥ নির্ব্বাণদায়কো মোক্ষদায়ী বেদবিভাগকঃ। বেদব্যাসপ্রিয়োবেদ্যো বৈদ্যানন্দপ্রিয়ঃ শুভঃ॥ শুকদেবগয়ানাথো গয়াসুরঃ গতিপ্রদঃ। বিষ্ণু জিষ্ণু গরিষ্ঠশ্চ স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাং॥ বরিষ্ঠশ্চ যবিষ্ঠশ্চ ভুয়িষ্ঠশ্চ ভুবঃপতিঃ। দুর্গতের্নাশকো দুর্গপালকো দুষ্টনাশকঃ॥ কালীয়সর্পদমনো যমুনানির্ম্মলোদকঃ। যমুনাপুলিনে রম্যে নির্ম্মলে পাবনোদকে॥ বসন্তং বালগোপালরূপধারী গিরাংপতিঃ। বাগ্দাতা বাক্প্রদো বাণীনাথো ব্রাহ্মণরক্ষকঃ॥ ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মকৃদ্ব্রহ্ম ব্রহ্মকর্ম্ম প্রদায়কঃ। ব্রহ্মণ্যদেবো ব্রহ্মণ্যদায়কো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ॥ স্বস্তি প্রিয়োহস্বস্থধরোস্বস্থনাশো ধিয়াংপতিঃ। কণন্নুপুরধৃক্‌বিশ্বরূপী বিশ্বেশ্বর শিবঃ॥ শিবাত্মকো বাল্যবপুঃ শিবাত্মা শিবরূপধৃক্। সদাশিবপ্রিয়োদেবঃ শিববন্দ্যো জগৎশিবঃ॥ গোমধ্যবাসী গোবাসী গোপগোপীমনোন্তরঃ। ধর্ম্মো ধর্ম্মধুরীণশ্চ ধর্ম্মরূপো ধরাধরঃ॥ স্বোপার্জ্জিতযশাঃ কীর্ত্তিবৰ্দ্ধনো নন্দিরূপকঃ। দেবহূতিজ্ঞানদাতা যোগসাঙ্খ্যনিবর্ত্তকঃ॥

তৃণাবর্ত্তপ্রাণহারী শকটাসুরভঞ্জনঃ। প্রলম্বহারী রিপুহা তথা ধেনুকমর্দ্দনঃ॥ অরিষ্টনাশনোঽচিন্ত্যঃ কেশিহা কেশিনাশনঃ। কঙ্কহা কংসহা কংসনাশনো রিপুনাশনঃ॥ যমুনাজলকল্লোলদর্শী হর্ষীপ্রিয়ংবদঃ। স্বচ্ছন্দহারী যমুনাজলহারী সুরপ্রিয়ঃ। লীলা-ধৃতবপুঃ কেলিকারকো ধরণীধরঃ। গোপ্তা গরিষ্ঠো গতিদো গতি-কারী গয়েশ্বরঃ॥ শোভাপ্রিয়ঃ শুভকরো বিপুলশ্রীপ্রতাপনঃ। কেশিদৈত্যহরো দানী দাতা ধর্ম্মার্থসাধনঃ॥ ত্রিসামা ত্রিককৃৎসামঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদীপনঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো বৌদ্ধরূপী জনার্দ্দনঃ॥ দৈত্যারিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পদ্মনাভোচ্যুতোঽসিতঃ। পদ্মাক্ষঃ পদ্মজাকান্তো গরুড়াসনবিগ্রহঃ॥ গারুৎমতধরো ধেনুপালকঃ সুপ্তবিগ্রহঃ। আর্ত্তিহা পাপহানেহা ভূতিহা ভূতিবর্দ্ধনঃ॥ বাঞ্ছা-কল্পদ্রুমঃ সাক্ষান্মেধাবী গরুড়ধ্বজঃ। নীলঃশ্বেতঃ সিতঃকৃষ্ণো গৌরঃ পীতাম্বরচ্ছদঃ॥ ভক্তার্ত্তিনাশনো গীর্ণঃ শীর্ণোজীর্ণতনুচ্ছদঃ। বলিপ্রিয়ো বলিহরো বলিবন্ধনতৎপরঃ॥ বামনোবামদেবশ্চ দৈত্যারিঃ কঞ্জলোচনঃ। উদীর্ণঃ সর্ব্বতো গোপ্তা যোগগম্যঃ পুরাতনঃ॥ নারায়ণো নরবপুঃ কৃষ্ণার্জ্জুনবপুর্ধরঃ। ত্রিনাভিস্ত্রবৃতাং সেব্যো যুগাতীতো যুগাত্মকঃ॥ হংসো হংসী হংসবপুর্হংসরূপী কৃপাময়ঃ। হরাত্মকো হরবপুর্হরভাবনতৎপরঃ॥ ধর্ম্মরাগো যমবপু স্ত্রিপুরান্তকবিগ্রহঃ॥ ইন্দ্রযজ্ঞহরো গোবর্দ্ধনধারী গিরাংপতিঃ। যজ্ঞভুগ্‌যজ্ঞকারী চ হিতকারী হিতান্তকঃ॥ অক্রূরবন্দ্যো বিশ্ব-রুগশ্বাহারী হয়াস্তকঃ। হয়গ্রীবঃ স্মিতমুখো গোপীকান্তোঽরুণ-ধ্বজঃ॥ নিরস্তসাম্যাতিশয়ঃ সর্ব্বাত্মাসর্ব্বখণ্ডনঃ। গোপীপ্রীতিকরো গোপীমনোহারীহরির্হরিঃ। লক্ষ্মণোভরতোরামঃ শত্রুঘ্নোনীল-রূপকঃ। হনুমজ্জ্ঞানদাতাচ জানকীবল্লভো গিরিঃ॥ গিরিরূপী

গিরিমখোগিরিযজ্ঞ প্রবর্ত্তকঃ। গিরেরঙ্গধরো গোপগোপীগো-ত্তাপনাশনঃ॥ ভবাব্ধিপোতঃ শুভকৃৎ শুভভুক্ শুভবর্দ্ধনঃ। বরারোহো হরিমুখো মণ্ডুকগতিলালসঃ। নেত্রবদ্ধক্রিয়ো গোপ-বালকো বালকো গুণঃ। গুণার্ণবপ্রিয়ো ভূতনাথো ভূতাত্মকশ্চসঃ। ইন্দ্রজিদ্ ভয়দাতা চ যজূষাং পতিরপ্পতিঃ। গীর্ব্বাণবন্দ্যো গীর্ব্বাণ-গতিরিষ্টো গুরুর্গতিঃ॥ চতুর্ম্মুখস্তুতিমুখো ব্রহ্মনারদসেবিতঃ। উমাকান্তধিয়ারাধ্যো গণনাগুণসীমকঃ॥ সীমান্তমার্গো গণিকা-গণমণ্ডলসেবিতঃ। গোপীদৃক্পদ্মমধুপো গোপীদৃঙ্মণ্ডলেশ্বরঃ॥ গোপ্যালিঙ্গনকৃদ্গোপীহৃদয়ানন্দকারকঃ। ময়ূরপুচ্ছশিখরঃ কঙ্কণা-ঙ্গদভূষণঃ॥ স্বর্ণচম্পকসন্দোলঃ স্বর্ণনূপুরভূষণঃ। স্বর্ণতাটঙ্ককর্ণশ্চ স্বর্ণচম্পকভূষিতঃ॥ চূড়াগ্রার্পিতরত্নেন্দ্রসারঃ স্বর্ণাম্বরচ্ছদঃ; আজানু-বাহুঃ সুমুখো জগজ্জননতৎপরঃ॥ বালক্রীড়াতিচপলো ভাণ্ডীর-বননন্দনঃ। মহাশালঃ শ্রুতিমুখোগঙ্গাচরণসেবনঃ॥ গঙ্গাম্বুপাদঃ করজাকরতোয়াজলেশ্বরঃ। গণ্ডকীতীরসম্ভূতো গণ্ডকীজলমর্দ্দনঃ॥ শালগ্রামঃ শালরূপীশশিভূষণভূষণঃ। শশিপাদঃ শশিনখোবরার্হো যুবতীপ্রিয়ঃ॥ প্রেমপ্রদঃ প্রেমলভ্যো ভক্ত্যাতীতো ভবপ্রদঃ। অনন্তশায়ীশবকৃচ্ছয়নো যোগিনীশ্বরঃ॥ পূতনাশকুনিপ্রাণহারকো ভবপালকঃ। সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্যো লক্ষ্মীমান্ লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥ সর্ব্বান্ত-কৃৎসর্ব্বগুহ্যঃ সর্ব্বাতীতোঽসুরান্তকঃ। প্রাতরাশনসম্পূর্ণোধরণীরেণু গুণ্ঠিতঃ। ইজ্যো মহেজ্যঃ সর্ব্বেজ্য ইজ্যরূপীজ্যভোজনঃ। ব্রহ্মা-র্পণপরোনিত্যং ব্রহ্মাগ্নিপ্রীতিলালসঃ॥ মদনো মদনারাধ্যো মনো-মথনরূপকঃ। নীলাঞ্চিতাকুঞ্চিতকোবালবৃন্দাবিভূষিতঃ॥ স্তোক-ক্রীড়াপরোনিত্যং স্তোকভোজনতৎপরঃ। ললিতাবিশখাশ্যামলত বন্দিতপালকঃ॥

শ্রীমতী প্রিয়কারী চ শ্রীমত্যা পাদপূজিতঃ। শ্রীসংসেবিতপাদাব্জো বেণুবাদ্যবিশারদঃ॥ শৃঙ্গবেত্রকরো নিত্যং শৃঙ্গবাদ্যপ্রিয়ঃ সদা। বলরামানুজঃ শ্রীমান্ গজেন্দ্রস্তুতপাদকঃ॥ হলায়ুধঃ পীতবাসা নীলাম্বর পরিচ্ছদঃ। গজেন্দ্রবক্ত্রো হেরম্বো ললনাকুলপালকঃ। রাসক্রীড়াবিনোদশ্চ গোপীনয়নহারকঃ। বলপ্রদো বীতভয়ো ভক্তার্ত্তি পরিনাশনঃ॥ ভক্তপ্রিয়ো ভক্তিদাতা দামোদর ইভস্পতিঃ। ইন্দ্রদর্পহরোঽনন্তো নিত্যানন্দশ্চিদাত্মকঃ॥ চৈতন্যরূপশ্চৈতন্যশ্চেতনা গুণবর্জ্জিতঃ। অদ্বৈতাচারনিপুণোদ্বৈতঃ পরমনায়কঃ। শিবভক্তিপ্রদোভক্তো ভক্তানামন্তরাশয়ঃ। বিদ্বত্তমো দুর্গতিহা পুণ্যাত্মা পুণ্যপালকঃ॥ জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ কনিষ্ঠশ্চ নিষ্ঠোঽর্তিষ্ঠ উমাপতিঃ। সুরেন্দ্রবন্দ্যচরণো গোত্রহা গোত্রবর্জ্জিতঃ॥ নারায়ণপ্রিয়ো নারশায়ী নারদসেবিতঃ। গোপালবালসংসেব্যঃ সদানির্ম্মলমানসঃ॥ মনুমন্ত্রো মন্ত্রপতি র্ধাতা ধামবিবর্জ্জিতঃ। ধরাপ্রদো ধৃতিগুণো যোগীন্দ্রঃ কল্পপাদপঃ। অচিন্ত্যাতিশয়ানন্দরূপী পাণ্ডবপূজিতঃ। শিশুপাল প্রাণহারী দন্তবক্রনিসূদনঃ॥ অনাদিরাদিপুরুষো গোত্রী গাত্রবিবর্জ্জিতঃ। সর্ব্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টদৈত্যকুলান্তকঃ। নিরন্তরঃ শুচিমুখো নিকুন্তকুলদীপনঃ। ভানুর্হনুর্দ্ধনুঃ স্থাণুঃ কৃশানুঃ কৃতনুর্ধনুঃ॥ জনুর্জন্মাদিরহিতো জাতিগোত্রবিবর্জ্জিতঃ। দাবানল নিহন্তা চ দনুজারির্বকাপহা॥ প্রহ্লাদভক্তো ভক্তেষ্টদাতা দানবগোত্রহা॥ সুরভির্গুপো দুগ্ধহারী শৌরিঃ শুচাং হরিঃ॥ যথেষ্টদোহতিসুলভঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বতোমুখঃ। দৈত্যারিঃ কৈটভারিশ্চ কংসারিঃ সর্ব্বতাপনঃ॥ দ্বিভুজঃ ষড়্ভুজো হ্যন্তর্ভুজো মাতলি সারথিঃ। শেষঃ শেষাধিনাথশ্চ শেষী শেষান্তবিগ্রহঃ॥ কেতুর্ধরিত্রীচারিত্র শ্চতুর্মূর্ত্তিশ্চতুর্গতিঃ। চতুর্দ্ধা চতুরাত্মা চ চতুর্বর্গ-

প্রদায়কঃ॥ কন্দর্পদর্পহারী চ নিত্যঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ। শচীপতি পতির্নেতা দাতা মোক্ষগুরুর্দ্বিজঃ॥ হৃতস্বনাথোঽনাথস্ত নাথঃ শ্রীগরুড়াসনঃ। শ্রীধরঃ শ্রীকরঃ শ্রেয়ঃ পতির্গতিরপাংপতিঃ॥ অশেষবন্দ্যো গীতাত্মা গীতাগানপরায়ণঃ। গায়ত্রীধামশুভদো বেলামোদপরায়ণঃ॥ ধনাধিপঃ কুলপতি র্বসুদেবাত্মজোঽরিহা। অজৈকপাৎ সহস্রাক্ষো নিত্যাত্মা নিত্যবিগ্রহঃ॥ নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরজোঽগ্নির্গিরিনায়কঃ। গোনায়কঃ শোকহন্তা কামারিঃ কাম-দীপনঃ। বিজিতাত্মা বিধেয়াত্মা সোমাত্মা সোমবিগ্রহঃ। গ্রহরূপী গ্রহাধ্যক্ষো গ্রহমর্দ্দনকারকঃ॥ বথানসঃ পুণ্যজনো জগদাদি র্জগৎ-পতিঃ। নীলেন্দীবরভো নীলবপুঃ কামাঙ্গনাশনঃ॥ কামবীজান্বিতঃ স্থূলঃ কৃশঃ কৃশতনুর্নিজঃ। নৈগমেয়োঽগ্নিপুত্রশ্চ ষান্মাতুর উমা-পতিঃ॥ মণ্ডুকবেশাধ্যক্ষশ্চ তথা নকুলনাশনঃ। সিংহোহরীন্দ্রঃ কেশীন্দ্রহন্তা তাপনিবারণঃ॥ গিরীন্দ্রজা পাদসেব্যঃ সদা নির্ম্মল-মানসঃ। সদশিবপ্রিয়ো দেবঃ শিবঃ সর্ব্বউমাপতিঃ॥ শিবভক্তো গিরামাদিঃ শিবারাধ্যো জগদ্ গুরুঃ। শিবপ্রিয়ো নীলকণ্ঠঃ শিতি-কণ্ঠউষাপতিঃ॥ প্রদ্যুম্নপুত্রো নিশঠঃ শঠঃ শঠধনাপহা। ধূপপ্রিয়ো ধূপদাতা গুগ্‌গুল গুরুধূপিতঃ॥ নীলাম্বরঃ পীতবাসা রক্তশ্বেত পরি-চ্ছদঃ। নিশাপতির্দিবানাথো দেবব্রাহ্মণপালকঃ॥ উমাপ্রিয়ো যোগিমনোহারীহারবিভূষিতঃ। খগেন্দ্রবন্দ্যপাদাব্জঃ সেবাতপপরা-ঙ্মুখঃ॥ পরার্থদোঽপরপতিঃ পরাৎপরতরো গুরুঃ। সেবাপ্রিয়ো নির্গুণশ্চ সগুণঃ শ্রুতিসুন্দরঃ॥ দেবাধিদেবো দেবেশো দেবপূজ্যো দিবাপতিঃ। দিবঃ পতির্বৃহদ্ভানুঃ সেবিতেপ্সিতদায়কঃ। গোতমা-শ্রমবাসী চ গোতম শ্রীনিষেবিতঃ। রক্তাম্বরধরো দিব্যো দেবী পাদাব্জপূজিতঃ। সেবিতার্থপ্রদাতা চ সেবা সেব্য গিরীন্দ্রজঃ॥

ধাতুর্মনো বিহারী চ বিধাতা ধাতুরুত্তমঃ॥ অজ্ঞানহন্তা জ্ঞানেন্দ্র-বন্দ্যো বন্দ্যধনাধিপঃ। অপাং পতি র্জলনিধি র্ধরাপতিরশেষকঃ॥ দেবেন্দ্রবন্দ্যো লোকাত্মা ত্রিলোকাত্মা ত্রিলোকপাৎ। গোপাল-দায়কো গন্ধপ্রদো গুহ্যকসেবিতঃ॥ নির্গুণঃ পুরুষাতীতঃ প্রকৃতেঃ পরউজ্জ্বলঃ। কার্ত্তিকেয়োঽমৃতাহর্ত্তা নাগারি র্নাগহারকঃ। নাগেন্দ্র-শায়ী ধরণীপতিরাদিত্যরূপকঃ। যশস্বী বিগতাশী চ কুরুক্ষেত্রা-ধিপঃ শশী॥ শশকারিঃ শুভাচারো গীর্ব্বাণগণসেবিতঃ। গতি-প্রদো নরসখঃ শীতলাত্মা যশঃপতিঃ॥ বিজিতারি র্গণাধ্যক্ষো যোগাত্মা যোগপালকঃ। দেবেন্দ্র সেব্যো দেবেন্দ্রপাপহারী যশো-ধনঃ॥ অকিঞ্চনধনঃ শ্রীমানমেয়াত্মা মহাদ্রিধৃক্। মহাপ্রলয়কারী চ শচীসুতঃ জয়প্রদঃ॥ জনেশ্বরঃ সর্ব্ববিধিরূপী ব্রাহ্মণপালকঃ। সিংহাসননিবাসী চ চেতনারহিতঃ শিবঃ॥ শিবপ্রদো দক্ষযশহন্তা ভৃগুনিবারকঃ। বীরভদ্রভয়াবর্ত্তঃ কালঃ পরমনির্ব্বণঃ॥ উদূ-খলনিবদ্ধশ্চ শোকাত্মা শোকনাশনঃ। আত্মযোনিঃ স্বয়ং জাতো বৈখানঃ পাপহারকঃ॥ কীর্ত্তিপ্রদঃ কীর্ত্তিদাতা গজেন্দ্রভুজপূজিতঃ। সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বাত্মা মোক্ষরূপী নিরায়ুধঃ॥ উদ্ধবজ্ঞানদাতা চ যমলার্জ্জুনভঞ্জনঃ॥

ইতি শ্রীবালকৃষ্ণসহস্রনাম সম্পূর্ণ।

যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি শৃণুয়াৎ শ্রাবয়ীত বা। কিম্ফলং লভতে দেবি, বক্তুং নাস্তি মম প্রিয়ে। দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং বা সপ্তম্যাং রবিবাসরে। পক্ষদ্বয়ে চ সম্প্রাপ্য হরিবাসর মেবচ॥ য পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি নজন্মস্তস্য বিদ্যতে॥ সত্যং সত্যং মহেশানি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ। একাদশ্যাং শুচিভূর্ত্বা সেব্যা ভক্তির্হরে শুভা।

শ্রুত্বা নামসহস্রাণি নরো মুচ্যেত পাতকাৎ ॥ নাতঃ পরতরং স্তোত্রং নাতঃ পরতরো মন্ত্রঃ। নাতঃ পরতরো দেবো যুগেষ্বপি চতুর্ষ্বপি ॥ হরিভক্তেঃ পরা নাস্তি মোক্ষশ্রেণী নগেন্দ্রজে। বৈষ্ণবেভ্যঃ পরং নাস্তি প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়া মম ॥ বৈষ্ণবেষু চ সঙ্গো মে সদা ভবতু সুন্দরি। যস্তবংশে ক্বচিদ্দৈবাৎ বৈষ্ণবো রাগবর্জ্জিতঃ ॥ ভবেত্তদ্বংশকে যে যে পূর্ব্বেস্যুঃ পিতরস্তথা। ভবন্তি নির্ম্মলাস্তেহি যান্তি নির্ব্বাণতাং হরে ॥ বহুনা কিমিহোক্তেন বৈষ্ণবানাস্তু দর্শনাৎ। নির্ম্মলাঃ পাপরহিতাঃ পাপিনঃ স্যু র্ন সংশয়ঃ ॥ কলৌ বালেশ্বরো দেবঃ কলৌ গঙ্গৈব কেবলা। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

শ্রীবালকৃষ্ণস্য সহস্রনাম্নঃ, স্তোত্রস্য কল্পাখ্যসুরক্রমস্য। ব্যাসো বদত্যখিলশাস্ত্রনির্দ্দেশকর্ত্তা শৃণ্বন্ শুকং মুনিগণেষু সুরর্ষিবর্য্যঃ ॥ পুরামহর্ষয়ঃ সর্ব্বে নারদং দণ্ডকে বনে। জিজ্ঞাসন্তি স্বভক্ত্যা চ গোপালস্য পরাত্মনঃ ॥ নাম্নঃ সহস্রং পরমং শৃণু দেবি সমাসতঃ। শ্রুত্বা শ্রীবালকৃষ্ণস্য নাম্নঃ সাহস্রকং প্রিয়ে ॥ ব্যপৈতি সর্ব্বপাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ। কলৌ বালেশ্বরো দেবঃ কলৌ বৃন্দাবনং বনং। কলৌ গঙ্গা মুক্তিদাত্রী কলৌ গীতা পরাগতিঃ ॥ নাস্তি যজ্ঞাদি কার্য্যাণি হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ বিমুক্তয়ে নৃণাং নাস্ত্যেব গতি অন্যথা ॥

অস্য শ্রীবালকৃষ্ণস্য সহস্রনামস্তোত্রস্য নারদঋষিঃ, শ্রীবালকৃষ্ণো দেবতা, পুরুষার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রধৃত শ্রীবালকৃষ্ণসহস্রনাম সম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রী
রাধিকা সহস্রনাম।

মহাদেবোক্ত শ্রীশ্রীরাধিকাসহস্রনাম মাহাত্ম্য।

যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি তস্য তুষ্যতি মাধবঃ॥ কিং তস্য যমুনাভির্বা নদীভিঃ সর্ব্বতঃ প্রিয়ে। কুরুক্ষেত্রাদিতীর্থৈ চ যস্য তুষ্টো জনার্দ্দনঃ॥ স্তোত্রস্যাস্য প্রসাদেন কিং ন সিদ্ধতি ভূতলে। ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চাস্যা ক্ষত্রিয়া জগতীপতিঃ॥ বৈশ্যো নিধিপতি ভূর্য়াৎ শূদ্রো মুচ্যেত জন্মতঃ। রাধানামসহস্রস্য সমানং নাস্তি ভূতলে॥ স্বর্গে বাপ্যথ পাতালে গিরৌ বা জলতোঽপি বা। নাতঃ পরং স্তবং স্তোত্রং তীর্থং নাতঃ পরং পরং। একাদশ্যাং শুচি ভূর্ত্বা যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ। তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাচ্ছৃণুয়াদ্বা সুশোভনে। দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং বা তুলসীসন্নিধৌ শিবে। যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি তস্য তত্তৎ ফলং শৃণু॥ অশ্বমেধং রাজসূয়ং বার্হস্পত্যং তথাত্রিকং। অতিরাত্রং বাজপেয়ামগ্নিষ্টোমং তথা শুভং॥ কৃত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি শ্রুত্বা তৎফলমাপ্নুয়াৎ। কার্ত্তিকে চাষ্টমীং প্রাপ্য পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি॥ সহস্রযুগ কল্পান্তং বৈকুণ্ঠ-বসতিং লভেৎ। ততশ্চ ব্রহ্মভবনে শিবস্য ভবনে পুনঃ॥ সুরাধিনাথ ভবনে পুনর্যাতি সলোকতাং। গঙ্গাতীরং সমাসাদ্য যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি। বিষ্ণোঃ সারূপ্য মায়াতি সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি। মম বক্ত্রগিরে র্জাতা পার্ব্বতীবদনাশ্রিতা॥ রাধানাম সহস্রাখ্যা নদী ত্রৈলোক্যপাবনী। পঠ্যতেহি ময়া নিত্যং ভক্ত্যা শক্ত্যা যথোচিতং॥ মম প্রাণ সমং হ্যেতৎ তব প্রীত্যা প্রকাশিতং। নাভক্তায় প্রদাতব্যং পাষণ্ডায় কদাচন। নাস্তিকায় বিরাগায় রাগযুক্তায় সুন্দরি। তথাদেয়ং মহাস্তোত্রং হরিভক্তায় শঙ্করি। বৈষ্ণবেষু যথাশক্তি দাত্রে পুণ্যার্থশালিনে॥ রাধানাম সুধাবারি মম বক্ত্রসুধাম্বুধেঃ। উদ্ধৃতাঽসৌ ত্বয়া যত্নাৎ যতঃ স্বং বৈষ্ণবাগ্রণীঃ॥ বিশুদ্ধসত্ত্বায় যথার্থবাদিনে দ্বিজস্য সেবা নিরতায়মন্ত্রিণে। দাত্রে যথাশক্তি সুভক্তমানসে রাধাপদধ্যান পরায় শোভনে॥ হরি পাদাব্জ মধুপমনোভূতায় মানসে। রাধাপাদ সুধাস্বাদশালিনে বৈষ্ণবায় চ। দদ্যাৎ স্তোত্রং মহাপুণ্যং হরিভক্তিপ্রসাধনং। জন্মান্তরং ন পশ্যন্তি রাধাকৃষ্ণ পদার্থিনঃ॥ মনপ্রাণা বৈষ্ণবা হি তেষাং রক্ষার্থমেব হি। শূলং ময়া ধার্য্যতে হি নান্যথা মৈত্রকারণং। হরিভক্তি দ্বিষামর্থে শূলং সন্ধার্য্যতে ময়া। শৃণু দেবি যথার্থং মে গদিতং ত্বয়ি সুব্রতে।

শ্রীশ্রীরাধিকাসহস্রনাম।

শ্রীরাধা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা কৃষ্ণসংযুতা। বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণ-প্রিয়া মদনমোহিনী। শ্রীমতী কৃষ্ণকান্তা চ কৃষ্ণানন্দপ্রদায়িনী॥ যশস্বিনী যশোগম্যা যশোদানন্দবল্লভা। দামোদরপ্রিয়া গোপী-গোপানন্দকরী তথা॥ কৃষ্ণাঙ্গবাসিনী হৃদ্যা হরিকান্তা হরি-প্রিয়া। প্রধানগোপিকা গোপকন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী॥ বৃন্দাবন-বিহারী চ বিকাশিতমুখাম্বুজা। গোকুলানন্দকর্ত্রী চ গোকুলানন্দ-দায়িনী॥ গতিপ্রদা গীতগম্যা গমনাগমনপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুকান্তা বিষ্ণোরঙ্গ নিবাসিনী॥ যশোদানন্দপত্নী চ যশোদা-নন্দগেহিনী। কামারিকান্তা কামেশী কামলালসবিগ্রহা॥ জয়-প্রদা জয়া জীবা জীবানন্দপ্রদায়িনী। নন্দনন্দনপত্নী চ বৃষভানু-সুতা শিবা॥ গণাধ্যক্ষা গবাধ্যক্ষা গবাং গতিরনুত্তমা। কাঞ্চনাভা হেমগাত্রা কাঞ্চনাঙ্গদধারিণী॥ অশোকা শোকরহিতা বিশোকা শোকনাশিনী। গায়ত্রী বেদমাতা চ বেদাতীতা বিদুত্তমা॥ নীতিশাস্ত্রপ্রিয়া নীতিগতি র্মতিরভীষ্টদা। বেদপ্রিয়া বেদগর্ভা বেদমার্গ প্রবর্দ্ধিনী॥ বেদগম্যা বেদপরা বিচিত্রকনকোজ্জ্বলা। তথোজ্জ্বলপ্রদা নিত্যা তথৈবোজ্জ্বলগাত্রিকা॥ নন্দপ্রিয়া নন্দ-সুতারাধ্যাঽনন্দপ্রদা শুভা। শুভাঙ্গী বিমলাঙ্গী চ বিলাসিন্যপরা-জিতা॥ জননী জন্মশূন্যা চ জন্ম মৃত্যুজরাপহা। গতির্গতিমতাং ধাত্রী ধাত্র্যানন্দ প্রদায়িনী॥ জগন্নাথপ্রিয়া শৈলবাসিনী হেম-সুন্দরী। কিশোরী কমলা পদ্মা পদ্মহস্তা পয়োদদা॥ পয়-

স্বিনী পয়োদাত্রী পবিত্রা সর্ব্বমঙ্গলা। মহাজীবপ্রদা কৃষ্ণ-কান্তা কমলসুন্দরী॥ বিচিত্রবাসিনী চিত্রবাসিনী চিত্ররূপিণী। নির্গুণা সুকুলীনা চ নিষ্কুলীনা নিরাকুলা॥ গোকুলান্তরগেহা চ যোগানন্দকরী তথা। বেণুবাদ্যা বেণুরতি র্বেণুবাদ্যপরায়ণা॥ গোপালস্তপ্রিয়া সৌম্যরূপা সৌম্যকুলোদ্বহা। মোহাঽমোহা বিমোহা চ গতিনিষ্ঠা গতিপ্রদা॥ গীর্ব্বাণবন্দ্যা গীর্ব্বাণা গীর্ব্বাণগণ সেবিতা। ললিতা চ বিশোকা চ বিশাখা চিত্রমালিনী॥ জিতে-ন্দ্রিয়া শুদ্ধসত্বা কুলীনা কুলদীপিকা। দীপপ্রিয়া দীপদাত্রী বিমলা বিমলোদকা॥ কান্তারবাসিনী কৃষ্ণা কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়া মতিঃ। অনু-ত্তরা দুঃখহন্ত্রী দুঃখকর্ত্রী কুলোদ্বহা॥ মতি র্লক্ষ্মীর্ধৃতির্লজ্জা কান্তিঃ পুষ্টিঃ স্মৃতিঃ ক্ষমা। ক্ষীরোদশায়িনী দেবী দেবারিকুলমর্দ্দিনী॥ বৈষ্ণবী চ মহালক্ষ্মীঃ কুলপূজ্যা কুলপ্রিয়া। সংহর্ত্রী সর্ব্বদৈত্যানাং সাবিত্রী বেদগামিনী॥ বেদাতীতা নিরালম্বা নিরালম্বগণপ্রিয়া। নিরালম্বজনৈঃ পূজ্যা নিরালোকা নিরাশ্রয়া॥ একাঙ্গা সর্ব্বগা সেব্যা ব্রহ্মপত্নী সরস্বতী। রাসপ্রিয়া রাসগম্যা রাসাধিষ্ঠাতৃদেবতা॥ রসিকা রসিকানন্দা স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা। রাসমণ্ডলমধ্যস্থা রাসমণ্ডলশোভিতা॥ রাসমণ্ডলসেব্যা চ রাসক্রীড়ামনোহরা। পুণ্ডরীকাক্ষনিলয়া পুণ্ডরীকাক্ষগেহিনী॥ পুণ্ডরীকাক্ষ সেব্যা চ পুণ্ডরীকাক্ষবল্লভা। সর্ব্বজীবেশ্বরী সর্ব্বজীববন্দ্যা পরাৎপরা॥ প্রকৃতিঃ শম্ভুকান্তা চ সদাশিব মনোহরা। ক্ষুৎপিপাসা দয়া নিদ্রা ভ্রান্তিঃ শ্রান্তিঃ ক্ষমাকুলা॥ বধূরূপা গোপপত্নী ভারতীসিদ্ধ-যোগিনী। সত্যরূপা নিত্যরূপা নিত্যাঙ্গী নিত্যগেহিনী॥ স্থান-দাত্রী তথা ধাত্রী মহালক্ষ্মীঃ স্বয়ংপ্রভা। সিন্ধুকন্যা স্থানদাত্রী দ্বারকাবাসিনী তথা॥ বুদ্ধিঃ স্থিতিঃ স্থানরূপা সর্ব্বকারণকারণা।

বকুলা বকুলামোদধারিণী যমুনা জয়া॥ বিজয়া জয়পত্নী চ যমলা-র্জ্জুনভঞ্জিনী। বক্রেশ্বরী বক্ররূপা বক্রবীক্ষণবীক্ষিতা॥ অপরা-জিতা জগন্নাথা জগন্নাথেশ্বরী যতিঃ॥ খেচরী খেচরসুতা খেচরত্ব প্রদায়িনী॥ বিষ্ণু বক্ষঃস্থলস্থা চ বিষ্ণুভাবনতৎপরা। চন্দ্র-কোটীসুগাত্রী চ চন্দ্রানন মনোহরা॥ সেবা সেব্যা শিবা ক্ষেমা তথা ক্ষেমঙ্করী বধূঃ॥ যাদবেন্দ্রবধূঃ সেব্যা শিবভক্তা শিবান্বিতা॥ কেবলা নিষ্কলা সূক্ষ্মা মহাভীমাহভয়প্রদা। জীমূতরূপা জৈমূতী জিতামিত্র প্রমোদিনী॥ গোপালবণিতা নন্দা কুলজেন্দ্রনিবাসিনী। জয়ন্তী যমুনাঙ্গী চ যমুনাতোষকারিণী॥ কলিকল্মষভঙ্গা চ কলি-কল্মষনাশিনী। কলিকল্মষরূপা চ নিত্যানন্দকরী কৃপা॥ কৃপা-বতী কুলবতী কৈলাসাচলবাসিনী। বামদেবী বামভাগা গোবিন্দ প্রিয়কারিণী॥ নরেন্দ্রকন্যা যোগেশী যোগিনী যোগরূপিণী। যোগসিদ্ধা সিদ্ধরূপা সিদ্ধিক্ষেত্র নিবাসিনী॥ ক্ষেত্রাধিষ্ঠাতৃরূপা চ ক্ষেত্রাতীতা কুলপ্রদা। কেশবানন্দদাত্রী চ কেশবানন্দদায়িনী॥ কেশবা কেশবপ্রীতা কেশবী কেশবপ্রিয়া। রাসক্রীড়াকরী রাস-বাসিনী রাসসুন্দরী॥ গোকুলান্বিতদেহা চ গোকুলত্বপ্রদায়িনী। লবঙ্গ নাম্নী নারঙ্গী নারঙ্গ কুলমণ্ডনা॥ এলালবঙ্গ কর্পূর মুখবাস মুখান্বি[illegible]। মুখ্যা মুখ্যপ্রদা মুখ্যরূপা মুখ্যনিবাসিনী॥ নারায়ণী কৃপাত[illegible] করুণাময়কারিণী। কারুণ্যা করুণা কর্ণা গোকর্ণানাগ কর্ণিক[illegible]র্পিনী কৌলিনী ক্ষেত্রবাসিনী জগদন্বয়া। জটীলা কুটিলা [illegible]লাম্বরধরা শুভা। নীলাম্বর বিধাত্রী চ নীলকণ্ঠ-প্রিয়া [illegible] ভগিনী ভাগিনী ভোগ্যা কৃষ্ণভোগ্যা ভগেশ্বরী॥ বলেশ্বরী [illegible]াধ্যা কান্তা কান্ত নিতম্বিনী। নিতম্বিনী রূপবতী যুবতী কৃ[illegible]ী॥ বিভাবরী বেত্রবতী শঙ্কটা কুটিলালকা। নারা-

য়ণপ্রিয়া শৈলা সৃক্কণী পরিমোহিতা ॥ দৃক্‌পাত মোহিতা প্রাত-
রাশিনী নবনীতিকা। নবীনা নবনারী চ নারঙ্গফলশোভিতা।
হৈমীহেমমুখী চন্দ্রমুখী শশি সুশোভনা। অর্দ্ধচন্দ্রধরা চন্দ্রবল্লভা
রোহিণী তমিঃ ॥ তিমিঙ্গিল কুলামোদ মৎস্তরূপাঽঙ্গ হারিণী।
কারণী সর্ব্বভূতানাং কার্য্যাতীতা কিশোরিণী ॥ কিশোর বল্লভা
কেশকারিকা কামকারিকা। কামেশ্বরী কামকলা কালিন্দী
কুলদীপিকা ॥ কালিন্দ তনয়াতীরবাসিনী তীর গেহিনী। কাদ-
ম্বরী পানপরা কুসুমামোদধারিণী ॥ কুমুদা কুমুদানন্দা কৃষ্ণেশী
কামবল্লভা। তর্কালী বৈজয়ন্তী চ নিম্বদাড়িম্বরূপিণী ॥ বিল্ববৃক্ষ-
প্রিয়া কৃষ্ণাম্বরা বিল্বোপমস্তনী। বিল্বাত্মিকা বিল্ববস্থ বিল্ববৃক্ষ
নিবাসিনী ॥ তুলসীতোষিকা তৈতিলানন্দ পরিতোষিকা। গজ-
মুক্তা মহামুক্তা মহা মুক্তি ফলপ্রদা ॥ অনঙ্গ মোহিনী শক্তিরূপা
শক্তি স্বরূপিণী। পঞ্চশক্তি স্বরূপা চ শৈশবানন্দকারিণী ॥ গজেন্দ্র
গামিনী শ্যামলতাঽনঙ্গলতা তথা। যোষিৎশক্তি স্বরূপা চ যোষিদা-
নন্দকারিণী ॥ প্রেমপ্রিয়া প্রেমরূপা প্রেমানন্দ তরঙ্গিণী।
প্রেমহারা প্রেমদাত্রী প্রেমশক্তিময়ী তথা ॥ কৃষ্ণ প্রেমবতী
ধন্যা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী। প্রেমভক্তিপ্রদা প্রেমা প্রেমানন্দ
তরঙ্গিণী ॥ প্রেমক্রীড়াপরীতাঙ্গী প্রেমভক্তিতরঙ্গিণী। প্রেমার্থ
দায়িনী সর্ব্বশ্বেতা নিত্য তরঙ্গিণী ॥ হাবভাবান্বিতা রৌদ্রা রুদ্রা-
নন্দ প্রকাশিণী। কপিলা শৃঙ্খলা কেশপাশ সম্বন্ধিনী ঘটী ॥
কুটীরবাসিনী ধূম্রা ধূম্রকেশা জলোদরী। ব্রহ্মাণ্ড গোচরা ব্রহ্ম-
রূপিণী ভবভাবিনী ॥ সংসার নাশিনী শৈবা শৈবলানন্দদায়িনী।
শিশিরা হেমরাগাঢ্যা মেঘরূপাঽতি সুন্দরী ॥ মনোরমা বেগবতী
বেগাঢ্যা বেদবাদিনী। দয়ান্বিতা দয়াধারা দয়ারূপা সুসেবিনী ॥

কিশোরসঙ্গসংসর্গা গৌরচন্দ্রাননা কলা। কলাধিনাথবদনা কলানাথাধিরোহিণী ॥ বিরাগকুশলা হেমপিঙ্গলা হেমমণ্ডনা। ভাণ্ডীর তালবনগা কৈবর্ত্তী পীবরী শুকী ॥ শুকদেবগুণাতীতা শুকদেবপ্রিয়াসখী। বিকলোৎকর্ষিণী কোষা কৌষেয়াম্বরধারিণী ॥ কোষাবরী কোষরূপা জগদুৎপত্তিকারিকা। সৃষ্টি স্থিতিকরী সংহারিণী সংহারকারিণী ॥ কেশশৈবলধাত্রী চ চন্দ্রগাত্রা সুকোমলা। পদ্মাঙ্গরাগ সংরাগা বিন্ধ্যাদ্রি পরিবাসিনী ॥ বিন্ধ্যালয়া শ্যামসখী সখী সংসাররাগিণী। ভূতা ভবিষ্যা ভব্যা চ ভব্যগাত্রা ভবাতিগা ॥ ভবনাশান্তকারিণ্যা কাশরূপা সুবেশিনী। রতিরঙ্গ পরিত্যাগা রতিবেগা রতিপ্রদা ॥ তেজস্বিনী তেজরূপা কৈবল্যপথদা শুভা। ভক্তিহেতু মু্ক্তিহেতু র্লঙ্ঘিনী লঙ্ঘনক্ষমা ॥ বিশালনেত্রা বৈশালী বিশালকুলসম্ভবা। বিশালগৃহবাসা চ বিশালবদরী রতিঃ ॥ ভক্ত্যতীতা ভক্তিগতি র্ভক্তিকা শিবভক্তিদা। শিবশক্তিস্বরূপা চ শিবার্দ্ধাঙ্গবিহারিণী ॥ শিরীষকুসুমামোদা শিরীষকুসুমোজ্জ্বলা। শিরীষমৃদ্বী শৈরীষী শিরীষকুসুমাকৃতিঃ ॥ বামাঙ্গহারিণী বিষ্ণোঃ শিবভক্তি সুখান্বিতা। বিজিতা র্বিজিতামোদা গগণা গণতোষিতা ॥ হয়াস্যা হেরম্বসুতা গণমাতা সুখেশ্বরী। দুঃখহন্ত্রী দুঃখহরা সেবিতেপ্সিত সর্ব্বদা ॥ সর্ব্বজ্ঞত্ব বিধাত্রী চ কুলক্ষেত্রনিবাসিনী। লবঙ্গা পাণ্ডবসখী সখীমধ্যনিবাসিনী ॥ গ্রাম্যাগীতা গয়া গম্যা গমনাতীতনির্ভরা। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গঙ্গা গঙ্গাজলময়ী তথা ॥ গঙ্গেরিতা পূতগাত্রা পবিত্রকুলদীপিকা। পবিত্রগুণশীলাঢ্যা পবিত্রানন্দদায়িনী ॥ পবিত্রগুণসীমাঢ্যা পবিত্রকুলদীপনী। কল্পমানা কংসহরা বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥ গোবর্দ্ধনেশ্বরী গোবর্দ্ধনহাস্যা হয়াকৃতিঃ। মীনাবতারা মীনেশী গগণেশী হয়া গজী ॥ হরিণীহারিণী

হারধারিণী কনকাকৃতিঃ। বিদ্যুৎপ্রভা বিপ্রমাতা গোপমাতা গয়েশ্বরী॥ গবেশ্বরী গবেশী চ গবীশী গতিবাসিনী। গতিজ্ঞা গীতকুশলা দনুজেন্দ্রনিবারিণী॥ নির্ব্বাণধাত্রী নৈর্ব্বাণী হেতুযুক্তা গয়োত্তরা। পর্ব্বতাধিনিবাসা চ নিবাসকুশলা তথা॥ সন্ন্যাসধর্ম্মকুশলা সন্ন্যাসেশী শরন্মুখী। শরচ্চন্দ্রমুখী শ্যামহারা ক্ষেত্রনিবাসিনী॥ বসন্তরাগ সংরাগা বসন্তবসনাকৃতিঃ। চতুর্ভুজা ষড়্ভুজা চ দ্বিভুজা গৌরবিগ্রহা। সহস্রাস্যা বিহাস্যা চ মুদ্রাস্যা মুদদায়িনী। প্রাণপ্রিয়া প্রাণরূপা প্রাণরূপিণ্যপাবৃতা॥ কৃষ্ণপ্রীতা কৃষ্ণরতা কৃষ্ণতোষণ তৎপরা। কৃষ্ণপ্রেমরতা কৃষ্ণভক্তা ভক্তফলপ্রদা॥ কৃষ্ণপ্রেমা প্রেমভক্তা হরিভক্তিপ্রদায়িনী। চৈতন্যরূপা চৈতন্যপ্রিয়া চৈতন্যরূপিণী॥ উগ্ররূপা শিবক্রোড়া কৃষ্ণক্রোড়া জলোদরী। মহোদরী মহাদুর্গকান্তারসুস্থবাসিনী॥ চন্দ্রাবলী চন্দ্রকেশী চন্দ্রপ্রেমতরঙ্গিণী। সমুদ্রমথনোদ্ভূতা সমুদ্রজলবাসিনী॥ সমুদ্রামৃতরূপা চ সমুদ্রজলবাসিকা। কেশপাশরতা নিদ্রা ক্ষুধা প্রেমতরঙ্গিকা॥ দূর্ব্বাদল শ্যামতনু দূর্ব্বাদলতনুচ্ছবিঃ। নাগরী নাগরীরাগা নাগরানন্দকারিণী॥ নাগরালিঙ্গনপরা নাগরাঙ্গনমঙ্গলা। উচ্চনীচা হৈমবতীপ্রিয়া কৃষ্ণতরঙ্গদা॥ প্রেমালিঙ্গনসিদ্ধাঙ্গী সিদ্ধ সাধ্যে বিলাসিকা। মঙ্গলামোদ জননী মেখলামোদধারিণী। রত্নমঞ্জীরভূষাঙ্গী রত্ন ভূষণভূষণা। জম্বালমালিকা কৃষ্ণপ্রাণা প্রাণ বিমোচনা॥ সত্যপ্রদা সত্যবতী সেবকানন্দদায়িকা। জগদ্যোনির্জগদ্বীজা বিচিত্র মণিভূষণা॥ রাধারমণকান্তা চ রাধ্যা রাধনরূপিণী। কৈলাসবাসিনী কৃষ্ণপ্রাণসর্ব্বস্বদায়িনী॥ কৃষ্ণাবতারনিরতা কৃষ্ণভক্ত ফলার্থিনী। যাচকা যাচকানন্দকারিণী যাচকোজ্জ্বলা॥ হরিভূষণ ভূষাঢ্যাঽনন্দযুক্তাঽর্দ্র পাদগা। হৈ হৈ তালাধরা

থৈ থৈ শব্দ শক্তি প্রকাশিনী॥ হে হে শব্দ স্বরূপাচ হী হী বাক্য বিশারদা। জগদানন্দকর্ত্রী চ সান্দ্রানন্দবিশারদা॥ পণ্ডিতা পণ্ডিত গুণা পণ্ডিতানন্দকারিণী। পরিপালনকর্ত্রী চ তথা স্থিতিবিনোদিনী॥ তথা সংহারশব্দাঢ্যা বিদ্বজ্জনমনোহরা। বিদুষাং প্রীতিজননী বিদ্বৎপ্রেমবিবর্দ্ধিনী॥ নাদেশী নাদরূপা চ নাদবিন্দু বিধারিণী। শূন্যস্থানস্থিতা শূন্যরূপপাদপবাসিনী॥ কার্ত্তিকব্রতকর্ত্রী চ বসনাহারিণী তথা। জলাশয়া জলতলা শিলাতলনিবাসিনী॥ ক্ষুদ্রকীটাঙ্গসংসর্গা সঙ্গদোষ বিনাশিনী। কোটীকন্দর্পলাবণ্যা কন্দর্পকোটি সুন্দরী॥ কন্দর্পকোটীজননী কামবীজপ্রদায়িনী। কামশাস্ত্রবিনোদা চ কামশাস্ত্রপ্রকাশিনী॥ কামপ্রকাশিকা কামিন্যণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিতা। যামিনী যামিনীনাথবদনা যামিনীশ্বরী॥ যাগযোগহরা ভুক্তিমুক্তিদাত্রী হিরণ্যদা। কপালমালিনী দেবী ধামরূপিণ্যপূর্ব্বদা॥ কৃপান্বিতা গুণা গৌণ্যা গুণাতীত ফলপ্রদা। কুষ্মাণ্ডভূতবেতালনাশিনী শরদান্বিতা॥ শীতলা শবলা হেলা লীলা লাবণ্যমঙ্গলা। বিদ্যার্থিনী বিদ্যমানা বিদ্যা বিদ্যাস্বরূপিণী॥ আন্বীক্ষিকী শাস্ত্ররূপা শাস্ত্রসিদ্ধান্তকারিণী। নাগেন্দ্রা নাগমাতা চ ক্রীড়াকৌতুকরূপিণী॥ হরিভাবনশীলা চ হরিতোষণতৎপরা। হরিপ্রাণা হরপ্রাণা শিবপ্রাণা শিবান্বিতা॥ নরকার্ণবসংহন্ত্রী নরকার্ণব নাশিনী। নরেশ্বরী নরাতীতা নরসেব্যা নরাঙ্গনা॥ যশোদানন্দন প্রাণবল্লভা হরিবল্লভা। যশোদানন্দনা রম্যা যশোদানন্দনেশ্বরী॥ যশোদানন্দনা ক্রীড়া যশোদাক্রোড়বাসিনী। যশোদানন্দনপ্রাণা যশোদানন্দনার্থদা॥ বৎসলা কোশলা কালা করুণার্ণবরূপিণী। স্বর্গলক্ষ্মী ভূমিলক্ষ্মীর্দ্রৌপদী পাণ্ডবপ্রিয়া॥ তথার্জ্জুনসখী ভৌমী ভৈমী ভীমকুলোদ্বহা। ভুবনা মোহনা ক্ষীণা পানাসক্ততরা

তথা। পানার্থিনী পানপাত্রা পানপানন্দদায়িনী। দুগ্ধমন্থনকর্ম্মাঢ্যা দধিমন্থনতৎপরা॥ দধিভাণ্ডার্থিনী কৃষ্ণক্রোধিনী নন্দনাঙ্গনা। ঘৃতলিপ্তা তক্রযুক্তা যমুনাপারকৌতুকা॥ বিচিত্রকথকা কৃষ্ণ হাস্যভাষণ তৎপরা। গোপাঙ্গনাবেষ্টিতা চ কৃষ্ণসঙ্গার্থিনী তথা॥ রাসাসক্তা রাসরতি রাসবাসক্ত বাসনা। হরিদ্রা হারিতা হারীণ্যানন্দার্পিতচেতনা॥ নিশ্চৈতন্যা চ নিশ্চেতা তথা দারুহরিদ্রিকা। সুবলস্যস্বসা কৃষ্ণভার্য্যা ভাষাতিবেগিনী॥ শ্রীদামস্য সখী দাম দামিনী দামধারিণী। কৈলাসিনী কেশিনী চ হরিদম্বরধারিণী॥ হরিসান্নিধ্যদাত্রী চ হরিকৌতুক মঙ্গলা। হরিপ্রদা হরিদ্বারা যমুনাজলবাসিনী॥ জৈত্রপ্রদা জীতার্থী চ চতুরা চাতুরীতমী। তমিস্রাহতপরূপা চ রৌদ্ররূপা যশোহর্থিনী॥ কৃষ্ণার্থিনী কৃষ্ণকলা কৃষ্ণানন্দবিধায়িনী। কৃষ্ণার্থবাসনা কৃষ্ণরাগিণী ভবভাবিণী॥ কৃষ্ণার্থরহিতা ভক্তা ভক্তভক্তি শুভপ্রদা। শ্রীকৃ..রহিতা দীনা তথা বিরহিণী হরে॥ মথুরামথুরারাজগেহভাবনভাবনা। শ্রীকৃষ্ণভাবনামোদা তথোন্মাদবিধায়িনী॥ কৃষ্ণার্থব্যাকুলা কৃষ্ণসারচর্ম্মধরাশুভা। অলকেশ্বরপূজ্যা চ কুবেরেশ্বরবল্লভা॥ ধনধান্য বিধাত্রী চ জায়া কায়া হয়া হয়ী। প্রণবা প্রণবেশী চ প্রণবার্থস্বরূপিণী। ব্রহ্মবিষ্ণুশিবার্দ্ধাঙ্গহারিণী শৈবশিংসপা। রাক্ষসীনাশিনীভূতপ্রেতপ্রাণবিনাশিনী। সকলেপ্সিতদাত্রী চ শচী সাধ্বী অরুন্ধতী। পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতিবাক্যবিনোদিনী॥ অশেষসাধনী কল্পবাসিনী কল্পরূপিণী॥

ইতি শ্রীরাধিকাসহস্রনামং সম্পূর্ণং।